এই কিতাবের আয় ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাছার জন্য
ওয়াক্‌ফ করা হইয়াছে।

# তা'লীমে-মা'রেফৎ

—:•:—

মরহুম আমীরোশ্ শরীয়ৎ মোহিয়ে ছুন্নৎ হাদিয়ে জমান
হজরৎ মাওলানা শাহ ছুফী হাজী মোহাম্মদ
আবুবকর ছিদ্দীকী হানাফী ছাহেবের
অনুমোদন ক্রমে—
বাকেরগঞ্জ জিলার ছারছীনা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পীর ও আল্লামা
কুতুবে-রব্বানী, মাহবুবে-ছোবহানী, হাদিয়ে-জমান
হজরৎ শাহ ছুফী আলহাজ্জ
মাওলানা নেছারুদ্দীন আহ্‌মদ ছাহেব
মরহুম প্রণীত
মোহাম্মদ এমদাদ আলী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

—•—

কেতাব পাইবার ঠিকানা—
[illegible]দ্রাছাহ্ লাইব্রেরী
[illegible]ারুছ-ছুন্নৎ, জিং বাকেরগঞ্জ
★
[illegible]য়েব একাডেমী লিমিটেড
[illegible] পাটুয়াটুলী ঢাকা—১
[illegible]৬ এ. পেয়ারীদাস রো[illegible]

আমার মাননীয় পীর মরহুম হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী হাজী
মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীকী হানাফী ছাহেবের

## আদেশ ও দোয়া-পত্র

মাওলানা শাহ্ নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেবকে নক্‌শবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দেদিয়া, কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরীকা সমূহের কিতাব মূদ্রিত করিতে আদেশ দিলাম। আশা করি, আপনারা সকলে এই কিতাব অনুযায়ী আমল করিয়া নেকী হাসিল করিবেন।

আমি দোয়া করি, এই কিতাবখানা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন।

احقر الناس

محمد ابو بكر عفى عنه



## নিবেদন

বর্তমানে আমার মুরীদান এবং অন্যান্য মহোদয়গণের অনুরোধে নক্শ বন্দিয়ায়ে মুজাদ্দেদিয়া, কাদেরিয়া ও চিশ্তিয়া তরীকা সমূহের ছবক ও তা'লীম এবং তরীকতের অন্যান্য বিষয়াদি সম্বলিত "তা'লীমে মা'রেফত" নামক এই কিতাব মূদ্রণ করিতে বাধ্য হইলাম। আমি আমার মরহুম পীর ছাহেব কেবলা হইতে যে তা'লীম প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যেই ভাবে লোকদিগকে যৎকিঞ্চিৎ তা'লীম দিয়া থাকি, সেই ভাবে ধারাবাহিক নিয়মে এই কিতাব লিখা হইল।

**তরীকা শিক্ষার্থীগণের প্রতি অনুরোধঃ** ইল্মে মা'রেফত শুধু কিতাবে লিখিত নসীহত ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ইলমে মা'রেফত লাভ করিতে হইলে কামেল পীরের নিকট যাইতে হইবে। যাহারা উপযুক্ত কামেল পীরের নিকট মা'রেফতের তা'লীম ও ছনদ প্রাপ্ত না হইয়া কিতাবস্থ রীতিনীতির উপর নির্ভর করিয়া মুরীদ করিবে, তাহারা নিজেরাও বিপথগামী হইবে এবং অজ্ঞতা বশতঃ যাহারা তাহাদের নিকট শিক্ষা করিতে আসিবে, তাহারা সামান্য উন্নতিও লাভ করিতে পারিবে না। কিয়ামতের দিন এই প্রকার ভন্ড পীরকে আল্লাহ তায়ালা মাফ না করিলে জাহান্নামে যাইতে হইবে। সুতরাং আমার মুরীদ ও খলীফাগণকে এই সম্পর্কে সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি।

আমার মুরীদগণের মধ্যে তরীকার কোন বিষয় নিয়া মতানৈক্য হইলে এই কিতাব অনুযায়ী মিমাংসা করিয়া লইবেন। আমার এই কিতাবে কোথাও কোন খেলাফ মত অথবা ভুল ভ্রান্তি দৃষ্ট হইলে অনুগ্রহ পূর্বক জানাইলে বাধিত হইব। বারান্তরে উহার ফায়সালা করা হইবে ইন্শা আল্লাহ। এই কিতাবখানা আমার উর্দু তা'লীমে মা'রেফতেরই বঙ্গানুবাদ। এই কিতাবের সম্পূর্ণ আয় আমার বাটিস্থ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায় দান করিয়া দিলাম। ইহাতে আমি, আমার উত্তরাধিকারী ও খলীফাবৃন্দের কাহারও কোন স্বত্ব রহিল না।

আশা করি, সকলে একখানা কিতাব খরিদ করিয়া নিজ নিজ পীরের অনুমতি অনুসারে তা'লীম পাইয়া মা'রেফত হাসিল করিবেন।

احقر الناس

نثار الدين احمد

## ১২তম সংস্করণের নিবেদন

তা'লীমে মা'রেফতের ১২তম সংস্করণ বাহির হইল। নানা কারণে পূর্ববর্তী সংস্করণে যে সকল ভূল ত্রুটি রহিয়া গিয়াছিল, এই সংস্করণে আল্লাহর ফজলে তাহা যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতৎসহ মরহুম দাদা হুযুর কেবলা কৃত এলমে তাসাউফের সুবিস্তৃত ফতোয়া এই কেতাবের প্রথম ভাগে দেওয়া হইল। জেকরে জলী সম্বন্ধে একটি ফতোয়া ও তাওয়াচ্ছুল বা অছীলা ধরা, পাগড়ী দ্বারা বাইয়াত গ্রহণ ও সর্বদা জেকের করার প্রমাণ, ইজতেমায়ী জেকের করার প্রমাণ সম্পর্কে একটি মজমুন এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আশাকরি, তরীকা শিক্ষার্থীগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইবে।

احقر الناس

شاہ محمد محب اللہ

# সূচীপত্র


* ইলমে তাসাউফ কাহাকে বলে ১১
* ইল্‌মে তাসাউফ এবং ফিকহের প্রয়োজন সমান ১১
* তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া, ও * মোস্তাহাব ১২
* তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজ কেন? ১৩
* সংগুণ ও অসংগুণ সমূহ কি কি? ১৬
* তাসাউফের ব্যাখ্যা ১৮
* ইলম দুই প্রকারঃ শরীয়ত ও মা'রেফত এতদুভয় মিলিয়া হাকীকত লাভ হয় ১৯
* মা'রেফতের জন্য পীর অন্বেষণ ২০
* চারি মাজহাবের বিশিষ্ট আলেমগণ মা'রেফত ফরজ বলিয়াছেন এবং তাহারা পীরের খেদমত করিয়াছেন ২০
* ইমাম সাহেবের উর্ধ্বতন পীর ও মুরিদগণের সিলসিলা ২২
* শুধু ইলমে জাহের দ্বারা নিজেকে এবং অন্যকে সংশোধন করিতে পারেনা ২৪
* মনের কুরিপু সমূহ চিনা আবশ্যক ও বিনাশ করা ফরজ ২৪
* কুরিপু সমূহ পাপের মূল উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা ফরজ ২৫
* ইলম দুই প্রকার শরীয়ত ও মা'রেফত ২৬
* যে ব্যক্তি শুধু মা'রেফাত শিক্ষা করে সে কাফের, যিনি উভয় প্রকার ইলম শিক্ষা করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত আলেম ২৬
* ফিকহ আকায়েদ ও তাসাউফ ধর্মের ভিত্তি ২৭
* শরীয়ত ও মা'রেফত ব্যতীত ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া হইবে না ২৮
* তাসাউফ ব্যতীত শরীয়ত অঙ্গহীন থাকিবে ২৯
* পীরের খেদমত ব্যতীত তাসাউফ শিক্ষা করা যায় না ৩০
* আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করিয়া থাকেন ৩১
* আল্লাহকে যিনি বেশী ভয় করেন তিনিই প্রকৃত আলেম ৩১
* আল্লাহকে পাইবার অসীলা পীর ও মোর্শেদ ৩৩
* তাওয়াজ্জুল বা অসীলা ধরা ৩৩
* পাগড়ী, রুমাল, কাপড় দ্বারা বাইয়াত করার প্রমাণ ৪১
* নিয়তের মধ্যে পীরের ওসীলা দেয়া জায়েজ কিনা ৫১
* জেকের করার প্রমাণ ৫২
* ইজতেমায়ী জেকের করার প্রমাণ ৬০
* সর্বদা আল্লাহর জেকের করার হুকুম ৬৭
* সর্বদা জেকেরের অর্থ নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জেকের করা (পাছে আনফাছ) ৭০
* আল্লাহ আল্লাহ জেকের ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জেকের করার প্রমাণ ৭১
* জেকের না করিলে শয়তান গালেব হয় ৭৬
* হামেশা জেকের করিলে শয়তান গালেব হইতে পারে না ৭৭
* মোরাকাবার ফজিলত ৭৮
* মোরাকাবা কুরআন শরীফ হইতে প্রমাণিত ৭৮
* আল্লাহর কুদরত সম্বন্ধে মোরাকাবা কর, তাহার জাত জানিতে চাহিওনা ৭৮
* মানুষ দেহ ও মন দ্বারা গঠিত সুতরাং দেহ মন দ্বারা মোরাকাবা করিতে হইবে ৭৯
* নফল ইবাদত হইতে মোরাকাবা উত্তম ৮০
* মোরাকাবা শ্রেষ্ঠ হইবার কারণ ৮১
* মোরাকাবা ও নফল ইবাদতের মধ্যে কোনটি উত্তম ৮১
* মোরাকাবা ব্যতীত জেকের হয়না ৮২
* হাদীস শরীফ দ্বারা মোরাকাবা প্রমাণিত ৮২
* জেকেরের ফজিলত ৮৪
* জেকরে জলির হদ ও দলীল ৮৯
* উপযুক্ত পীরের লক্ষণ ৯৫
* মুরীদের কর্তব্য ও আদব ৯৭

* আদাবুল মুরীদ ৯৮
* তা'লীমের সময় পীর ও ওস্তাদের দিকে মুখ করিয়া বসার হুকুম ১০৩
* তাওয়াজ্জুহের বিবরণ ১০৮
* তাওয়াজ্জুহের প্রমাণ ১০৮
* নকশা বন্দিয়ায়ে মোজাদ্দেদিয়া তরীকার বিবরণ ১০৯
* দরূদ শরীফের ফজিলত ১১১
* লা হাওলা পাঠের ছওয়াব ১১১
* নকশাবন্দিয়াযে মোজাদ্দেদীয়া তরীকার লতীফা সমূহ ১১১
* জেকের করিবার তরতীব ১১৩
* ছওয়াব রেছানীর নিয়ম ১১৩
* জেকের মালুম হইবার আলামত ১১৪
* একত্রে ছয় লতিফার নিয়ত ১১৫
* আরবা আনাছের ১১৫
* সুলতানুল আজকার ১১৭
* সুলতানুল আজকার জারী হইবার আলামত ১১৭
* পাছে আনফাছ জেকের করিবার নিয়ত ১১৮
* হুশ দরদম ১১৯
* নজর হর কদম ১১৯
* ছফর দার ওতন ১১৯
* খেলওয়াত দর আনজুমান ১১৯
* ইয়াদ কারদ ১২০
* বাজ গাশত ১২০
* নেগাহ দাশত ১২০
* ইয়াদ দাশত ১২০
* অকুফে জামানী ১২১
* অকুফে আদাদী ১২১
* অকুফে কলবী ১২১
* নফী এছবাতের বিবরণ ১২২
* মশক করিবার কায়দা ১২২
* হযরত ঈসা এর মোহাব্বতের কায়েজের নিয়ত ১২৪
* কুরিপু সমূহের পরিচয় ১২৫
* নফী এছবাতের পাছে আনফাছের নিয়ম ১২৬
* লতীফা সমূহের নূরের বিবরণ ১২৬
* তওবার ফায়েজ ১৩০
* তওবার ফায়েজের নিয়ত ১৩০
* দায়েরায়ে এমকান ১৩১
* দায়েরায়ে এমকানের নিয়ত ১৩২
* আনওয়ারে ছায়েরে আফাকীর মোরাকাবা ১৩২
* তাজাল্লীয়ে আফয়ালীর মোরাকাবা ১৩৩
* তাওহীদে আফআলীর মোরাকাবা ১৩৩
* জজবাতুম মিন জজবাতিল্লাহর মোরাকাবা ১৩৪
* আনোয়ারে ছায়েরে আনফাছীর মোরাকাবা ১৩৪
* রুহমাতের ফায়েজ ১৩৪
* দায়েরায়ে বেলায়েতে ছোগরা ১৩৬
* জেলালে আছমা ও ছেফাত ১৩৬
* মাইয়াত ১৩৭
* মাইয়াতে হোব্বি ১৩৭
* নেছইয়ানো আম্মা ছেওয়ায়ে আল্লাহ ১৩৭
* গালাবাতুল্লেছবাত ১৩৭
* তাওহীদে মোয়াল্লা ১৩৭
* তাজাল্লীয়ে বারকী ১৩৭
* ওয়াহদাত দার কাছরাত ১৩৮

* ওয়াহদানিয়াত ১৩৮
* ছামদানিয়াত ১৩৮
* মোরাকাবায়ে জালালী ১৩৮
* ফানা ১৩৮
* বাকা ১৩৯
* ওয়ারেদাত ১৩৯
* এস্তেগরাক ১৩৯
* বেখুদী ১৩৯
* দাওয়ামে হুজুর ১৩৯
* এনকেশাফে শরীয়ত ১৪০
* কাশফুল আরওয়াহ ১৪০
* কাশফুল কুলুব ১৪০
* বেলায়েতে ছোগরার আনুসঙ্গিক ছবকসমূহ ১৪০
* তওবা ১৪১
* এনাবত ১৪১
* জোহদ ১৪২
* কানায়াত ১৪২
* অরা ১৪২
* শোকর ১৪২
* ছবর ১৪৩
* তছলিম ১৪৩
* রেদা ১৪৩
* তাওয়াক্কুল ১৪৩
* দশ লতীফার প্রমাণ ১৪৫
* দায়েরায়ে বেলায়েতে কোবরা ১৫০
* মোরাকাবা জাত ও ছিফাত ১৫০
* আকরাবিয়াত ১৫১
* মহাব্বত ১৫১
* কওছের মোরাকাবা বা শরহুছুদুরের মোরাকাবা ১৫১
* ছায়েরায়ে বেলায়েতে উলইয়া ১৫২
* দায়েরায়ে কামালাতে নবুয়ত ১৫৩
* দায়েরায়ে কামালাতে রেছালাত ১৫৪
* দায়েরায়ে কামালাতে উলুল আজম ১৫৪
* দায়েরায়ে হাকিকাতে কইউমিয়াত ১৫৪
* দায়েরায়ে হাকিকাতে ঈছাবী ১৫৫
* দায়েরায়ে হাকিকাতে ইব্রাহিমী ১৫৫
* দায়েরায়ে হাকিকাতে মুছাবী ১৫৫
* দায়েরায়ে হাকিকাতে মোহাম্মাদী ﷺ ১৫৬
* দায়েরায়ে হাকিকাতে আহমদী ﷺ ১৫৬
* হাকিকাতে হোব্বে মোহাম্মদী ﷺ ছোরফা ১৫৭
* হাকিকাতে হোব্বে আহমদী ﷺ ছোরফা ১৫৭
* দায়েরায়ে হোব্বে ছোরফা ১৫৭
* দায়েরায়ে লা তায়াইউন ১৫৭
* হাকিকাতে কা'বা ১৫৭
* হাকিকাতে কোরআন ১৫৮
* হাকিকাতে ছালাত ১৫৮
* হাকিকাতে ছাওম ১৫৮
* হাকিকাতে ছোরফায়ে মাবুদিয়াত ১৫৮
* হাকিকাতে মোহাব্বত ও জজবায়ে জাতি হোব্বে এশক ১৫৮
* হাকিকাতে ছাইফিল্লাহ ১৫৯
* যদি কেহ ইছলামের শত্রু কিংবা বেদয়াত ফকিরের দর্পচূর্ণ

করিতে চাহে তাহার তদবিরের জন্য নিম্নরূপ নিয়ত করিবে ১৫৯
* মোকামে বেলায়েতে ছেরাজুম মুনীরা ১৫৯
* মোকামে নবুয়তে ছেরাজুম মুনীরা ১৬০
* মোকামে রেছালাতে ছেরাজুম মুনীরা ১৬০
* মোকামে কামালাতে ছেরাজুম মুনীরা ১৬০
* কোশায়েশে বাতেনের মোরাকাবা ১৬০
* এস্তেবায়ে ছুনানের মোরাকাবা ১৬১
* তালাজ্জুজে জেকেরের মোরাকাবা ১৬২
* দফে হোব্বে দুনিয়ার মোরাকাবা ১৬২
* তাজাররুদুল কলব আম্মা ছেওয়াল্লাহ ১৬২
* হাকিকাতে ছাফাইল্লাহ ১৬৩
* হাকিকাতে মাকামে মাহমুদা ১৬৩
* ওয়াহদানিয়াতের মোরাকাবা ১৬৩
* কুওয়াতের মোরাকাবা ১৬৩
* ছামদানিয়াতের মোরাকাবা ১৬৪
* নেছইয়াম মানছিয়াম মাছেওয়াল্লাহ ১৬৪
* জামেউনেছবাতের মোরাকাবা ১৬৪
* নেছবাতে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ১৬৫
* নেছবাতে হযরত ওমর (রাঃ) ১৬৫
* নেছবাতে হযরত ওসমান (রাঃ) ১৬৬
* নেছবাতে হযরত আলী (রাঃ) ১৬৬
* নেছবাতে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ১৬৭
* নেছবাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) ১৬৭
* নেছবাতে হযরত হাছান ও হুসাইন (রাঃ) ১৬৭
* নেছবাতে হযরত হামজা ও হযরত আব্বাছ (রাঃ) ১৬৭
* নেছবাতে হযরত ওয়ায়েছ কর্ণী (রঃ) ১৬৮
* নেছবাতে হযরত বড় পীর ছাহেব (রহঃ) ১৬৮
* নেছবাতে হযরত খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) ১৬৮
* নেছবাতে হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহঃ) ১৬৮
* নেছবাতে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) ১৬৮
* মেরাতের ১ম মোরাকাবা ১৬৮
* মেরাতের ২য় মোরাকাবা ১৬৯
* বরজখ বা মোহব্বাতের মোরাকাবা ১৬৯
* ফাজকুরুনী আজকুরকুম এর মোরাকাবা ১৬৯
* হুজুরীর মোরাকাবা ১৬৯
* সুলতানান্নাছিরার মোরাকাবা ১৭০
* রুইয়ায়ে ছাদেক অর্থাৎ সত্য স্বপ্নের মোরাকাবা ১৭০
* তাওয়াজ্জুহ ছেদকে ইলাল্লাহের মোরাকাবা ১৭০
* মাকামাতে ছালেহীনের মোরাকাবা ১৭১
* মাকামাতে শোহাদার মোরাকাবা ১৭১
* মাকামাতে ছিদ্দীকীনের মোরাকাবা ১৭১
* এলমে লাদুন্নীর মোরাকাবা ১৭১
* জালালীর মোরাকাবা ১৭২
* ফানা ফিশ শায়েখের মোরাকাবা ১৭২
* ফানা ফির রাসূলের মোরাকাবা ১৭৩
* ফানা ফিল্লাহের মোরাকাবা ১৭৩
* কাদেরিয়া তরীকার বিবরণ ১৭৩
* কাদেরিয়া তরীকার অজীফা ১৭৩
* কাদেরিয়া তরীকার লতিফা সমূহ ১৭৪
* ছওয়াব রেছানীর নিয়ম ১৭৪

* এক জরবী জেকেরের নিয়ম ১৭৫
* দুই জরবী জেকের ১৭৫
* নফি এছবাত করিবার কায়দা ১৭৬
* রহমতের ফায়েজ ১৭৭
* কাদেরিয়া তরীকার দশ মোকামের মোরাকাবা ১৭৮
* তওবার মোরাকাবা ১৭৮
* মোকামে এনাবাতের মোরাকাবা ১৭৮
* মোকামে জোহদের মোরাকাবা ১৭৯
* মোকামে অরার মোরাকাবা ১৭৯
* মোকামে শোকরের মোরাকাবা ১৭৯
* মোকামে তাওয়াক্কুলের মোরাকাবা ১৮০
* মোকামে তছলিমের মোরাকাবা ১৮০
* মোকামে ছবরের মোরাকাবা ১৮০
* মোকামে কানায়াতের মোরাকাবা ১৮১
* মোকামে রেদার মোরাকাবা ১৮১
* হাকিকাতে সুলতানান্নাছিরার মোরাকাবা ১৮১
* হাকিকাতে মাকামে মাহমুদার মোরাকাবা ১৮২
* খাছ তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহের মোরাকাবা ১৮২
* লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমার খফি নফি এছবাত ১৮২
* কাদেরিয়া তরীকার খফি জেকের ১৮৩
* জেকেরের তরতীব ১৮৩
* কাদেরিয়া তরীকার পাছে আনফাছ ১৮৩
* জেকেরে আছর হইল কিনা, কিরূপে বুঝিবে ১৮৩
* মোরাকাবা কাহাকে বলে ১৮৩
* আল্লাহ তায়ালার হুজুরী ও মাইয়াতের মোরাকাবা ১৮৪
* মাইয়াতের মোরাকাবা ১৮৪
* কাদেরিয়া তরীকার আয়াতের মোরাকাবা ১৮৪
* তৌহিদে আফআলীর মোরাকাবা ১৮৭
* পীড়া দফে, রিজিক বৃদ্ধি ও শত্রুদফের মোরাকাবা ১৮৮
* চিশতিয়া তরীকার বিবরণ ১৮৮
* হযরত ﷺ এর নিকট হযরত আলী (রাঃ) তকলীন ১৮৮
* হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এর সাথে হযরত আলী (রাঃ) এর নেছবত ১৮৯
* ছওয়াব রেছানীর নিয়ম ১৯২
* চিশতিয়া তরীকার অজীফা ১৯২
* চিশতিয়া তরীকার লতীফা সমূহের স্থান ১৯৩
* চিশতিয়া তরীকার জেহের নফি এছবাতের কায়দা ১৯৩
* নফি এছবাত জেকেরের তরতীব ১৯৪
* চিশতিয়া তরীকার পাছে আনফাছ ১৯৫
* চিশতিয়া তরীকার দশ মোকামের মোরাকাবা ১৯৫
* কলবে তওবার মোরাকাবা ১৯৫
* রূহতে এনাবতের মোরাকাবা ১৯৬
* চিশতিয়া তরীকার আয়াতের মোরাকাবা ১৯৬
* তৌহিদ আফআলীর মোরাকাবা ১৯৯
* রাসূলে করীম ﷺ এর সাথে সাহাবায়েকেরাম ও আলেআতহারকে বাদ দিয়ে কোন বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা যাইবে কিনা? ১৯৯
* হযরত পীর ছাহেব কেবলার অনুমতি ২০৪
* চিশতিয়া তরীকার চেল্লা করিবার নিয়ম ২০৪
* কঠিন বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার তদবীর ২০৬
* ছালাতে কুন ফাইয়াকুনের তরতীব ২০৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ইলমে তাসাউফ

**তাসাউফ কাহাকে বলে?**

**প্রশ্নঃ** তাসাউফ শিক্ষা করা সম্বন্ধে শরীয়তের আলেম ও মুফতি মহোদয়গণের অভিমত দলীল প্রমাণ সহকারে জানাইয়া বাধিত করুন।

**উত্তরঃ** ইলমে তাসাউফ অর্থ আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বুঝাইয়া থাকে। মোছাল্লামুচ্ছবুৎ কিতাবে ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে-

هُوَ التَّصوف البا حِث عنِ الاحوالِ القلبيةِ التى هِى الوِجدانيات-

অর্থাৎ- তাসাউফ হলো যা আহওয়ালে কলবিয়া তথা অন্তরের অবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করে যে গুলি বাতেনী শক্তি সমূহের দ্বারা অনুভূত হয়।

ফকিহকুল মুকুট হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছাহেব আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক শাস্ত্র ও ইলমে তাসাউফকে ফিকহ শাস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন অর্থাৎ বাহ্যিক আমলের জন্য যেরূপ মাছলা-মাছায়েল শিক্ষা করা প্রয়োজন, আত্মশুদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যেও তেমনি ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা আবশ্যক বলিয়াছেন। উল্লিখিত উভয় প্রকারের ইলমই ইলমে ফিকহের মধ্যে গণ্য। সুতরাং ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজ।

## ইল্‌মে তাসাউফ ও ফিকহের প্রয়োজন সমান

তাওজীহ নামক কিতাবের মর্মে জানা যায়-

وابو حنيفة (رح) انما لم يزد لانه اراد الشمول اى اطلق الفقه على العلم بما لها وما عليها سواء كان من الاعتقاديات او الوجدانيات او العمليات ومن ثم سمى الكلام فقه اكبر -

**অর্থঃ** হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ইল্‌মে ফিকহের সংজ্ঞায় শুধু ইন্দ্রীয় ঘটিত বাহ্যিক আমলকেই সীমাবদ্ধ করেন নাই। যেহেতু তিনি আকায়েদ এবং তাসাউফকেও ফিকহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাই তিনি ফিকহের অর্থ

লিখিয়াছেন, যাহা দ্বারা আত্মার লাভ ও ক্ষতির ইলম লাভ করা যায়, চাই উহা আকায়েদ, তাসাউফ কিংবা বাহ্যিক আমল বিষয়ক হউক। অর্থাৎ উক্ত বিষয়ত্রয়ের জ্ঞানকে ইলমে ফিক্হ বলে। আর এই জন্যই তিনি কালাম (আকায়েদ শাস্ত্র)-এর নামকরণ করিয়াছেন "ফিকহে আকবর"। কাজেই তাসাউফ ইলমে ফিকহ জ্ঞানে শিক্ষা করা ফরজ।

## তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন,
## ফরজে কেফায়া এবং মুস্তাহাব

দুররুল মুখ্তার কিতাবে আছে-

اِعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدرما يحتاج لدينه و فرض كفاية وهوما زاد عليه لنفع غيره ومندوبا وهو التبحر فى الفقه وعلم القلب -

অর্থাৎ- আবশ্যক পরিমাণ ইল্ম শিক্ষা করা ফরজে আইন। অপরকে শিক্ষা দেওয়ার মানসে স্বীয় আবশ্যকের অতিরিক্ত শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া এবং ইলমে ফিকহ ও ইলমে তাসাউফে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ ইলমে তাসাউফও অবস্থাভেদে শিক্ষা করা ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া এবং মুস্তাহাব।

দুররুল মুখতার কিতাবের শরাহ গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে-

تو علم قلب فقه پرعطف ہے نه تبحر پر تومطلب یه ہو اکه اصل علم اخلاق فرض ہے اور اسمین تبحر پیدا کرنا مستحب ہے ۔

উপরোক্ত আরবী ইবারতে علم قلب অংশটি التبحر এর সহিত সংযোজিত নয়, বরং উহা الفقه শব্দের সাথে সংযুক্ত। অতএব, প্রমাণিত হইতেছে যে, ইল্মে তাসাউফ শিক্ষা করা প্রকৃতপক্ষে ফরজ এবং উহাতে পারদর্শিতা অর্জন করা মুস্তাহাব। শামী ১ম খণ্ডে এবং হাশিয়ায়ে তাহতাবীতেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

## তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজ কেন?

এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন কিতাবের ১ম খণ্ডে আছে-

عِلْمُ اَحْوَالِ الْقَلْبِ اَمَّا مَا يُحْمَدُ مِنْهَا فَكَالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالرِّضَاءِ وَالزُّهْدِ وَالتَّقْوٰى وَالْقَنَاعَتِ وَالسَّخَاءِ وَمَعْرِفَةِ الْمِنَّةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِى جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ وَالْاِحْسَانِ وَحُسْنِ الظَّنِّ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَالصِّدْقِ وَالْاِخْلَاصِ فَمَعْرِفَةُ حَقَائِقِ هٰذِهِ الْاَحْوَالِ وَحُدُوْدِهَا وَاَسْبَابِهَا الَّتِى بِهَا تُكْتَسَبُ وَثَمَرَتِهَا وَعَلَامَتِهَا وَمُعَالَجَةِ مَا ضَعُفَ مِنْهَا حَتّٰى يَقْوٰى وَمَا زَالَ حَتّٰى يَعُوْدَ مِنْ عِلْمِ الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا مَا يُذَمُّ فَخَوْفُ الْفَقْرِ وَسَخَطُ الْمَقْدُوْرِ وَالْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْغِشِّ وَطَلَبِ الْعُلُوِّ وَحُبِّ الثَّنَاءِ وَحُبِّ طُوْلِ الْبَقَاءِ فِى الدُّنْيَا لِلتَّمَتُّعِ وَالْكِبْرِ وَالرِّيَاءِ وَالْغَضَبِ وَالْاَنَفَةِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَالطَّمَعِ وَالْبُخْلِ وَالرَّغْبَةِ وَالْبَذَخِ وَالْاَشَرِ وَالْبَطَرِ وَتَعْظِيْمِ الْاَغْنِيَاءِ وَالْاِسْتِهَانَةِ بِالْفُقَرَاءِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالتَّنَافُسِ وَالْمُبَاهَاةِ وَالْاِسْتِكْبَارِ عَنِ الْحَقِّ وَالْخَوْضِ فِيْمَا لَا يَعْنِى وَحُبِّ كَثْرَةِ الْكَلَامِ وَالصَّلَفِ وَالتَّزَيُّنِ لِلْخَلْقِ وَالْمُدَاهَنَةِ وَالْعُجْبِ وَالْاِشْتِغَالِ عَنْ عُيُوْبِ النَّفْسِ لِعُيُوْبِ النَّاسِ وَزَوَالِ الْحُزْنِ مِنَ الْقَلْبِ وَخُرُوْجِ الْخَشْيَةِ مِنْهُ وَشِدَّةِ الْاِنْتِصَارِ لِلنَّفْسِ اِذَا نَالَهَا الذُّلُّ وَضَعْفِ الْاِنْتِصَارِ لِلْحَقِّ وَاتِّخَاذِ اِخْوَانِ الْعَلَانِيَةِ عَلٰى عَدَاوَةِ السِّرِّ وَالْاَمْنِ مِنْ مَّكْرِ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ فِىْ سَلْبِ مَا اُعْطِىَ وَالْاِتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْمَكْرِ وَالْخِيَانَةِ وَالْمُخَادَعَةِ وَطُوْلِ الْاَمَلِ وَ الْقَسْوَةِ وَالْفَظَاظَةِ وَالْفَرَحِ بِالدُّنْيَا وَالْاَسَفِ عَلٰى فَوَاتِهَا وَالْاُنْسِ بِالْمَخْلُوْقِيْنَ وَالْوَحْشَةِ لِفِرَاقِهِمْ وَالْجَفَاءِ وَالطَّيْشِ وَالْعَجَلَةِ

وَقِلَّةِ الْحَيَاءِ وَقِلَّةِ الرَّحْمَةِ فَهٰذِهِ وَامْثَالُهَا مِنْ صِفَاتِ الْقَلْبِ وَمَغَارِسُ الْفَوَاحِشِ وَمَنَابِتُ الْاَعْمَالِ الْمَحْظُوْرَةِ وَاضْدَادُهَا وَهِيَ الْاَخْلَاقُ الْمَحْمُوْدَةُ مَنْبَعُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ فَالْعِلْمُ بِحُدُوْدِ هٰذِهِ الْاُمُوْرِ وَحَقَائِقِهَا وَاَسْبَابِهَا وَثَمَرَاتِهَا وَعِلَاجِهَا مِنْ عِلْمِ الْاٰخِرَةِ وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ فِيْ فَتْوٰى عُلَمَاءِ الْاٰخِرَةِ فَالْمُعْرِضُ عَنْهَا هَالِكٌ بِسَطْوَةِ مَلِكِ الْمُلُوْكِ فِي الْاٰخِرَةِ كَمَا اَنَّ الْمُعْرِضَ عَنِ الْاَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ هَالِكٌ بِسَيْفِ سَلَاطِيْنِ الدُّنْيَا بِحُكْمِ فَتْوٰى فُقَهَاءِ الدُّنْيَا فَنَظَرُ الْفُقَهَاءِ فِيْ فُرُوْضِ الْعَيْنِ بِالْاِضَافَةِ اِلٰى صَلَاحِ الدُّنْيَا وَهٰذَا بِالْاِضَافَةِ اِلٰى صَلَاحِ الْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ- ইল্‌মে তাসাউফ অর্থ অন্তরের যাবতীয় গুণাবলীর বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া। আন্তরিক গুণাবলী দুই ভাগে বিভক্ত- ১ম সদগুণ সমূহ যথা- ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, দোযখের ভয়, বেহেশতের আশা, আল্লাহর ইচ্ছায় রাজী থাকা, পাপ হইতে বিরত থাকা, আল্লাহ ভীতি, কানাআৎ বা অল্পে পরিতোষ, দানশীলতা, সদা সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করা, সদ্ব্যবহার, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধারণা পবিত্র রাখা, সৎস্বভাব, সৎভাবে লোকের সহিত মেলামিশা করা, সত্যবাদিতা, সরলতা প্রভৃতি। এই সমস্ত আন্তরিক গুণাবলীর তত্ব অবগত হওয়া, এই সমস্ত গুণের পরিচয়, ইহা লাভ করিবার উপায় বা উপকরণ, ইহার সুফল ও ইহার চিহ্ন সমূহ অর্থাৎ কিরূপ অবস্থা হইলে এই সমস্ত গুণ লাভ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং এই সমস্ত গুণের অবনতি হইলে প্রতিকারের উপায় এবং ইহা স্বভাব হইতে নির্মূল হইলে পুনরায় উদ্ধারের রীতি-পদ্ধতি অবগত হওয়া পরকালের জ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত। দ্বিতীয় কু-প্রবৃত্তি বা মনের মন্দগুণ সমূহ যথা- দরিদ্র হইয়া পরিবার আশঙ্কা, অদৃষ্টের প্রতি হতাশ হওয়া, বিদ্বেষভাব, হিংসা ও কপটতা পোষণ করা এবং বড় ও সম্মানিত হইবার আকাংখা, প্রশংসা অর্জনের ইচ্ছা, পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি অনুরাগী হওয়া, সুখ সম্ভোগের আশায় দীর্ঘজীবি হওয়ার অভিলাষ, অহঙ্কার, রিয়া (ভণ্ডামী), ক্রোধ, চতুরতা, শত্রুতা, অন্যের প্রতি মনে মনে হিংসা পোষণ করা, কামনা, লোভ, কৃপণতা, গর্ব, অবিনীয় ভাবে চলা, ধনী

ব্যক্তির সম্মান করা, গরীবের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব দেখান, বৃথা কাজে চিন্তামগ্ন হওয়া, বেশী কথা বলার অভ্যাস, বৃথা গল্প গুজব করা, লোককে দেখাইবার জন্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত হওয়া, ধর্মের কাজে শিথিলতা দেখান, নিজের ইবাদতকে বড় মনে করা, পরের দোষ অন্বেষণ করা, নিজের আয়েবের প্রতি অন্ধ হওয়া, মন হইতে গম চিন্তা দূরীভূত হওয়া, মন হইতে আল্লাহর ভয় চলিয়া যাওয়া, কোন কাজে সম্মান লোপ পাইলে উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা, ন্যায় বিচারে দুর্বলতা প্রকাশ করা, অন্তরে শত্রুতা পোষণ করতঃ কপট বন্ধুত্ব প্রকাশ করা, আল্লাহ তায়ালা (ঐহিক, পারত্রিক) যাবতীয় দান অবদান কাড়িয়া নিতে পারেন তৎপ্রতি ভীত না হওয়া, শুধু ইবাদতের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া (রহমত ব্যতীত), ছলনা করা, গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করা, অধিক আকাংখা করা, কঠিন হৃদয় হওয়া, কর্কশভাষী হওয়া, দুনিয়া লইয়া সুখী থাকা, পৃথিবী ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া দুঃখিত হওয়া, মাখলুকের সাথে ভালবাসায় জড়িত হওয়া, তাদের বিচ্ছেদে অধীর হওয়া, অত্যাচার করা, চঞ্চলতা প্রকাশ করা, দ্রুত কোন কাজ করা, লজ্জা ও দয়ার স্বল্পতা, ইত্যাকার যাবতীয় মন্দগুণ সমূহই পাপ ও অসৎ কার্যের মূল। সুতরাং পূর্বোল্লিখিত মনের উভয় প্রকারের অভ্যাস বা বৃত্তি সমূহের পরিচয় তত্ব এবং লাভের উপায় বা উপকরণ ও ফলাফল এবং অভ্যাস মন্দ হইলে উহা সংশোধনের পন্থা অবগত হওয়া পারলৌকিক জ্ঞানের অন্তর্গত। কাজেই ইহা শিক্ষা করা পরলোকদর্শী আলেমগণের ফতোয়া অনুযায়ী ফরজে আইন বা অপরিহার্য। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত উভয়বিধ গুণসমূহ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত না হইবে ও তদনুরূপ আমল করিতে বিরত থাকিবে, সে মহা প্রভু আল্লাহ তায়ালার কঠিন কোপে নিপতিত হইয়া কিয়ামতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। বাহ্যতঃ যেমন রাজার আইন অমান্য করিলে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকে, তদ্রূপ উক্ত মানসিক উভয় প্রকারের বৃত্তিগুলির যেইগুলি সৎ তাহার অনুশীলন ও চর্চা এবং অসৎগুলি হইতে সংযত ও উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা না করিলে অন্তর্যামীর বিচারে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

## সদগুণ এবং অসদগুণাবলীর পরিচয়

প্রসিদ্ধ তাফসীরকার আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী ছাহেব (রহঃ) তাফসীরে মাজহারীতে সূরা তওবার পবিত্র আয়াত فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ الخ এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-

وَاَمَّا الْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ الَّذِيْ يُسَمُّوْنَ اَهْلَهَا بِالصُّوْفِيَةِ الْكِرَامِ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ لِاَنَّ مِنْ ثَمَرَاتِهَا تَصْفِيَةُ الْقَلْبِ عَنِ الْاِشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاتِّصَافُهٗ بِدَوَامِ الْحُضُوْرِ وَتَزْكِيَةُ النَّفْسِ عَنْ رَذَائِلِ الْاَخْلَاقِ مِنَ الْعُجْبِ وَ الْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَحُبِّ الدُّنْيَا وَالْكَسَلِ فِى الطَّاعَاتِ وَايْثَارِ الشَّهَوَاتِ وَالرِّيَاءِ، وَالسُّمْعَةِ وَغَيْرِ ذَالِكَ وَتَحْلِيَتُهَا بِمَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ مِنَ التَّوْبَةِ وَالرِّضَاءِ بِالْقَضَاءِ، وَالشُّكْرِ عَلَى النَّعْمَاءِ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ، وَغَيْرِ ذَالِكَ وَلَاشَكَّ اَنَّ هٰذِهِ الْاُمُوْرَ مُحَرَّمَاتٌ وَفَرَائِضُ عَلٰى كُلِّ بَشَرٍ اَشَدُّ تَحْرِيْمًا مِّنْ مَّعَاصِى الْجَوَارِحِ وَاَهَمُّ اِفْتِرَاضًا مِّنْ فَرَائِضِهَا فَالصَّلٰوةُ وَالصَّوْمُ وَشَىْءٌ مِّنَ الْعِبَادَاتِ لَا يُعْبَأُ بِشَىْءٍ مِّنْهَا مَا لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْاِخْلَاصِ وَالنِّيَّةِ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهٗ خَالِصًا وَّابْتُغِىَ بِهٖ وَجْهُهٗ رَوَاهُ النَّسَائِىُّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) وَكُلُّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْاَثَرُ مِنَ الْفُرُوْضِ الْاَعْيَانِ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ . وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অর্থাৎ- যে সমস্ত লোক ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে তাসাউফ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সম্মানিত সূফী পদবাচ্য হইয়া থাকেন। উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন। কেননা উক্ত ইলম মনকে অন্য দিক হইতে খোদার দিকে লিপ্ত রাখে

এবং আল্লাহ তায়ালাকে সর্বদা হাজের নাজের স্মরণ করাইয়া দেয়। আর যাবতীয় মন্দগুণ যেমন, ইবাদতের গর্ব করা, অহঙ্কার, হিংসা, দুনিয়ার প্রতি মমতা, ইবাদতে অলসতা, কামনা-বাসনাকে অগ্রাধিকার প্রদান, রিয়া (ভণ্ডামী), সুখ্যাতির আকাংখা প্রভৃতি যাবতীয় কু-রিপু হইতে মনকে পবিত্র রাখে এবং যাবতীয় সৎগুণ যেমন, তওবা, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় রাজী থাকা, নেয়ামতের শোকর, বিপদে ধৈর্যশীলতা প্রভৃতির দ্বারা মনকে সুসজ্জিত করে।

একথা নিশ্চিত সত্য যে, ইন্দ্রিয়ঘটিত যাবতীয় মন্দগুণ যেরূপ হারাম তদপেক্ষা উক্ত মানসিক সুরিপুগুলি অধিকতর মারাত্মক ক্ষতিকর। আবার ইন্দ্রিয় সাহায্যে সম্পাদিত রোযা, নামায প্রভৃতি যাবতীয় ইবাদত যেরূপ ফরজ , উল্লেখিত কুরিপুগুলি অর্জন করা তদপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ফরজ। কেননা, বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সাহায্যে সম্পাদিত যাবতীয় ইবাদত মনের পবিত্রতা ও ইখলাছ ব্যতীত আদায় করিলে উহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসটি নাসায়ী হইতে তাফসীরে মাজহারীতে উল্লেখিত হইয়াছে।

"যে কাজ মনের পবিত্রতার সহিত এবং আল্লাহর জন্য না করা হয়, তাহা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না।" উক্ত তাফসীরে মাজহারীতে মুসলিম শরীফ হইতে আনীত হইয়াছে যে, হযরত রাসূল ﷺ বলিয়াছেন- "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বরং তোমাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে স্ব স্ব মনের সঙ্কল্প অনুসারে প্রতিফল দিয়া থাকেন।"

উক্ত তাফসীরে মাজহারীতে আরো আছে- যাবতীয় ইবাদতের জন্য মনের পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং যে সমস্ত আমলের উপর ফরজে আইন আমল গুলির (নামায, রোজা ইত্যাদি) ফলাফল নির্ভরশীল সে গুলিও শিক্ষা ও অর্জন করাও ফরজে আইন। যেমন আত্মশুদ্ধি ও ইখলাছ প্রভৃতি।

## তাসাউফের ব্যাখ্যা

পবিত্র সূরা তওবার لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বয়ানের ১ম খণ্ডের ৯৭০ পৃষ্ঠায় তাসাউফের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে-

اَلنَّوْعُ الثَّانِىُ عِلْمُ السِّرِّ- هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ وَمَسَاعِيْهِ فَيَفْتَرِضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عِلْمُ اَحْوَالِ الْقَلْبِ مِنَ التَّوَكُّلِ وَالْاِنَابَةِ وَالْخَشْيَةِ وَالرِّضَاءِ فَاِنَّهُ وَاقِعٌ فِى جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ وَاجْتِنَابِ الْحِرْصِ وَالْغَضَبِ وَالْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ وَغَيْرِ ذَالِكَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ- اِذْ لَوْ اُرِيْدَ بِالْعِلْمِ فِيْهِ التَّوْحِيْدُ فَهُوَ حَاصِلٌ وَلَوْ اُرِيْدَ بِهِ الصَّلٰوةُ فَيَجُوْزُ اَنْ يَّتَاَهَّلَهَا شَخْصٌ وَقْتَ الضُّحٰى وَيَمُوْتُ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَايَسْتَقِيْمُ الْعُمُوْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ لَفْظِ كُلٍّ وَاَمَّا غَيْرُهُمَا فَلَايَظْهَرُ فَلَمْ يَبْقَ اِلَّا الْمُعَامَلَةُ الْقَلْبِيَّةُ اِذْ فَرِيْضَةُ عِلْمِهَا مُحَقَّقَةٌ فِى كُلِّ زَمَانٍ وَّمَكَانٍ فِى كُلِّ شَخْصٍ-

অর্থাৎ- দ্বিতীয় প্রকারের ইলম, উহা ইলমুচ্ছের বা তত্বজ্ঞান, উহা অন্তর ও উহার যোগ সাধনা ও চেষ্টা সমূহের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আল্লাহ পাকের উপর নির্ভরশীল হওয়া ও অনুরাগ, পাপ, ভয়, আল্লাহর কাজে রাজী থাকা ইত্যাদি পবিত্র গুণাবলি এবং এগুলির বিপরিত গুণ যেমন, জন্য আয়ত্বাধীন করা, লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কার, হিংসা, আত্ম প্রশংসা, রিয়া প্রভৃতি কু-রিপু সমূহ বর্জন করা ফরজ। طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ -- الخ 'তালাবুল ইলমে ফারিদাতুন' এই হাদীস শরীফের মধ্যে যে ইলম শিক্ষা করা ফরজ বলিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে, উহা বর্ণিত মানসিক সু-বৃত্তিগুলোর অনুশীলন এবং কু-বৃত্তি সমূহের বিনাশ সাধন করা তথা ইলমে মা'রেফত শিক্ষা করার কথাই বুঝান হইয়াছে। কেননা উক্ত হাদীসে উল্লেখিত ইলম শিক্ষার আদেশ দ্বারা ইলমে তৌহিদ বা আল্লাহ তায়ালার একত্ব সম্বন্ধীয় শিক্ষা মনে করা সঙ্গত হয় না। যেহেতু উক্ত হাদীসে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকেই ইলম শিক্ষা করা ফরজ বলিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে দেখা কর্তব্য যে, তৌহিদ জ্ঞান না থাকিলে

কেহ মুসলমানই হইতে পারে না। পুনরায় যদি নামাযাদি শিক্ষা করা এই হাদীসের নির্দেশ বলিয়া ধরা যায় তাহাও সমীচীন বোধ হয় না। যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পর বালেগ (বয়ঃপ্রাপ্ত) হইয়া জোহরের পূর্বে প্রাণ ত্যাগ করে, তবে সে অবস্থায় তাহার প্রতি নামায শিক্ষা করা ফরজ হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে, উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত كل (কুল) বা "যাবতীয়" শব্দ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে যে ইলম শিক্ষা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ নামায, রোযা ধরিতে গেলে كل কুল শব্দের প্রয়োগ সমানভাবে সকলের প্রতি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া ফরজ বর্তে না। সুতরাং এ স্থলে উক্ত উভয়বিধ ইলম ধরিতে গেলে كل শব্দের অর্থে অসামঞ্জস্য হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, ইল্‌মে ক্বলব বয়ঃপ্রাপ্ত প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি সর্বাবস্থায় ফরজ এবং كل শব্দের প্রয়োগ উক্ত ইল্‌ম শিক্ষার্থীগণের উপর সমানভাবে যথাযথরূপে সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ইলমে ক্বলবের ক্ষেত্রেই উক্ত হাদীসের প্রয়োগ। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানের প্রতি উহা শিক্ষা করা ফরজ।

## ইলম দুই প্রকার শরীয়ত ও মা'রেফত এতদুভয় মিলিয়া হাকীকত লাভ হয়

তাপসকুল শ্রেষ্ঠ জনাব হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী সাহেবের ছিররুল আছরার কিতাবের ভূমিকায় লিখিত আছে-

فَالْعِلْمُ الْمُنَزَّلُ عَلَيْنَا عِلْمَانِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ يَعْنِى الشَّرِيعَةَ وَالْمَعْرِفَةَ فَامِرْ بِالشَّرِيعَةِ عَلٰى ظَاهِرِنَا وَبِالْمَعْرِفَةِ عَلٰى بَاطِنِنَا لِيُنْتَجَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عِلْمُ الْحَقِيقَةِ كَالشَّجَرَةِ وَالْاَوْرَاقِ يَحْصُلُ مِنْهَا الثَّمَرُ-

অর্থাৎ- আমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক যেই ইলম নাজিল হইয়াছে উহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ ইলমে জাহের, দ্বিতীয়তঃ ইলমে বাতেন বা ইলমে মা'রেফত। শরীয়তের সাহায্যে আমরা বাহ্যিক কাজকর্ম করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইলমে মা'রেফতের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ মানষিক কাজ করিবার

আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদুভয় ইলমের সাহায্যে আমরা হাকীকত বা আল্লাহ প্রাপ্তির পথে উপনীত হইতে পারি। যেমন বৃক্ষ ও পত্রপুষ্প সমন্বয়ে ফল লাভ হইয়া থাকে

## মা'রেফতের জন্য পীর অন্বেষণ

ছিররুল আছরার কিতাবের ৫ম অধ্যায়ে তওবার বয়ানে উল্লিখিত হইয়াছে-

وَلِذٰلِكَ طَلَبُ اَهْلِ التَّلْقِيْنِ لِحَيَاةِ الْقَلْبِ فَرْضٌ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ وَالْمُرَادُ مِنْهُ عِلْمُ الْمَعْرِفَةِ وَالْقُرْبَةِ وَالْبَوَاقِىْ مِنَ الْعُلُوْمِ الظَّاهِرَةِ لَا يَحْتَاجُ الا اَنْ يُّؤَدِّىَ الْفَرَائِضُ كَعِلْمِ الْفِقْهِ فِى الْعِبَادَاتِ-

অর্থাৎ- অন্তরকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য ও যাবতীয় কু-রিপু হইতে মনকে পবিত্র করার জন্য মা'রেফতের পীর বা শায়খ অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর প্রতি ফরজ। طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ الخ 'তলাবুল ইলমে ফারিদাতুন' এর উদ্দেশ্য ইলমে মা'রেফত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিবার জ্ঞান অন্বেষণ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শরীয়ত বিষয়ক ইলম যাহার যতটুকু আবশ্যক ততটুকু শিক্ষা করা ফরজ। যেমন ইবাদতের জন্য ফিকহ শিক্ষা করা ফরজ।

## চারি মাযহাবের বিশিষ্ট আলেমগণ মা'রেফত ফরজ বলিয়াছেন এবং তাহারা পীরের খেদমত করিয়াছেন

জামেউল উসূল নামক কিতাবের ২২৬ পৃষ্ঠায় আছে-

اِعْلَمْ اَنَّ الْعِلْمَ الْبَاطِنَ الَّذِىْ هُوَ مِنْ اَعْظَمِ الْمُنْجِيَاتِ وَالسُّلُوْكِ وَالرِّيَاضَاتِ وَالْمُجَاهَدَاتِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلٰى مَنْ لَّمْ يَرْزُقْ قَلْبًا سَلِيْمًا بِالْجَذْبِ الْاِلٰهِىِّ وَالْعِلْمِ اللَّدُنِّىِّ وَالنَّفْسِ الْقُدْسِيَّةِ الْفِطْرِيَّةِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ وَاَحْكَامُ الدِّيْنِ اِنَّمَا تُبْنٰى عَلَى الْاَكْثَرِ الْاَغْلَبِ وَتَعَلُّمُ عِلْمِ الظَّاهِرِ لَايُغْنِىْ عَنِ اسْتِفَادَتِهٖ كَمَا ثَبَتَ ذٰلِكَ عَنْ كَثِيْرٍ

مِنْ عُلَمَاءِ الْاَكَابِرِ وَالْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَاخِّرِيْنَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ كَابْنِ الْهُمَامِ وَابْنِ الشِّبْلِى وَالشُّرُنْبَلَالِيِّ وَخَيْرِ الدِّيْنِ الرَّمْلِيِّ وَالْحَمَوِيِّ وَاَمْثَالِهِمْ وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ كَسُلْطَانِ الْعُلَمَاءِ عِزِّ الدِّيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالسُّيُوطِيِّ وَشَيْخِ الْاِسْلَامِ الْقَاضِىْ زَكَرِيَّا وَالشِّهَابِ بْنِ حَجَرٍ وَاَضْرَابِهِمْ وَمِنَ الْمَلِكِيَّةِ كَالْعَارِفِ اَبِى الْحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ وَخَلِيْفَتِهِ اَبِى الْعَبَّاسِ وَخَلِيْفَتِهِ ابْنِ عَطَاءِ اللّٰهِ وَالْعَارِفِ ابْنِ اَبِى حَمْزَةَ وَنَاصِرِالدِّيْنِ وَالزَّرُوقِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَمِنَ الْحَنَابِلَةِ كَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَفَخْرِ الْاِسْلَامِ وَالشَّيْخِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ وَابْنِ النَّجَّارِ وَنَحْوِهِمْ فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ بَعْدَ التَّضَلُّعِ مِنَ الْعُلُومِ الظَّاهِرَةِ اشْتَغَلُوْا بِتَحْصِيْلِ عُلُومِ الْبَاطِنِ وَاسْتِفَادَتِهَا مِنْ اَهْلِهَا بِالصُّحْبَةِ وَالْخِدْمَةِ وَالسُّلُوكِ وَحُسْنِ الْاِعْتِقَادِ وَالْاِخْلَاصِ وَالتَّخْلِيَةِ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالتَّحْلِيَةِ بِالْفَضَائِلِ-

অর্থাৎ- ইলমে বাতেন যাহাতে মুক্তির প্রধান পথ, আল্লাহ তায়ালার সন্ধান, রিপু বিনাশ ও সংযম শিক্ষা রহিয়াছে উহা শিক্ষা করা ঐ ব্যক্তির প্রতি ফরজ যাহার অন্তকরণ আল্লাহ প্রেমের আকর্ষণে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ও আত্মার জন্মগত পবিত্রতার দ্বারা পরিশুদ্ধ হয় নাই। আর উক্ত গুণসমূহ অধিকাংশ লোকের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য। পক্ষান্তরে, শরীয়তের হুকুম সংখ্যাধিক্যের উপরই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইলমে জাহের দ্বারা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার কার্য সমাধা হয় না। উক্ত মত মাযহাব চতুষ্টয়ের মোতাকাদ্দেমীন ও মোতায়াখখেরীন আলেমবৃন্দ যথা- ইবনে হুমাম, ইবনে শিবলী, শরাম্বালালী, খায়রুদ্দীন রামালি, ও হামাভী প্রভৃতি বিশিষ্ট হানাফীগণ ও আলেম সম্রাট এজ্জোদ্দীন ইবনে আবদুচ্ছালাম, বিশ্ব বিশ্রুত দর্শন গৌরব ইমাম গাজ্জালী, ছাবকি, আল্লামা সুয়ূতী, শায়খুল ইসলাম কাজী যাকারিয়া, শিহাব ইবনে হাজার (রহঃ) প্রমুখ শাফেয়ী আলেম বৃন্দ এবং আরেফ আবুল হাসান শাজেলি ও তদীয় খলীফা আবুল আব্বাছ ও তদীয় খলীফা ইবনে আতাউল্লাহ ও

আরেফ ইবনে আবু হামজা, নাছিরুদ্দীন জরুকী প্রভৃতি মালেকী মাযহাব অবলম্বীগণ এবং শায়খ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), ফখরুল ইসলাম, শায়খ আব্দুল্লাহ আনছারী, ইবনে নাজ্জার প্রভৃতি হাম্বলী মাযহাব অবলম্বী শ্রদ্ধেয় আলেমবৃন্দ উপরোক্ত সর্বজনমান্য আলেমকুল ভূষণ ফকিহগণ ইলমে জাহের শিক্ষা করার পরে তাঁরা ইলমে মা'রেফত শিক্ষা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে বরং শরীয়তের বাহ্যিক জ্ঞান লাভ করিবার পরে ইলমে মা'রেফত শিক্ষার উদ্দেশ্যে মা'রেফতপন্থী আলেমগণের সংসর্গে, সেবায়, পথে, পবিত্র বিশ্বাসে, সরলতায়, কু-অভ্যাস বর্জনে ও সদগুণ অনুশীলনে নিবৃত ছিলেন।

## ইমাম ছাহেবের উর্ধ্বতন পীর ও মুরীদগণের সিলসিল

এতদ্ব্যতীত আমাদের মাননীয় শ্রেষ্ঠ ইমাম হযরত আবু হানীফা (রহঃ) নিজেও তরীকতপন্থী পীরের নিকট ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে তিনি নিজেও লোকদিগকে তরীকতভুক্ত করিয়া তাসাউফ তা'লীম করিতেন। এছনায়ে আশারিয়া কিতাব হইতে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ মরহুম ছাহেব দেহলবী তদীয় ছায়েফুল মোকাল্লেদীন কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন-

كفته كه صحبت وتلمذ واخذ علم طريقه كه ابو حنيفه رابا امام باقر وباامام

جعفر صادق و بازيد بن على بن حسين رضى الله تعالى عنهم ثابت است-

অর্থাৎ- আমাদের ইমাম ছাহেব ইমাম বাকের ছাহেবের শিষ্যত্ব ও সংসর্গ গ্রহণ করিয়া ইলমে তরীকত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইমাম বাকের ইমাম জাফর ছাদেকের নিকট মুরিদ হইয়া তরীকা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুনঃ ইমাম জাফর ছাদেক ছাহেব জায়েদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইনের নিকট হইতে তরীকত লাভ করিয়াছেন। ঐরূপ হযরত ইমাম আযম হইতে মা'রেফতের শিষ্যগণের সিলসিলাহ বা সূত্র পরম্পর নিম্ন দিকে চলিয়া আসিয়াছে। "দুররুল মোখতার" অবলম্বনে তাহাদের কতিপয় নাম লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি।

وَقَدْ قَالَ الْاُسْتَاذُ اَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِيْ رِسَالَتِهٖ مَعَ صَلَابَتِهٖ فِيْ مَذْهَبِهٖ وَتَقَدُّمِهٖ فِيْ هٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ سَمِعْتُ الْاُسْتَاذَ اَبَا عَلِيِّ الدَّقَّاقَ اِنِّيْ اَخَذْتُ هٰذِهِ الطَّرِيْقَةَ مِنْ اَبِي الْقَاسِمِ النَّصْرَاَبَادِيِّ وَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ اَنَا اَخَذْتُهَا مِنْ شِبْلِيْ وَهُوَ اَخَذَ مِنَ السَّرِيِّ سَقَطِيْ وَهُوَ مِنْ مَّعْرُوْفِ الْكَرْخِيِّ وَهُوَ مِنْ دَاوُدَ طَائِيٍّ وَهُوَ اَخَذَ الْعِلْمَ وَالطَّرِيْقَةَ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح)

ওস্তাদ আবুল কাছেম কোশায়রী যিনি ইমাম আযমের মাজহাব ও তরীকায় সুদৃঢ় ও অগ্রগামী ছিলেন- তিনি স্বীয় কিতাবে বলেন, আমি ওস্তাদ আবু আলী দাক্কাকের নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি আবুল কাছেম নাছরাবাদির নিকট হইতে ইমাম ছাহেবের তরীকা গ্রহণ করিয়াছি। আবুল কাছেম বলেন যে, আমি শিবলীর নিকট হইতে এই তরীকা গ্রহণ করিয়াছি এবং শিবলী ছররি ছাক্‌তি হইতে, তিনি মারূফ কারখি হইতে, মারূফ কারখি দাউদ তাঈ হইতে এবং দাউদ তাঈ ইমাম ছাহেবের নিকট হইতে তরীকা শিক্ষা করিয়াছেন।

**প্রশ্নঃ** ইতিপূর্বে অনেক স্থলে ইলমে জাহের এবং ইলমে বাতেনের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটি কথার তাৎপর্য আরও একটু সরলভাবে বুঝাইয়া দিলে বাধিত হইব।

**উত্তরঃ** বৎস! এই সম্বন্ধে ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর ছাহেব কেবলা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেনের মূল উৎস হইল কুরআন, হাদীস ও ফিকহ। এই সকলের শিক্ষাই ইলমে জাহের এবং আমল অর্থাৎ কোরআন, হাদীস ও ফিকাহর আদেশ নিষেধানুযায়ী কাজ করাই ইলমে বাতেন। যাহারা ইলমে বাতেনের অর্থাৎ শরীয়তের আমল শিক্ষা দেন, তাহারা পীর বা মাশায়েখ বলিয়া কথিত হন। আর যাহারা শুধুমাত্র ইলমে জাহের শিক্ষা দেন তাহারা ওস্তাদ বলিয়া আখ্যায়িত হন। তবে একই ব্যক্তি পীর ও ওস্তাদ হইতে পারেন। যেমন ইমাম ছাহেবের উপরে বর্ণিত উর্ধ্বতন ও নিম্নতর সিলসিলার মধ্যে অনেকেই ইলমে জাহের ও বাতেনের শিক্ষক অর্থাৎ পীর ও ওস্তাদ ছিলেন এবং ঐরূপ একই জন ছাত্র ও মুরিদ ছিলেন।

## শুধু ইলমে জাহের দ্বারা নিজেকে কিংবা অন্যকে সংশোধন করিতে পারে না

জামেউল উসূলে আরো আছে-

فَالْعَالِمُ بِالْعِلْمِ الظَّاهِرِ فَقَطْ لَايَقْدِرُ عَلٰى عِلَاجِ قَلْبِهٖ فَكَيْفَ لِغَيْرِهٖ-

অর্থাৎ- যাহারা শুধুমাত্র ইলমে জাহের শিক্ষা করিয়াছেন তাহারা স্বীয় কু-রিপু ও মানসিক রোগ দূর করিতেই অসমর্থ। সুতরাং তাহারা অন্যকে কি প্রকারে সংশোধন করিবেন?

তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজ হওয়া সম্বন্ধে ফকিহ আলেমবৃন্দ সুবিস্তৃত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ শামী কিতাবে আছে-

(عِلْمُ الْقَلْبِ) اَىْ عِلْمُ الْاَخْلَاقِ وَهُوَ عِلْمٌ يُّعْرَفُ بِهٖ اَنْوَاعُ الْفَضَائِلِ وَكَيْفِيَّةُ اِكْتِسَابِهَا وَاَنْوَاعُ الرَّذَائِلِ وَكَيْفِيَّةُ اِجْتِنَابِهَا-

অর্থাৎ- যে ইলমের সাহায্যে মানুষের সদগুণরাজির প্রকারভেদ, উহা অর্জনের পন্থা ও অসৎ গুণগুলির শ্রেণী বিভাগ এবং উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় অবগত হওয়া যায়, উহাকে ইলমে কলব বা তাসাউফ বলে।

## মনের কু-রিপু সমূহ চিনা আবশ্যক ও বিনাশ করা ফরজ

শামী প্রণেতা বলেন-

وَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلَى الْفِقْهِ لَاعَلَى التَّبَحُّرِ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ اَنَّ عِلْمَ الْاِخْلَاصِ وَالْعُجْبِ وَالْحَسَدِ وَالرِّيَاءِ فَرْضُ عَيْنٍ مِّثْلُهَا وَغَيْرُهَا مِنْ اٰفَاتِ النُّفُوْسِ كَالْكِبْرِ وَالشُّحِّ وَالْحِقْدِ وَالْغِشِّ وَالْغَضَبِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَالطَّمْعِ وَالْبُخْلِ وَالْبَطَرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْخِيَانَةِ وَالْمُدَاهَنَةِ وَالْاِسْتِكْبَارِ عَنِ الْحَقِّ وَالْمَكْرِ وَالْمَخَادِعَةِ وَالْقَسْوَةِ وَطُوْلِ

الْاَمَلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا هُوَ مُبِيْنٌ فِى رُبْعِ الْمُهْلِكَاتِ مِنَ الْاِحْيَاءِ، قَالَ فِيْهِ وَلَاينفك عنها بَشَرٌ فَيَلْزَمُهُ اَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهَا مَا يَرٰى نَفْسَهُ مُحْتَاجًا اِلَيْهِ وَاِزَالَتُهَا فَرْضُ عَيْنٍ لَا يُمْكِنُ الْاِبِمَعْرِفَةِ حُدُوْدِهَا وَاَسْبَابِهَا وَعِلَاجِهَا فَاِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ يَقَعُ فِيْهِ -

অর্থাৎ- ইল্‌মে তাসাউফ শিক্ষা করা ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা করার ন্যায়ই যথাক্রমে ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া ও মুস্তাহাব। ইহা গায়াতুল আওতার হইতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইলমে এখলাছ অর্থাৎ মানসিক সৎগুণরাশি এবং আত্ম প্রশংসা, হিংসা, রিয়া ও এতদ্ভিন্ন অহঙ্কার, শত্রুতা, প্রবঞ্চনা, ক্রোধ, লোভ, কার্পণ্য, তোষামোদ, সত্য হইতে ফিরিয়া থাকা, চক্রান্ত, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা, দুরাকাঙ্খা প্রভৃতি কু-রিপুসমূহ সম্বন্ধে এহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্দীন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এই সমস্ত ক্ষতিকর রিপু হইতে কোন মানুষই বিমুক্ত নয়। কাজেই প্রত্যেকেরই উক্ত বিষয় আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা কর্তব্য। এবং কু-রিপুগুলি অন্তর হইতে নির্মূল করা ফরজে আইন। আবার উক্ত রিপুসমূহের পরিচয়, উহা বিদূরিত করিবার উপায় ও প্রতিষেধক না জানিলে উহা কিরূপে দূর করা সম্ভবপর হয়। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি পাপ কার্যগুলি চিনিতে না পারে, সে ব্যক্তি উহাতে পতিত হইয়া থাকে।

## কু-রিপুগুলি সকল পাপের মূল, উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা ফরজ

হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী ও দুররুল মুখতার কিতাবে علم قلب এর ব্যাখ্যায় লিখিত আছে-

فَاِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْكِبْرَ وَالتَّقْتِيْرَ حَرَامٌ وَّلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا اِلَّابِعِلْمِهَا وَالْحَاصِلُ اَنَّ التَّحَرُّزَ عَنِ الْمُحَرَّمِ فَرْضٌ كَمَا اسْتُفِيْدَ عَنْ ذٰلِكَ لَا مَنْدُوْبًا -

অর্থাৎ কৃপণতা,কাপুরুষতা, অহঙ্কার, পরিবার পরিজনের খাওয়া পরায় কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি হারাম। এই সকল অসৎ গুণগুলি সম্যকরূপে চিনিয়া না লইলে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর। মোট কথা, হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকা ফরজ। সুতরাং ইলমে কলব শিক্ষা করা ফরজ। মনদুব অর্থাৎ মুস্তাহাব নহে।

## ইলম দুই প্রকার- শরীয়ত ও মা'রেফত

মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنِ الْحَسَنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ-

অর্থাৎ- হযরত হাছান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইলম দুই প্রকার যথা- ইলমে তাসাউফ, ইহাতেই উপকার লাভ হইবে। দ্বিতীয় প্রকারের ইলম, উহা ইলমুললেছান বা মৌখিক ইলম অর্থাৎ যাহা শুধুমাত্র শিক্ষা করা হইয়াছে। উহা মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালার দলীল স্বরূপ হইবে। আল্লাহ তায়ালা ঐ প্রকার আলেমদিগকে কিয়ামতের দিবস প্রশ্ন করিবেন যে, তুমি ইলম শিখিয়াছ বটে, কিন্তু আমল কর নাই কেন? উক্ত কওলের ব্যাখ্যায় মিরকাতে লিখিতেছেন-

(قَوْلُهُ اَلْعِلْمُ)اَلْمَعْرِفَةُ وَالشَّرِيْعَةُ

অর্থাৎ - ইলম দুই প্রকার -শরীয়ত এবং মা'রেফত। মেশকাত শরীফে অন্য এক হাদীসে আছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ

অর্থাৎ- হযরত নবী করীম ﷺ বলিয়াছেন- ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর প্রতি ফরজ। উপরি উক্ত হাছান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসের মর্মের অনুকুলে জানা গিয়াছে যে, ইলম দুই প্রকার- মা'রেফত ও শরীয়ত। এই জন্যই তাফসীরে রুহুল বয়ানে ও সিররুল আসরারে উক্ত হাদীসের মর্মে ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজ বলিয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

## যে ব্যক্তি শুধু মা'রেফত শিক্ষা করে সে কাফের, যিনি উভয় প্রকার ইলম শিক্ষা করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত আলেম

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মেরকাত শরীফের প্রথম খণ্ডে লিখিত আছে-

اِنَّهٗ لَا يَتَحَقَّقُ شَيْئٌ مِّنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ اِلَّا بَعْدَ التَّحَقُّقِ بِاصْلَاحِ الظَّاهِرِ كَمَا اَنَّ عِلْمَ

الظَّاهِرِ لَايَتِمُّ اِلَّا بِاِصْلَاحِ الْبَاطِنِ وَلِذَا قَالَ الْاِمَامُ مَالِكٌ مَّن تفقه ولم يتصوَّف فقد تَفَسَّقَ وَمَن تَصَوَّفَ وَلَم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما تحقق و قَالَ ابُو طَالِبِ الْمَكِّيُّ هُمَا عِلْمَانِ اَصْلِيَّانِ لَايَستغنى احدهما عن الاخر بمنزلة الاسلام والايمان مرتبط كل منهما بالاخر كالجسم والقلب لاينفك احد عن صاحبه-

অর্থাৎ- শরীয়ত যথার্থরূপে অনুসরণ করিতে না পারিলে মা'রেফতের কিছুই লাভ হয় না, যেইরূপ মা'রেফত শিক্ষা না করিলে শরীয়ত যথার্থরূপে আদায় হয় না। উভয়কে সংরক্ষণের জন্য উভয়ের দরকার। এই কারণে ইমাম মালেক (রহঃ) লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুধু ফিকহ শিক্ষা করিয়াছে, তাসাউফ শিক্ষা করে নাই, সে ব্যক্তি ফাসেক। আর যে ব্যক্তি শুধু মা'রেফত শিক্ষা করিয়াছে, ফিকহ শিক্ষা করে নাই, সে ব্যক্তি জিন্দিক (কাফের)। যে ব্যক্তি এতদুভয় ইলম শিক্ষা করিয়াছে, সে ব্যক্তি উপযুক্ত। ঐ কিতাবে আবু তালেব মক্কী বলিয়াছেন যে, উক্ত উভয় প্রকারের ইলমই আসল। একটি ব্যতীত অন্যটি সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যেমন ইসলাম ও ঈমান। এই দুইটির মধ্যে একটি দেহ অন্যটি প্রাণ স্বরূপ সম্বন্ধ। ইহার একটির অভাব হইলে মানুষ যেমন বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ শরীয়ত ও মা'রেফতের একটি ব্যতীত অপরটি বাঁচিতে পারে না। উক্তরূপ আশআতুল্লুমআৎ ও মোজাহেরে হক কিতাবে লিখিত আছে।

## ফিকহ, আকায়েদ ও তাসাউফ ধর্মের ভিত্তি

মোজাহেরে হক কিতাবে লিখিত আছে- (১ম খণ্ড, বাবুল ঈমান)

جاننا چاهئے كه مدار دين كا او ر اسكے كمال كا فقه اور عقائد اور تصوف پرهے- اس حديث ميں تينوں چيزيں بيان هو ئيں كه اسلام اشاره هے فقه پر كه اسميں سب احكام واعمال شرعى بيان هوتے هيں اور ايمان اشاره هے عقائد پر اور احسان اشاره هے اصل تصوف پر كه وه مراد هے توجه الى الله سے اور فقه اور تصوف اور عقائد لازم ايك دوسرے كے هيں كه كوئ انميں سے بغير دوسرے

کے تمام نہیں ہوتا- پیان اسکایہ ہے کہ تصوف بغیر فقہ کے درست نہیں- اسلئے کہ احکام الھی بغیر فقہ کے معلوم نہیں ہوتے اور فقہ بغیر تصوف کے تمام نہیں ہوتی- اسلئے کہ عمل بغیر حضور اور توجہ الی اللہ کے تمام نہیں ہوتا اوریہ دونوں بدون ایمان کے ہرگز صحیح نہیں مانند روح اور بدن کے کہ انمیں سے ایک بدون دوسرے کے وجود نہیں پکڑتا-

অর্থাৎ- ধর্মের ভিত্তি ও উহার পরিপূর্ণতা ফিকহ, আকায়েদ এবং তাসাউফের উপর নির্ভর করে। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উক্ত তিন প্রকার ইলমের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। উপরি উক্ত হাদীসে বর্ণিত "ইসলাম" শব্দ দ্বারা ফিকহের দিকে ইশারা করিতেছে। ইহাতে ইসলামের যাবতীয় রীতিনীতি ও আদেশ নিষেধের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং 'ঈমান' শব্দের দ্বারা আকায়েদ এবং ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে নির্দেশ করিতেছে। 'ইহছান' শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু হওয়া বুঝাইতেছে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তাসাউফ শিক্ষার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। উক্ত বিষয় ত্রয়ের প্রত্যেকটির জন্যই প্রত্যেকের আবশ্যক। ইহার একটি ব্যতীত অপরটি সম্পন্ন হইতে পারে না। কেননা ফিকহ ছাড়িয়া তাসাউফ আমল করা জায়েজ নয়। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধ ফিকহ শাস্ত্র ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না। আবার ফিকহ তাসাউফ ব্যতীত পূর্ণরূপে আদায় হয় না। যেহেতু শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা আল্লাহ তায়ালার প্রতি মনোনিবেশ ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আদায় হয় না। পুনঃ এতদুভয় ইলম অর্থাৎ ফিকহ ও তাসাউফ ঈমান ব্যতীত কখনও ফলপ্রসু হইবে না।

## শরীয়ত ও মা'রেফত ব্যতীত ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হইবে না

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) ছাহেবের মকতুবাতে ইমাম রব্বানী নামক কিতাবে লিখিত আছে-

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ علمے کہ ازانبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات باقی ما ندہ است دو نوع است علم احکام وعلم اسرار وارث کسے ہست کہ اورا ہر دو نوع علم سہم بودند انکہ اورا ازیک نوع نصیب بودند ازنوع دیکر کہ ان منا فی

وراثت است چه وراثت را از جميع انواع ترك مورث نصيب است نه از بعض دون بعض وانكه او را از معين نصيب است داخل غرما است كه نصيب او بجنس حق او تعلق گرفته است- همچنين فرموده عليه الصلواة والسلام علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل مراد از علماء ورثاء الد نه غرما .

অর্থাৎ- হযরত রাসূল মকবুল ﷺ বলিয়াছেন, আলেমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ আম্বিয়াগণ যে ইল্‌ম পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন, উহা দুই ভাগে বিভক্ত। (১ম) ইলমে শরীয়ত বা বাহ্যিক জ্ঞান, (২য়) ইলমে আছরার বা তত্বজ্ঞান। যিনি এতদুভয় ইলমের অধিকারী হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ওয়ারেস বা সত্বাধিকারী। যিনি মাত্র এক প্রকারের ইলমের অধিকারী হইয়াছেন তিনি পয়গম্বরের যথার্থ ওয়ারেস নন। যেহেতু পরিত্যক্ত সম্পত্তির যাবতীয় বিভাগ হইতে অংশাধিকারী হওয়াকেই ওয়ারেস বলে। আর যিনি পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন, তিনি গরীম বা সম্পত্তি বিশেষে আংশিক অধিকারী মাত্র। হযরত ﷺ বলিয়াছেন- "আমার আলেম উম্মতবৃন্দ ইসরাঈল বংশীয় পয়গম্বরগণের সদৃশ"। এই হাদীসের মর্মেও উভয়বিধ ইলমের অধিকারীগণকেই আলেম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যাহারা কোন এক বিষয় মাত্র লাভ করিয়াছেন তাহারা নহে। এই প্রকার অভিমত হযরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম ছাহেব তাহার "কওলুচ্ছাবেত" নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

## তাসাউফ ব্যতীত শরীয়ত অঙ্গহীন থাকিবে

মাওলানা মরহুম কারামত আলী ছাহেব তদীয় জাদুত্তাকওয়া নামক কিতাবে হাদীসে জিবরাঈল (আঃ) এর মর্মে লিখিতেছেন-

كه دين بولتے هيں اسلام ايمان واحسان سبكوملاكے اور شريعت نام اس مجموعه كاهے . اور بهى فرمايا هے كه فقه اور تصوف اور كلام اپس ميں ايك كوايك لازم هے . ايك سے دوسرا الگ نهيں . انميں سے ايك بے دوسرا كے پورا نهيں هوتاهے .

অর্থাৎ- ইসলাম, ঈমান ও ইহসান, এই তিনটি মিলিয়া দীন বা শরীয়ত। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তাসাউফ, ফিকহ এবং আকায়েদ প্রভৃতি সমাধার জন্য এবং উহা যথার্থরূপে প্রতিপালনের জন্য একটি অন্যটির দিকে বিশেষভাবে মুখাপেক্ষী। উহারা মূলে একটি হইতে অপরটি অভিন্ন এবং একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণ হইতে পারে না।

## পীরের খেদমত ব্যতীত তাসাউফ শিক্ষা করা যায় না

মাওলানা কারামত আলী মরহুম ছাহেব উক্ত জাদুত্তাকওয়া কিতাবে আরো লিখিয়াছেন যে-

اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ فقہ کے موافق عمل بغیر تصوف کے درست نہیں ہوتا ۔ تواب ثابت ہوا کہ مؤمن کو تصوف پر عمل کرنے کی بڑی حاجت ہے اور تصوف پر عمل کرنا بغیر محبت اور تعلیم مرشد کامل کے جوتصوف سے واقف اور اسپر عامل ہے ممکن نہیں ۔

অর্থাৎ- ইলমে তাসাউফ ব্যতীত ফিকহের উপর যথার্থরূপে আমল করা যায় না। সুতরাং এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে, ইলমে তাসাউফ অনুশীলন করা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আর তাসাউফের আমল তাসাউফবীদ ও উহার অনুস্মরণকারী উপযুক্ত পীরের সোহ্বত ও তা'লীম ব্যতীত সম্ভবপর নহে। মরহুম মাওলানা ছাহেব তদীয় "নূরুন আলা নূরে" - قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ - الخ এই আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-

اب اس پیروی کا باعث چونکہ سچا ایمان اور اللہ تعالی کی محبت ہے اوریہ دونوں بعد ذکر اور مراقبہ کے حاصل ہوتی ہیں ۔

যেহেতু খাঁটি ঈমান এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালবাসাই হইল হযরত ﷺ এর 'পায়রবি' বা অনুস্মরণের মূল কারণ। আর এই উভয় জিনিস অর্থাৎ খাঁটি ঈমান এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালবাসা জেকের ও মোরাকাবা ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

## আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করিয়া থাকেন

তাফসীরে খোলাছায় সূরা ফাতির ২৮ নং আয়াতে আছে-

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا .

অর্থাৎ- নিশ্চয় বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করিয়া থাকেন। এই পবিত্র আয়াতের তাফসীরে লিখিয়াছেন-

العلماء سے اصطلاحی عالم یعنے کتابیں پڑہ لینے والے مراد نہیں بلکہ کبریاے ذات وعظمت صفات کو نور ایمان وشمع عرفان سے دیکھنے والے ۔ اسلئے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارباب ولایت وقبول سب کے سب علماء کتابی نہ تھے گو ان کا علم نافع اعلی درجے کا تھا ۔

অর্থাৎ- উপরোক্ত আয়াত শরীফের মধ্যে যে "ওলামা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহা সাধারণত যে অর্থে ওলামা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই অর্থবোধক নহে। অর্থাৎ যাহারা কিতাব পড়িয়া বিদ্যার্জন করিয়াছেন তাহারাই কুরআনের কথিত উক্ত "আলেম" পদবাচ্য হইতে পারিবেন না বরং যাহারা পাক আল্লাহ তায়ালার মহিমাময় জাত এবং অসীম গৌরব মণ্ডিত গুণাবলীকে ঈমান ও জ্ঞান গবেষণার উজ্জল আলোক দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত আলেম নামের যোগ্য। যেহেতু হযরত ﷺ এর প্রিয় ছাহাবী ও অলী আল্লাহগণও সকলে কিতাবগত বিদ্যায় ভূষিত ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা বহু মর্যাদাসম্পন্ন হিতকারী বিদ্যায় সজ্জিত ছিলেন এবং তাঁহারা প্রকৃত আলেম নামের যোগ্য অধিকারী ছিলেন।

## আল্লাহকে যিনি বেশী ভয় করেন তিনিই প্রকৃত আলেম

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا .

এই আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীরে লিখিত আছে-

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْعِلْمُ عَنْ كَثْرَةِ الْحَدِيْثِ وَلٰكِنِ الْعِلْمُ عَنْ كَثْرَةِ الْخَشْيَةِ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِىُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ الْعِلْمَ

لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَانَّمَا الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقَلْبِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ..... كَانَ يُقَالُ الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ- عَالِمٌ بِاللّٰهِ عَالِمٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ- وَعَالِمٌ بِاللّٰهِ لَيْسَ بِعَالِمٍ بِاَمْرِ اللّٰهِ- وَعَالِمٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَيْسَ بِعَالِمٍ بِاللّٰهِ فَالْعَالِمُ بِاللّٰهِ وَبِاَمْرِ اللّٰهِ الَّذِىْ يَخْشَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَيَعْلَمُ الْحُدُوْدَ وَالْفَرَائِضَ-

অর্থাৎ- হযরত আবি মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, বহু সংখ্যক হাদীস জানিলে সেই ব্যক্তি আলেম হয় না বরং যাহার মধ্যে আল্লাহ ভীতি অধিক, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত আলেম।

আহমদ ইবনে ছালেহ মিসরী বলিয়াছেন- "অধিক হাদীস বর্ণনার দ্বারা আলেম হওয়া যায়না। ইল্‌ম একটি নূর (জ্যোতি-স্বরূপ) উহা আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তঃকরণে দান করেন"।

হযরত সুফইয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, সলফে সালেহীনের মধ্যে আলোচনা হইত যে, আলেমগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) عَالِمٌ بِاللّٰهِ عَالِمٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ যাহারা মহান আল্লাহর পরিচিতি এবং তাহার বিধানাবলির যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। (২) عَالِمٌ بِاللّٰهِ لَيْسَ بِعَالِمٍ بِاَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ যাহারা মহান আল্লাহর মা'রেফত লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার বিধানাবলি সম্পর্কে অজ্ঞ। (৩) عَالِمٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَيْسَ بِعَالِمٍ بِاللّٰهِ অর্থাৎ যাহারা মহান আল্লাহর বিধানাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছেন, কিন্তু তাহার জাত সিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ রহিয়াছেন। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর আলেমগণই মহান আল্লাহকে ভয় করিয়া থাকেন এবং তাহার যাবতীয় বিধান গুলির জ্ঞান রাখেন।

## আল্লাহকে পাইবার অসীলা পীর ও মুর্শিদ

পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরায়ে মায়েদার ৩৫ নং আয়াতে আছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ .

হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় কর এবং তাহাকে পাইবার অবলম্বন উপায় অন্বেষণ কর। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত আছে -

والوصول لا يحصل إلا بالوسيلة وهى علماء الحقيقة ومشائخ الطريقة-

অর্থাৎ- অসীলা ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাইবে না। উক্ত অসীলা বা অবলম্বন হাকীকতপন্থী আলেম বা তরীকতপন্থী পীর মুর্শিদগণ।

## তাওয়াচ্ছুল বা অসীলা ধরা

হুযুরে পাক ﷺ এর যমানা হইতে আজ পর্যন্ত ইলমে বাতিন বা ইলমে মা'রেফতের চর্চার মধ্য দিয়া মুসলিমগণ আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়া আসিতেছেন। পীরের অসীলায় মুরীদ এই নিয়ামত লাভ করিয়া থাকেন। হুযুর ﷺ নিজেও এই তাওয়াচ্ছুল বা অসীলা অবলম্বন করার নযীর রাখিয়া গিয়াছেন।

সপ্তম শতক হিজরীতে ইবনে তাইমিয়া নামক এক আলেম অসীলা ধরা, এমনকি হুযুর ﷺ এর ইন্তেকালের পরে তাঁহাকে অসীলা ধরাও নাজায়েয বলিয়া প্রচার করেন। তখন সারা জাহানের আলেমগণ ইবনে তাইমিয়ার ঐ উক্তিকে বিদআতী উক্তি বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। بوادر النوادر বাওয়াদেরুন্নাওয়াদের কিতাবের ৭০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, তাওয়াচ্ছুল বা অসীলা অবলম্বন করার তৃতীয় তাফসীর এই যে, আল্লাহ তায়ালার মকবুল বান্দাগণের বা তাহাদের যাহেরী বাতেনী নেক আমলের বরকতের অসীলা দিয়া নিজ মাকসুদ পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নিকট কবুলিয়াতের দোয়া করা। জমহুর উলামা ইহা জায়েয বলিয়াছেন। ইবনে তাইমিয়া তাহার "যিয়ারতুল কুবুর" কিতাবে তাওয়াচ্ছুল পন্থীগণের দলীলগুলি বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি ঐ দলীলগুলির প্রতিবাদে কোন কথা না বলিয়াই নিজে উহার রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ইবনে তাইমিয়ার অনুসারীগণ কাযী শাওকানীকে খুব মান্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কাযী শাওকানীও কুরআন হাদীস অবলম্বনে তাওয়াচ্ছুল সম্পর্কে এক দীর্ঘ আলোচনা করিয়া নেকলোক ও নেক আমলের অসীলা ধরা জায়েয বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বিরুদ্ধবাদীগণ ভ্রমবশে যে সকল দলীল দ্বারা তাওয়াচ্ছুল নাজায়েয বলিয়া থাকে, তিনি ঐ সকল দলীল খণ্ডন করিয়াছেন। দেখুন বাওয়াদিরুন্নাওয়াদির ৭০৯, ৭১০ ও ৭১১ পৃষ্ঠা।

বর্তমানেও শুনা যায়, কোন কোন আলেম অসীলা ধরা নাজায়েয বলিয়া বেড়াইতেছেন। তাহাদের এই প্রচারণা যে দুরভিসন্ধি ও প্রতিহিংসা মুলক তাহা তাহাদের কার্যাবলী ও প্রকাশ ভংগীতেই ধরা পড়ে। এই সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিবর্গ ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কখনও কখনও তাহাদিগকে পীরগীরী করিতে এমনকি ছবকের প্যামপ্লেট পর্যন্ত ছড়াইতে দেখা যায়। আবার কখনও বা পীরী মুরীদী করা নাজায়েয,পীরের অসীলা দেওয়া শিরক ইত্যাদি বিষোদগীরণ করিতেও শুনা যায়। তাহাদের বিভ্রান্তিকর প্রচারে সরল প্রাণ মুসলমানগণ বিভ্রান্ত হইয়া না পড়েন, এই জন্য এখানে কয়েকটি দলীল লিখিয়া দেওয়া হইল। পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া সত্য পথ বাছিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

আমরা হাকীকাতুল অসীলা নামক পুস্তকে চারি মাযহাবের ইমাম ও আলেমগণের বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া তাওয়াচ্ছুল বা অসীলা ধরা জায়েয হওয়া বিস্তৃতভাবে সপ্রমাণ করিয়াছি। বিরুদ্ধবাদীগণ যদি মাযহাবালম্বী অর্থাৎ সুন্নাত অল জামায়াতের লোক হন, তবে আমরা আশা করি যে, তাহাদের ভুল ভাংগিবে। আর যদি তাহারা খারেজী, রাফিযী, ওহাবী, বাংলা মাযহাবী হন তবে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই উদগীরণ করিতে পারিবেন। সুন্নাত অল জামায়াতের লোক তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিবে না।

আল্লাহ পাক কুরআন পাকে ইরশাদ করেন-

وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর নিকট পৌছার অসীলা অন্বেষণ কর।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর, কাবীর, মাদারিক, বায়যাবী প্রভৃতি তাফসীরে লিখিত আছে-

اَلْوَسِيْلَةُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهٖ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ السَّيِّئَاتِ-

অর্থাৎ- যেসব সৎকাজের অনুশীলন ও পাপকাজ বর্জন দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় উহাই অসীলা। হযরত আবু কাতাদাহ বলিয়াছেন-

وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ اَىْ تَقَرَّبُوْٓا اِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ-

অর্থাৎ- আনুগত্য এবং যে কাজে আল্লাহ রাযী হন উহা করিয়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর।

এখন বুঝা গেল যে, কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ, আম্বিয়া (আঃ) এবং আওলিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ করা প্রভৃতি যে সকল কাজে আল্লাহ খুশী হন উহা সকলই অসীলার অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীরে হাক্কানী ৪/২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

"সকল ভাল কাজই অসীলা। কুরআন মাজীদ, নবী করীম ﷺ এবং বুজুর্গানে দীনই আল্লাহ্‌কে পাওয়ার অসীলা। তাঁহাদেরই ইরশাদ ও ফায়েযে মানুষ আল্লাহর দিকে আগ্রহান্বিত হয় এবং তাঁহাদেরই বরকতে মানুষ আল্লাহর অনুসন্ধানী হয়।" তাফসীরে রূহুল বয়ানে ১/৫৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

وَاعْلَمْ اَنَّ الْاٰيَةَ الْكَرِيْمَةَ صَرَّحَتْ بِالْاَمْرِ بِابْتِغَاءِ الْوَسِيْلَةِ وَلَابُدَّ مِنْهَا الْبَتَّةَ فَاِنَّ الْوُصُوْلَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَحْصُلُ اِلَّا بِالْوَسِيْلَةِ وَهِىَ عُلَمَاءُ الْحَقِيْقَةِ وَمَشَائِخُ الطَّرِيْقَةِ-

অর্থাৎ- এই আয়াতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, শরীয়তে অসীলা ধরার হুকুম রহিয়াছে এবং উহার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। কেননা অসীলা ব্যতীত আল্লাহর নিকট পৌছা যায়না। উলামায়ে হক্কানী এবং তরীকার পীরগণই এই অসীলা।

খুলাছাতুত্তাফাসীর ১/৫১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- সূফিয়ায়ে কেরাম এই আয়াত দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, অসীলা দ্বারা কামেল পীরই বুঝিতে হইবে, যাহারা আসমানী ইলম এবং রূহানী হিকমতের শিক্ষা দান করেন। যদিও আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম স্বকীয় ভাবেই মুক্তি ও নাজাতের কারণ, তথাপি তা'লীম ও কামেল পীরের সোহবতের বিশেষ স্থান রহিয়াছে।

মাওলানা রুমী (রহঃ) বলিতেছেন-

قال رابگذار مرد حال شو پیش مرد کاملے پامال شو .

**অর্থঃ-** কথার ডুবড়ি পরিত্যাগ কর, হাল ওয়ালা মানুষ হও, কামেল পুরুষের সামনে বিনীত হও।

আর ইহাও সর্বসম্মত যে, সোহবত ও সাহচর্য দ্বারা যতখানি উপকার পাওয়া যায় 'দরছ ও ওয়ায' দ্বারা উহা পাওয়া সম্ভব নহে।

وابتغوا اليه الوسيلة এই আয়াত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর ছাইয়েদ আলুছী (রহঃ) তাফসীরে রূহুল মা'আনী ৫/১১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

وَبَعْدَ هٰذَا كُلِّهٖ اَنَا لَااَرٰى بَأْسًا فِى التَّوَسُّلِ اِلَى اللّٰهِ بِجَاهِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى حَيًّا وَّمَيِّتًا--- بَقِىَ هٰهُنَا اَمْرَانِ اَلْاَوَّلُ اَنْ يُّتَوَسَّلَ بِجَاهِ غَيْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ اَيْضًا اِنْ كَانَ الْمُتَوَسَّلُ اِلَيْهِ جَاهُهٗ مِمَّا سُلِّمَ اَنَّ لَهٗ جَاهًا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالْمَقْطُوْعِ بِصَلَاحِهٖ وَوَلَايَتِهٖ

**অর্থাৎ-** এই সকল আলোচনার পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হায়াতে কিম্বা তাঁহার ইন্তেকালের পর তাহার সম্মানের অসীলা ধরায় কোন দোষ দেখিতেছি না। এখন দুইটি কথা বাকী, প্রথমটি এই যে, নবী ﷺ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদার অসীলা দেওয়া জায়েয কি না? আমি বলি, ইহাতেও দোষ নাই, যদি জানা থাকে যে, ঐ ব্যক্তি সাধুতা এবং বিলায়াত দ্বারা আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। যেমন, ঐ ব্যক্তি যার যোগ্যতা ও বিলায়াত সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিত। শামী ৫/৩৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

(قَوْلُهٗ لِاَنَّهٗ لَاحَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ) قَدْ يُقَالُ اِنْ لَاحَقَّ لَهُمْ وجوبا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى لٰكِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ جَعَلَ لَهُمْ حَقًّا مِّنْ فَضْلِهٖ لِوُرُوْدِ بِالْحَقِّ الْحُرْمَةُ وَالْعِظْمَةُ فَيَكُوْنُ مِنْ بَابِ الْوَسِيْلَةِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَقَدْ عُدَّ مِنْ اَدَبِ الدُّعَاءِ التَّوَسُّلُ عَلٰى مَافِى الْحِصْنِ.

উক্ত এবারতের ভাবার্থ গায়াতুল আওতার ৪/২৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- "আল্লাহর উপর আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের নিশ্চিত অধিকার নাই। কিন্তু মহান আল্লাহ বদান্যতা ও দয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের উপর তাহাদের অধিকার রাখিয়াছেন। যদি সেই অধিকার দ্বারা সম্মান ও বুজুর্গীর অর্থ নেওয়া হয়, এমতাবস্থায় এই অধিকার অসীলা হিসাবে গণ্য হবে। আর অসীলা ধরার জন্য এরশাদ হইয়াছে- وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

হিসনে হাসীন কিতাবে আছে, দোয়ায় আসীলা দেওয়ায় প্রার্থনাকারীগণের অধিকারও প্রমাণিত আছে, যেমন হিসনে হাসীন কিতাবে হাদীস শরীফে আছে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আপনার উপর প্রার্থনাকারীদের যে অধিকার আছে। সেই অধিকারের বলে প্রার্থনা করিতেছি।

তাহতাভী আলাদ্দোর ৪/১৯৯ পৃষ্ঠায়ও এইরূপ লিখিত আছে।

মেশকাত শরীফ ৫৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ اَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قِيْلَ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ لَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْاَبْدَالُ يَكُوْنُوْنَ بِالشَّامِ وَهُمْ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ

- رواه احمد بن حنبل-

অর্থাৎ- শুরাইহ্ বিন উবাইদ হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আলী(রাঃ) এর নিকটে শামবাসীগণের বিষয় আলোচিত হইলে- বলা হইল, "হে আমীরুল মু'মিনীন! শামবাসীগণকে বদ দোয়া করুন।" ইহাতে হযরত আলী(রাঃ) উত্তর করিলেন,- "না" কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলিতে শুনিয়াছি, শামে ৪০ জন আবদাল থাকিবেন, তাহাদের কোন একজনের মৃত্যু হইলে আল্লাহ পাক ঐ স্থানে আর একজনকে স্থলাভিষিক্ত করেন। তাহাদের অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণ হয়, দুশমনের উপর জয়লাভ হয় এবং তাহাদেরই অসীলায় শামবাসীগণ

হইতে আযাব দূর করা হয়। (আহমদ)

হিসনে হাসীন কিতাবে লিখিত আছে-

وَاَنْ يَّسْاَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى بِاَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى وَصِفَاتِهِ الْعُلٰى (مس) وَاَنْ يَّتَوَسَّلَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِاَنْبِيَائِهِ خو.....مس وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهٖ-

অর্থাৎ- আর আল্লাহ তায়ালার সুন্দর নামগুলির এবং তাহার মহান গুণাবলির অসীলা দিয়া দোয়া করিবে। (মুস্তাদরাক, হাকিম) আর আল্লাহর নিকট নবীগণের অসীলা ধরিবে। (-বুখারী, হাকিম) এবং ভাল লোকগণের অর্থাৎ উলামা হক্কানী ও শহীদগণের অসীলা ধরিবে। (বুখারী)

বিশ্ব বিখ্যাত শামী (রদ্দল মুহ্তার) কিতাবের প্রণেতা ফকীহ্কুল ভূষণ ছাইয়েদ মুহম্মদ আমীন বিন আবিদীন তদীয় কিতাবের মুকাদ্দমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও অলী-আল্লাহগণের অসীলা দিয়া দোয়া করিয়াছেন। তিনি তথায় নিম্নরূপ লিখিয়াছেন-

اِنِّى اَسَاله تعالى متوسلا اليه بنبيه المكرم صلى الله عليه وسلم وباهل طاعته من كل ذى مقام على معظم وبقدوتنا الامام الاعظم اَنْ يُّسَهِّلَ ذٰلِكَ مِنْ اِنْعَامِهٖ الخ-

অর্থাৎ- আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁহার প্রত্যেক মর্যাদা সম্পন্ন উম্মতের ও আমাদের পথ প্রদর্শক ইমাম আযমের অসীলা ধরিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন তাঁহার দয়া দানে আমার এই কাজ সহজ করিয়া দেন।

এখানে দেখা যায়, শামী প্রণেতা হযরত ছাইয়েদ আমীন (রহঃ) হুযুর ﷺ এবং ইমাম আযমের (রাঃ) ইন্তেকালের পরেও তাহাদের অসীলা দিয়া দোয়া করিয়াছেন।

দেওবন্দ হইতে প্রকাশিত আল মুহান্নাদ কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় প্রশ্নোত্তরে লিখিত আছে-

السؤال الثالث والرابع- هل للرجل ان يتوسل فى دعواته بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد الوفات ام لا- ايجوز التوسل عندكم بالسلف الصالحين من الانبياء والصديقين والشهداء واولياء رب العالمين ام لا-

الجواب- عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل فى الدعوات بالانبياء والصالحين من الاولياء والشهداء والصديقين فى حيواتهم وبعد وفاتهم بان يقول فى دعائه اللهم انى اتوسل اليك بفلان ان تجيب دعوتى وتقضى حاجتى الى غير ذلك كما صرح به شيخنا ومولانا الشاه محمد اسحاق الدهلوى ثم المهاجر المكى

অর্থাৎ ঃ- ৩য় ও ৪র্থ প্রশ্নঃ-

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পর তাঁহার অসীলা দিয়া দোয়া করা জায়েয কি না?

আম্বিয়া, ছিদ্দীকীন, শোহাদা এবং আল্লাহর অলীগণ প্রভৃতি সলফে ছালেহীনের অসীলা ধরা জায়েয কিনা?

**উত্তরঃ-** আমাদের এবং আমাদের পীরগণের মতে জীবিত ও মৃত নির্বিশেষে আম্বিয়া, আউলিয়া, শুহাদা ও ছিদ্দীকীনের অসীলা দিয়া দোয়া করা জায়েয। যেমন- কেহ বলিল, "হে আল্লাহ! আমি অমুক ব্যক্তিকে আপনার নিকট অসীলা করিতেছি, আপনি আমার দোয়া কবুল করিবেন ও আমার অভাব পূরণ করিয়া দিবেন, ইহা জায়েয। আমাদের পীর মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী মুহাজিরে মক্কী ছাহেব (রহঃ) এই বিষয় পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।

যদি কেহ বলেন যে, পীরের লতীফাকে অসীলা নির্ধারণ করার প্রথা পূর্ববর্তীগণের ভিতর ছিলনা, তবে উহার জওয়াবে হযরত মুজাদ্দিদে

আলফেসানী (রহঃ) এর নিম্ন বয়ানই যথেষ্ট হইবে। মকতুব নং ২২৯-

غاية مافى الباب تكميل صنعت وتتميم هرنسبت بتلاحق افكار وتعاقب انوار است مثلا نحوى كه درزمان سيبويه بود بتلاحق افكار متاخران دوچند زيادة گشته ست ومحرر ومنقع شده مع ذالك همان نحو سيبويه است كه افكار متا خران بيش ازبيش مشاطكى وتزين ان نموده است مقوله شيخ علاء الدولة قدس سره بسمع شريف رسيده باشد كه فرموده هرچند وسائط بيشتر بود راه نزد يكتر وروشن ترگردد اين قسم زيادتے براں نسبت عليه كه بطريق مشاطكى وتزئين پيدا شده باشد ودرگفت امده جمع رادر تخيلات اندا ختة است حقيقت معاملة اينست كه بے تكلف وتصنع نموده اند .

অর্থাৎ- মূল কথা এই যে, প্রত্যেক কাজের এবং নেসবতের পরিপূর্ণতা বিভিন্ন চিন্তাধারার সমাবেশ এবং ক্রমাগত গবেষণা দ্বারাই হইয়া থাকে। যেমন ইলমে নাহু। ছীবুয়ার সময়ে যে ইলমে নাহু ছিল, পরবর্তীকালে উহা বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা বহুরূপে বর্ধিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াছে, অথচ ইহা সেই ছীবুয়ারই নাহু। শায়খ আলাউদ্দৌলাহ (রহঃ) এর একটি কথা আছে, হয়ত বা আপনারা উহা শুনিয়াও থাকিবেন। তিনি বলিয়াছেন, ওয়াছেতা (মধ্যস্থতা) এবং অসীলা যত অধিক হইবে রাস্তাও তত নিকট এবং আলোকময় হইবে। এই মহান 'নেসবত' (সম্বন্ধ) বিধায় বিভিন্ন চিন্তাধারার সমাবেশ হইয়া ইহাকে যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া বহুলোক সন্দেহে পতিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে ইহাতে কোন জালছাযীর (কৃত্রিমতার) স্থান নাই।

কুরআন শরীফের আয়াত, তাফসীর, হাদীস শরীফ, ফিকহ ও ফাতাওয়া হইতে যে সকল দলীল প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে উহা দ্বারা অসীলা দেওয়া মুস্তাহাব এবং উহার উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই বিষয় বিস্তারিত জানার জন্য হাকীকাতুল অসীলা কিতাব দেখুন।

## পাগড়ী ধরিয়া বাইয়াত

বর্তমান সময়ে যখন মানুষের মধ্যে আত্ম কলুষতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আত্মশুদ্ধি তথা ইলমে তাসাউফের চর্চার প্রয়োজন আগের তুলনায় অনেক বেশী অথচ বর্তমান সময়ে একদল আলেম তরীকত পন্থীদের বিভিন্ন আমলকে বিদয়াত বলিয়া অযথা কটাক্ষ করার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত। যেমন পীরের হাতে পাগড়ীর সাহায্যে বাইয়াত হওয়াকে তারা বিদয়াত বলিতেছে। অথচ বাইয়াতের প্রচলন খোদ রাসূলে পাক ﷺ থেকে প্রমাণিত। সুতরাং এখানে আমরা এই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করার প্রয়াস পাইব।

বাইয়াত শব্দটা আরবী بيع বা বিক্রি থেকে উদগত। বাংলায় যার অর্থ আমরা অঙ্গীকার বা শপথ বলে থাকি। শরিয়তের পরিভাষায় একান্ত সন্তুষ্টি ও আগ্রহের সাথে জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে নিজের জান ও মাল সোপর্দ করাকেই বাইয়াত বলে। (আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) কৃত সীরাতে মুস্তফা ১ম খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

এই মর্মে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে পাকে উল্লেখ করিয়াছেন-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ- سورة توبة

**অর্থাৎ-** আল্লাহ পাক ক্রয় করিয়া নিয়াছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত। তাহারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্যেরই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আর আল্লাহর চাইতে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কে? সুতরাং তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের সেই লেনদেনের জন্য যাহা তোমরা করিয়াছ। আর ইহা হইল বিরাট সাফল্য। (সূরা তাওবা ১১১নং আয়াত)

مجمع নামক কিতাবে بيعة এর সজ্ঞায় লিখিত আছে -

هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَةِ وَالْمُعَاهَدَةِ كَانَّ كُلَّ وَاحِدٍ بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَاَعْطَاهُ الْمُبَايِعُ خَالِصَةً وَّطَاعَةً- (قواعد الفقه ٦١٢

অর্থাৎ- بيعة হইল পারস্পারিক ওয়াদা ও অঙ্গীকার যেন প্রত্যেকেই তাহার সাথীকে নিজের কাছে যাহা তাহা অর্পন করিল এবং অঙ্গীকার কারীকে তাহার অন্তরের এক নিষ্ঠতা ও আনুগত্য প্রদান করিল।

রাসূলে পাক ﷺ সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে বাইয়াত গ্রহণ করিতেন। যেমন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) তার প্রণীত القول الجميل কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন -

وَاسْتَفَاضَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يُبَايِعُوْنَهُ تَارَةً عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ وَتَارَةً عَلٰى اِقَامَةِ اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ وَتَارَةً عَلَى الثَّبَاتِ وَالْقَرَارِ فِىْ مَعْرَكَةِ الْكُفَّارِ وَتَارَةً عَلَى التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ وَالْاِجْتِنَابِ عَنِ الْبِدْعَةِ وَالْحَرْصِ عَلَى الطَّاعَةِ-

অর্থাৎ- হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হইতে এই আমলটি সুপরিচিত যে, তাহার হাতে কখনো বাইয়াত হইতেন হিজরত ও জিহাদের উপর, কখনো ইসলামের আরকান প্রতিষ্ঠার উপর, কখনো যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ় থাকার উপর, কখনো সুন্নাত আকড়াইয়া ধরা ও বিদয়াত বর্জন করা এবং আনুগত্যের প্রতি উৎসাহী হওয়ার উপর।

রাসূলে পাক ﷺ এর হাতে সাহাবায়ে কেরামের এই সমস্ত বাইয়াত গ্রহণের বিস্তারিত বর্ণনা মেশকাত শরীফ ৩৫৪ পৃঃ/ ইবনে মাজা শরীফ ২১১, নাসায়ী শরীফ বাইয়াত অধ্যায় সহ সহীহ ছিয়া সিত্তাহ ও সীরাত গ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত আছে। এখানে ঐ সমূদয় হাদীস উদ্ধৃত করার অবকাশ নাই। তবে এই কথা সুপ্রমাণিত যে, বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি সুন্নাত এবং প্রভূত কল্যাণের কারণ। যেহেতু বাইয়াত যদিও কোন ব্যক্তির হাতে করা হয় কিন্তু মূলত তা

আল্লাহর সাথেই করা হয়। ব্যক্তি এখানে জিম্মাদার বা অসীলা মাত্র। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ -

অর্থাৎ- হে রাসূল! যারা আপনার হাতে বাইয়াত করিয়াছে মূলত তাহারা আল্লাহর হাতেই বাইয়াত করিয়াছে। আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপর।

রাসূলে পাক ﷺ একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ এবং مُعَلِّمُ الْأُمَّةِ বা উম্মতের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাহার উম্মতকে এই উভয় মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে বাইয়াত করিতেন। পরবর্তীতে এই বাইয়াত তাহার উত্তরসূরী আলেমদের হাতে মূলত আল্লাহর হাতে বাইয়াত হওয়া। তাহারাও রাসূলের প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর পক্ষ হইতে বাইয়াত করিয়া আসিতেছেন। রাসূলের পরবর্তী সময়ে বাইয়াতের এই ধারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। (১) খলীফাদের বাইয়াত (২) ওলামায়ে তরীকাতের বাইয়াত। মূলতঃ দুইটিই রাসূলে পাক ﷺ থেকে প্রমাণিত। এখানে আল্লামা ইদ্রিস কান্দলবীর উক্তি প্রনিধানযোগ্য-

ان ایات صریحه اور احادیث صحیحه کے بعد بیعت کے سنون اور مستحسن اور موجب خیر وبرکات هو نے مین کسی قسم کےشبه گنجائیش ہی نہن- رسول الله صلی الله علیه وسلم جس طرح کتاب الله وحکمت کے معلم اور امت کے دلوں کی صیقل اور جلا کرنے واے تھے اسی طرح زمین پر الله کے خلیفة بھی تھے جوبیعت اپ نے خلیفة الله ہونے کی حیثیت سے لی وہ خلفاء کے لئےسنت ہوئی اور جو بعیت اپ نے معلم الکتاب والحکمة اور مزکی ہونے کی حیثیت سے لی وہ علماء ربانی اور اهل الله اور عارفین کے لئے سنت ہوئ- (سیرت مصطفی )

অর্থাৎ- এই সকল সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীস থাকার পরে বাইয়াত সুন্নাত তথা মুসতাহাসান ও খায়র ও বরকতের কারণ হবার মধ্যে কোন প্রকার

সন্দেহের অবকাশ নাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে কিতাবুল্লাহ ও হিকমাতের শিক্ষক এবং উম্মতের আত্মশুদ্ধিকারক ছিলেন তেমনিভাবে আল্লাহর জমীনে তাহার খলীফাও ছিলেন। যেসব বাইয়াত তিনি খলীফা হিসাবে নিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী খলীফাদের জন্য সুন্নাত হিসাবে গণ্য। আর যে সব বাইয়াত তিনি কিতাব ও হিকমতের শিক্ষক এবং আত্মশুদ্ধিকারক হিসাবে নিয়াছিলেন উহা পরবর্তী ওলামায়ে রব্বানী আহলুল্লাহ ও আরেফদের জন্য সুন্নাত হিসাবে গণ্য হইবে। تفسير روح البيان এ লিখিত আছে-

اَلْمُبَايِعُوْنَ ثَلَاثَةٌ اَلرُّسُلُ وَالشُّيُوْخُ الْوَرَثَةُ وَالسَّلَاطِيْنُ وَالْمُبَايِعُ فِى الثَّلَاثَةِ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَاحِدٌ وَّهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهٰؤُلَاءِ وَالثَّلَاثَةُ شُهُوْدُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى بَيْعَةِ هٰؤُلَاءِ اَلَا تَبَاعِ (ج ٩- ص ٢١)

বাইয়াত গ্রহণকারী মূলত তিন শ্রেণীর লোক। (১) রাসূলগণ (২) তার উত্তরসূরী তরীকার শায়খগণ এবং (৩) বাদশাহগণ। এই তিন ক্ষেত্রেই বাইয়াত গ্রহণকারী মূলত একক সত্বা। আর তিনি হইলেন আল্লাহ তায়ালা। এরা মূলত ঐ সব অনুসারীদের বাইয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী।

উক্ত কিতাবে আরও লিখিত আছে -

ثَبَتَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ سُنَّةُ الْمُبَايِعَةِ وَاَخْذُالتَّلْقِيْنِ مِنَ الْمَشَائِخِ الْكِبَارِ

অর্থাৎ- উপরোক্ত اَلَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَ الخ এই আয়াত দ্বারা মাশায়েখে কেরামের হাতে বাইয়াত হওয়া এবং তাহাদের থেকে তালকীন গ্রহণ করা সুন্নাত প্রমাণিত হয়।

তরীকার মাশায়েখগণ যে বাইয়াত করে থাকেন উহা আবার চারি প্রকারের। যেমন শাহ রফীউদ্দীন رسالة بيعت কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন -

بيعت كه پيش صوفيا ومقبول است چى رقم يافته مى شود وپرقم راشروط عليبه است وثمرات ديگر بيعت حقيقت وسواء ا يں انچم برائے تحصيل مال وجاه برائے تحصيل حاجات ونيوى از مرشد باشد فى الحقيقت اعتبار نرارو-

অর্থাৎ- সূফীগণের কাছে গ্রহণযোগ্য বাইয়াত চার প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের শর্ত আলাদা আলাদা এবং ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন। প্রকার গুলি এই (১) বাইয়াতে অসীলা (২) বাইয়াতে শরীয়ত (৩) বাইয়াতে তরীকাত (৪) বাইয়াতে হাকীকত। এইগুলি ছাড়া পীরের তরফ হইতে ধনদৌলত ও প্রতিপ্রত্তি অর্জনের জন্য যাহা কিছু করা হইবে সবই মূল্যহীন।

বাইয়াত সম্পর্কিত এই সাধারণ আলোচনার পর আমরা বাইয়াতের পদ্ধতির প্রতি নজর দিব।

রাসূলে পাক ﷺ সাধারণত হাতে হাত রাখিয়া বাইয়াত গ্রহণ করিতেন। হাদীস শরীফে আছে-

عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلَاُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِىْ فَقَالَ مَالَكَ يَاعَمْرُو قُلْتُ اَرَدْتُّ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا قُلْتُ اَنْ يُّغْفَرَلِىْ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَاعَمْرُو اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

مشكوة ص١٤

অর্থাৎ- হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল পাক ﷺ এর কাছে আসলাম এবং বললাম আপনার হস্ত মোবারক প্রসারিত করুন আমি আপনার নিকট বাইয়াত হইব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হস্ত প্রসারিত করিলেন কিন্তু আমি আমার হাত গুটাইয়া নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বল্লেন, হে আমর! তোমার কি হইল? আমি বলিলাম, আমি একটা শর্ত করিতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, তুমি কিসের শর্ত করিতে চাও। আমি বলিলাম, আমাকে যেন ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। তখন রাসূলে পাক ﷺ বলিলেন, হে আমর! তুমি কি জাননা যে ইসলাম তার পূর্ববর্তী গোনাহ রাজি ধ্বংস করিয়া দেয়। হিযরত তার পূর্ববর্তী গোনাহ মিটাইয়া

দেয়। আর হজ্জ উহার পূর্বেকার যাবতীয় গুনাহ মিটাইয়া দেয়।

আলোচ্য হাদীসে হাত ধরিয়া বাইয়াত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল। অনেক সময় হাত উত্তোলনের মাধ্যমেও বাইয়াত নেওয়া হইত।

যেমন বর্ণিত আছে-

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ غَرِيْبٌ يَعْنِى اَهْلَ كِتَابٍ قُلْنَا لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَمَرَ اَنْ يُّغْلَقَ الْبَابُ فَقَالَ ارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ فَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَرَفَعْنَا اَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَدَهٗ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ بَعَثْتَنِى بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ وَاَمَرْتَنِىْ بِهَا وَوَعَدْتَّنِىْ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكُمْ كَمَا فِىْ تَرْوِيْحِ الْقُلُوْبِ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبُسْطَامِىِّ (روح البيان ج/٩- ص٢٢)

অর্থাৎ- শাদ্দাদ ইবনে আওস এবং উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত তাহারা বলেন, আমরা রাসূলে পাক ﷺ এর নিকটে ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে অপরিচিত কেউ আছে কি? অর্থাৎ কোন আহলে কিতাব। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নেই। অতঃপর তিনি দরজা বন্ধ করার আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা হাত উত্তোলন কর এবং বল, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তখন আমরা হাত তুলিলাম এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলাম, এরপর রাসূলে পাক ﷺ হাত নামাইলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই কলেমা দিয়া পাঠাইয়াছেন এবং এর আদেশ করিয়াছেন এবং ইহার বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

মহিলাদের বাইয়াত করানোর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হাত স্পর্শ করিতেন না বরং শুধু মৌখিক বাইয়াত নিতেন। তবে বর্ণিত আছে, বরকত

লাভের জন্য পানিভর্তি পাত্রে হাত ভিজাইয়া তাহা মহিলাদের দিলে তাহারা উহাতে হাত দিয়া বরকত হাছিল করেন। যেমন- الروضة الانيقه কিতাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَاُخِذَ مِنَ التَّقْرِيْرِ الْمَذْكُوْرِ اَخْذُ الْيَدِ فِى الْمُبَايَعَةِ وَذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ اِلَى الرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النِّسَاءَ اِجْتَمَعْنَ عِنْدَ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَطَلَبْنَ اَنْ يُبَايِعَهُنَّ بِالْيَدِ فَقَالَ لَاتَمَسُّ يَدِىْ يَدَ اِمْرَأَةٍ وَلٰكِنْ قَوْلِىْ لِاِمْرَأَةٍ وَّاحِدَةٍ كَقَوْلِىْ لِمِائَةِ اِمْرَأَةٍ فَبَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ ثُمَّ طَلَبْنَ مِنْهُ الْبَرَكَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ الشَّرِيْفَةَ فِى الْمَاءِ وَدَفَعَهُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعْنَ فِيْهِ (روح البيان ج٩/ص٢٢)

অর্থাৎ- আলোচনার আলোকে বাইয়াতের ক্ষেত্রে পুরুষের হস্ত ধারণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়, মহিলাদের নয়। বর্ণিত আছে, কতিপয় মহিলা রাসূলে পাক ﷺ এর কাছে সমবেত হইল এবং রাসূলে পাক ﷺ-এর হাতে বাইয়াত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন রাসূলে পাক ﷺ বলিলেন, আমার হাত কোন নারীর হস্তকে স্পর্শ করেনা। একজন মহিলাকে লক্ষ্য করে আমার যে কথা একশত জন মহিলাকে লক্ষ্য করেও একই কথা। অতঃপর তাহাদের থেকে তিনি মৌখিক বাইয়াত নিলেন। অতঃপর মহিলারা বরকত তলব করিল, অতঃপর তিনি একটি পাত্রে হাত ভিজাইয়া উহা তাহাদিগকে দিলেন। মহিলারা ঐ পাত্রে তাহাদের হাত ভিজাইয়া বরকত নিল।

## বাইয়াতের জন্য কাপড় বা রুমাল বা পাগড়ী ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখানে একটি দলিল উল্লেখ করা হইল

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَاجَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَايَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَايَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّٰهَ- اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

قَوْلُهُ وَلَمْ يُصَافِحْ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهِ مَا اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ اِلَّا بِمَا اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ اِمْرَاَةٍ قَطُّ وَرُوِىَ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ النِّسَاءَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَاَيْدِيْهِنَّ ثَوْبٌ وَكَانَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِنَّ كَمَا فِى الْخَطِيْبِ وَمِثْلُهُ فِىْ اَبِى السُّعُوْدِ وَفِى الْكَبِيْرِ-

وَاخْتَلَفُوْا فِىْ كَيْفِيَةِ الْمُبَايَعَةِ فَقَالُوْا كَانَ يُبَايِعُهُنَّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَاَيْدِيْهِنَّ ثَوْبٌ- وَفِىْ رُوْحِ الْبَيَانِ وَرُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :بَايِعُهُنَّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَاَيْدِيْهِنَّ ثَوْبٌ قِطْرِىٌّ وَالْقِطْرُ بِالْكَسْرِ ضَرْبٌ مِّنَ الْبُرُوْدِ يَاْخُذُ بِطَرَفٍ مِّنْهُ وَيَاْخُذْنَ بِالطَّرَفِ الْاٰخَرِ تَوَقِّيًا عَنْ مَسِّ اَيْدِى الْاَجْنَبِيَّاتِ - حاشية جلالين كلالين- ص ٤٥٨

অর্থাৎ- হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন আপনার নিকট এসে বাইয়াত গ্রহণ করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নিজেরদের সন্তান হত্যা করিবে না, তারা স্বজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাইবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করিবে না, তখন তাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (মুমতাহীনা-১২)

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদিগকে ঐভাবেই বাইয়াত করিতেন যেভাবে মহান আল্লাহ আদেশ দিতেন। রাসূলে পাক ﷺ কখনও স্বীয় হাত দিয়া কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেন নাই। হাতের তালু কখনও কোন মহিলার হাতের তালু স্পর্শ করেনি। বর্ণিত আছে, তিনি মহিলাদিগকে বাইয়াত করিতেন এই অবস্থায় যে, তাঁহার ও মহিলাদের হাতের মধ্যে কাপড় থাকিত এবং তিনি তাহাদের ওপর

(বিভিন্ন বিষয়ে) শর্তারোপ করিতেন। এইরূপ বর্ণনা আছে খতীব গ্রন্থে এবং তাফসীরে আবুস সউদে।

তাফসীরে কবীরে আছে -

ওলামায়ে কেরাম বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে মতবিরোধ করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, রাসূলে পাক ﷺ মহিলাদিগকে বাইয়াত করাইতেন এ অবস্থায় যে, তাঁহার ও মহিলাদের হাতের মধ্যে কাপড় থাকিত।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখ করা হইয়াছে, রাসূলে পাক ﷺ মহিলাদিগকে বাইয়াত করাইতেন এ অবস্থায় যে, তাঁহার হাত ও মহিলাদের হাতের মধ্যে চাদর থাকিত যাহার এক পার্শ্ব তিনি ধরিতেন এবং অন্য পার্শ্ব তাহারা ধরিতেন (আর এ পদ্ধতিটি ছিল) এই কারণে যে যাহাতে তিনি বেগানা মহিলাদের হাত স্পর্শ করা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

- হাশিয়ায়ে জালালাইন পৃষ্ঠা নং- ৪৫৮

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হইল যে - রাসূলে পাক ﷺ সাহাবায়ে কেরামের হাতে হাত রাখিয়া বাইয়াত করাইতেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে কাপড়/চাদর এর মাধ্যমে বাইয়াত করাইতেন। মহিলারা বেগানা হওয়ার কারণে তিনি হাত স্পর্শ না করিয়া কাপড় ব্যবহার করিতেন। তদ্রূপ অনেক লোককে একই সাথে হাতে হাতে বাইয়াত করানো অসম্ভব বিধায় কাপড়/পাগড়ী ইত্যাদির মাধ্যমে বাইয়াত করানোর মধ্যে কোন প্রকার আপত্তি তো নেইই-বরং উহাই সুন্নাত তরীকা।

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ (الحديث)

**অর্থাৎ- মুসলমানগণ যা ভাল মনে করেন তাহা আল্লাহর নিকটও ভাল।**

**উল্লিখিত আলোচনার আলোকে বুঝা যায়, বাইয়াত বা অঙ্গীকারের সময় রাসূলে পাক ﷺ বিভিন্ন অসীলা অবলম্বন করিতেন যাহাতে বাইয়াতের দৃঢ়তা বুঝা যায়। পরবর্তী সময়ে আউলিয়ায়ে কেরামও উত্তরসূরী হিসাবে এই ধারা অব্যাহত রাখিয়া বাইয়াতের সময় কখনো হাতে হাত দিয়া আবার কখনো**

লোক সংখ্যার আধিক্যের কারণে অথবা অন্য কোন সুবিধা ও কল্যাণের প্রেক্ষিতে পাগড়ির প্রান্ত ধরিয়া বাইয়াত কর্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহা নিঃসন্দেহে শরীয়ত সম্মত। কেননা এখানে হাত ধরা বা পাগড়ী ধরাটা একটা অসীলা মাত্র। এটা বিভিন্ন রকম হইতে পারে। যেমন খোদ রাসূলে পাক ﷺ থেকেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসীলা অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইলমে দ্বীন হাসিলের জন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অসীলা অবলম্বন করা হইয়াছে। বর্তমানে মাদ্রাসায়, ক্লাস, ঘণ্টা, রুটিন ইত্যাদির মাধ্যমে ইলমে দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করা হইয়াছে। সুতরাং অসীলার ভিন্নতা কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়। এই জন্যই পরবর্তী যুগের আওলিয়ায়ে কেরাম তাহসীলে মারেফত তথা ইলমে বাতেন অর্জনের জন্য এমন সব তরীকা আবিস্কার করিয়াছেন যেইগুলি রাসূলে পাক ﷺ -এর যুগে হুবহু এই আকৃতিতে ছিলনা। অথচ এই গুলি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। অনুরূপ সূফীদের লেবাস পোশাকের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে বিদয়াত বলা যাইবে না। যেমন تفسير روح البيان ২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে-

وَهٰذِهِ الْهَيْأَةُ وَالْمَلَابِسُ وَالْعَمَائِمُ لَيْسَتْ مُبْتَدِعَةً فِى الدِّيْنِ بَلْ هِىَ مُبْتَدِعَةٌ فِى الْعَادَةِ وَلَاهِىَ مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ-

অর্থাৎ- এই বিশেষ কায়দায় পোশাক ও পাগড়ী ব্যবহার বিদয়াত ফিদ্দীন নয় বরং এটা বিদয়াত ফিল আদত বা স্বভাবজাত কার্যের মধ্যে নতুনত্ব। ইহাকে সুন্নত বিরোধী বলা যায়না। যাহারা তাহাদের অধিকাংশ আমলকে বিদয়াত বলিয়া প্রচার করেন তাহাদের মুসতানাদ مستند কিতাব فيض الكلام এর শরাহ গ্রন্থ فتح المرام থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়া আলোচ্য মাসয়ালার ইতি টানিতে চাই। উক্ত কিতাবের ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে-

صوفیا کرام نے بعض مصلحت کے پش نظر محض وسائل کے درجہ میں کپڑے کے آنچل پکڑنے کا طریقہ اختیار کیا ہے اسی اعتبار سے اسمیں کوئی حرج نہی نہے-

অর্থাৎ- সূফীয়ায়ে কেরাম বিশেষ কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে বাইয়াতের অসীলার ক্ষেতে অসীলা স্বরূপ কাপড়ের (চাঁদর বা পাগড়ীর) আঁচল ধরার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন এই দিক হইতে উহাতে কোনই দোষ নেই।

## নিয়তের মধ্যে পীরের ওসীলা দেয়া জায়েজ কিনা

ছহীহ বুখারী শরীফ ১/১/২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَهُوَ فِىْ غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِىْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ الاية- فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

**অনুবাদঃ** উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূল কারীম ﷺ নির্জনে থাকা ভাল বাসিতেন। তাই হিরা পর্বতের গুহায় নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় সেখানে ওহী অবতীর্ণ হইল। জিবরাইল ফেরেশতা আসিয়া তাহাকে বলিলেন পড়ুন, তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি কি পড়িবো অথবা আমি পড়িতে জানিনা তাহা শুনিয়া জিবরাইল তাঁহাকে বুকের সাথে চাপ দিলেন ও ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, পড়ুন তিনি বলিলেন, আমি পড়িতে জানিনা। পুনঃ তাহাকে বুকের সাথে মিলাইয়া চাপ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন ও বলিলেন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

**বর্ণিত হাদীসে অসীলার প্রমাণ পাওয়া গেল। হযরত রাসূল কারীম ﷺ কে জিবরাইল ৩ বার আলিঙ্গন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহাকে তাওয়াজ্জুহ**

ইত্তেহাদী বলা হয়। যা আল্লাহ পাকের তরফ হইতে জিবরাইলের মাধ্যমে হুযূরের কালবে পৌছিয়াছে। তদ্রূপ আল্লাহর তরফ হইতে প্রথমে হযরত রাসূল ﷺ তৎপর হযরত আলী (রাঃ) তৎপর হযরত হাসান বছরী এমনিভাবে মাশায়েখের কলব অতিক্রম করিতে করিতে মুরিদের কালবে উক্ত রহমত ও বরকত আসে। তাই ওসীলা দিতে হয়।

এইজন্যই আল্লাহর বাণী- وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ভীরু হওয়ার উদ্দেশ্যে অছীলা তালাশ কর।

وَاللّٰهُ وَلِىُّ التَّوْفِيْقِ

## জেকের করার প্রমাণ

জেকের ذکر শব্দের আভিধানিক অর্থ হল یاد کرنا دل سے یا زبان سے অর্থাৎ মনে মনে বা মুখে মুখে স্মরণ করা জেকের। এইরূপ ফারসী অভিধান "লুগাতে কোশোয়ারী" ও আরবী অভিধান مصباح اللغة কিতাবে লিখিত আছে। এখন আমরা সহজে বুঝতে পারলাম মহান আল্লাহকে যদি কেউ মনে মনে স্মরণ করে তাহাকে জেকেরকারী বলা হইবে। আবার যদি কেহ মহান আল্লাহকে একাকী বা মজলিশে মৌখিকভাবে সশব্দে স্মরণ করে তাহাকেও জেকেরকারী বলা হইবে।

ছহীহ বুখারী শরীফ ২য় খণ্ডে লিখিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ- فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ-

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন নিশ্চয়ই হযরত রাসূল মকবুল ﷺ বলিয়াছেন, মহান আল্লাহ বলিয়াছেন আমার বান্দার ধারণা মতে আমি আছি। যখন বান্দা আমার জেকের করে

আমি তখন তার সাথে থাকি। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমি তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে দলের মধ্যে স্মরণ করে আমি তাহাকে এমন দলের মধ্যে স্মরণ করি যা তাহার দলের চেয়ে উত্তম।

জেকের তিন প্রকার। বর্ণিত হাদীস শরীফে দু'প্রকার জেকেরের কথা উল্লেখ হইল। একটি হল জেকরে কালবী, অপরটি হলো জেক্‌রে লেসানী। তৃতীয় প্রকার হলো জেকরুল জাওয়ারেহ (ذكر الجوارح) অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জেকের। জেকরে লেসানী হয়েছে মৌখিক জেকর, কালবী হচ্ছে আন্তরিক জেকের, জেকরুল জাওয়ারেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জেকের।

**ব্যাখ্যাঃ-** মৌখিক জেকের হচ্ছে যথা তাসবীহ তাহলীল, তাহমীদ, তাকদীস ইত্যাদি। কলবী বা আন্তরিক জেকের হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ রাজির কথা স্মরণ করা। তার মহত্ম, সর্বোন্নত মর্যাদা এবং তার কুদরতের প্রমাণাদির ওপর চিন্তা ভাবনা করা। আলেম ও ফকীহগণের মাসয়ালা বা কোন বিষয়ের সমাধান বের করার জন্য গবেষণা করা জেক্‌রে লেসানীর অন্তর্ভুক্ত।

জেক্‌রুল জাওয়ারেহ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জেকের হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া। যেমন হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সফর করা। নামাযে উক্ত তিন প্রকার জেকের বিদ্যমান। তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, সানা ও কিরাত ইত্যাদি তা মৌখিক জেকের। অন্তরের নম্রতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এখলাছ কলবী বা অন্তরের জেকের বটে। কিয়াম, কুউদ, রুকু, সুজুদ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জেকের। একদল উলামার উক্তি হইল উক্ত তিন প্রকার জেকের নামাযে নিহিত আছে। সুতরাং আমাকে স্বতন্ত্রভাবে জেকরে লেসানী কেন করতে হবে? অপর দিকে নামাযের ঐ বৈশিষ্ট কুরআন পাকে উল্লেখ আছে- اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই নামায বিরত রাখে নির্লজ্জ ও খারাপ কাজ থেকে। সুতরাং যিনি নিয়মিত নামায পড়েন তাহার জেকের করে অযথা সময় নষ্ট করায় কোন লাভ নেই। তদুত্তরে বলছি, যদিও নামাযের মধ্যে জেকরে লেসানী জেক্‌রে কলবী ও জেকরুল জাওয়ারেহ আছে। তথাপিও মহান আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে-

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ الاية

অর্থাৎ- ওহে মুসলমানগণ! যখনই তোমরা নামায পুরা করবে তখনই তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহর জেকের কর। এখন চিন্তার বিষয় হইল নামাযান্তে জেকের করার নির্দেশ কেন দেয়া হইল। সকলে জানেন আল্লাহর বাণী হলো- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

নিশ্চয়ই মুমিনগণ রোজহাশরে লাভবান হবেন, যারা নামাযের মধ্যে বিনীত ও নম্র হয়। অথচ ইমাম হউক বা মুক্তাদী নামাযে দাঁড়াইলেই বাজে কথাবার্তা স্মরণ হয়। যার ফলে মুক্তাদী ও ইমাম নামাযের রাকয়াত ও কিরাতে ভুল করে বসে। ১ম রাকয়াতে কোন সূরা পড়িল কত রাকয়াত নামায পড়া হইল ঠিক রাখতে পারেনা। যেমন সহীহ বুখারী শরীফ ১/৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهٗ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَايَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَبَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَايَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى رواه الْبُخَارِىُّ ج١ ص٨٥ محرر

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে। নিশ্চয়ই হযরত নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন নামাযের জন্য মুয়াজ্জিন আযান দিতে থাকে শয়তান তখন বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে। তার উদ্দেশ্য হইল আযানের বাণী শুনবেনা। আযান যখন শেষ হইয়া যায় তখন শয়তান ফিরে আসে আবার যখন একামত দিতে থাকে পুনঃ পলায়ন করে। একামত শেষ হলে ফিরে আসে। লোকটির মাঝে ও তার অন্তরের মাঝে খটকা সৃষ্টি করে ও বলে তুমি অমুক বস্তু অমুক বস্তু স্মরণ কর। যার দরুন সে ঠিক করিতে পারেনা কত রাকয়াত নামায পড়া হইল, আস্তাগফিরুল্লাহ।

সকলে বর্ণিত হাদীস শরীফ হতে বুঝতে পারলেন, সমস্ত ইবাদতের মূল হলো নামায। আর ঐ নামায খুশু খুযু বিহীন হইলে আল্লাহর দরবারে

কবুল হয়না। শয়তানের কারসাজী ও ওয়াস-ওয়াসার ফলে ইমাম মুক্তাদীর কিরাতে ভুল হয় এমনকি রাকয়াতেও ভুল হয়। যার ফলে কখনও ৪ রাকয়াত নামাযে ৩ রাকয়াত ৪ রাকয়াতের মধ্যে না বসে ৫ম রাকয়াতে বসে থাকে। পেছন থেকে মুক্তাদী তাকবীর বলে ইমামকে হুশিয়ার করেন। অথচ নামায ভঙ্গ করা যাবেনা। এবং নামায ছাড়াও যাবেনা। এক নামায হইতে অন্য এক ওয়াক্তের নামায পর্যন্ত দীর্ঘ টাইম তাতে শয়তান ফাদে ফেলে গুনাহের কাজ করাইয়া জাহান্নামী বানাইবার অপচেষ্টায় রত থাকিবে। তাই দয়ালু দয়াময় মহান আল্লাহ উপরি বর্ণিত আয়াতখানি নাযিল করিয়া জেকের করা ফরয করিলেন। বলিলেন তোমরা চাই দাড়াইয়া বসিয়া ও শুয়ে আমার আল্লাহ নামের জেকের কর।

সকলে হাদীস শরীফ হইতে প্রমাণ পাইলেন আযান শুনামাত্র শয়তান পলায়ন করে আযানের পর ফিরে এসে ধোকা দিতে থাকে। শয়তান মানব দেহের কোথায় যে অবস্থান করে এ তথ্য স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকের জানা আবশ্যক।

عَنْ اَبِىْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

অর্থাৎ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ বলেছেন। মরদুদ শয়তান সর্বক্ষণ বণী আদমের কলবের উপর বসে আছে। যখন বনী আদম আল্লাহর জেকের করে ওমনি কলব হইতে সরে পড়ে। যখন জেকের হইতে গাফেল হয় তখন প্রতারণা করে।

কুরআন পাকে অনেক আয়াতে জেকের শব্দ আসছে। সব আয়াতে জেকেরের এক অর্থ নয়। কোথাও কুরআন অর্থে, কোথাও হুকুম অর্থে, কোথাও নছীহত, কোথাও বা জেকের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই প্রথমে জেকের

শব্দের উল্লেখ কুরআন পাকে যত আয়াতে আছে সে আয়াতগুলি ধারাবাহিক লিখবো। পরবর্তী পর্যায়ে উহার ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করবো।

সূরায়ে বাকারা ১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন-

فَاذْكُرُونِى اذكر كم واشكروالِى ولا تكفرون-

অর্থাৎ-তোমরা আমাকে স্মরণ (জেকের) কর। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আমার প্রদত্ত নিয়ামতের শুকুরিয়া আদায় কর। তোমরা আমার প্রদত্ত নিয়ামতের অবমাননা করিও না।

সূরায়ে আল এমরান ১৯১নং আয়াতে বর্ণিত আছে-

الذين يذكرون الله قيامًا وّقعودًا وّعلى جنوبهم- ويتفكّرون فِى خلقِ السّمٰوٰتِ وَالاَرضِ-

অর্থাৎ- যে সমস্ত ব্যক্তিগণ মহান আল্লাহকে স্মরণ করেন দাঁড়ানো বসা ও শোয়া অবস্থায় এবং আসমান ও যমীনের বিষয়ে গবেষণা করেন।

সূরায়ে নিসা ১০নং আয়াতে আল্লাহ পাক ফরমান-

فَاِذَا قضيتم الصّلوٰة فاذكروا اللّٰه قِيامًا وّقعودًا وّعلى جنوبِكُم -

অর্থাৎ- যখন তোমরা নামায আদায় করবে তখন আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিবে দাঁড়াইয়া বসিয়া ও শয়ন করিয়া।

সূরায়ে মায়েদা ৯১নং আয়াতে আছে-

اِنّمَا يرِيدُ الشّيطٰن اَن يّوقِع بينكم العَداوَة والبغضاء فِى الخمرِ والميسرِ وَيصُدّكُم ذِكرَ اللّٰهِ وعَنِ الصّلوٰةِ-

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই শয়তান চায় তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করিতে মদপানের মধ্যে। তোমাদিগকে বিরত রাখতে আল্লাহর জেকের ও নামায হইতে। সূরায়ে আ'রাফ ২০৫ নং আয়াতে আছে-

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِا لْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ-

অর্থাৎ- তুমি তোমার প্রভুকে অন্তরে ও মনে বিনয় ও ভীতির সহিত জেকের কর সকাল সন্ধ্যায় বা পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে অল্প আওয়াজে।

সূরায়ে আনফাল ২ নং আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

অর্থাৎ- মুমিন তাহারাই যারা আল্লাহর স্মরণ হওয়া মাত্র তাহাদের অন্তর কাঁপিয়া উঠে, আয়াত পাঠ করিলে ঈমান বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়। সূরায়ে ত্বোয়াহা ১২৪ নং আয়াতে আছে-

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আমার জেকের করেনা এ ব্যক্তির জীবন যাপন করা অতি কষ্ট সাধ্য হইবে এবং রোজ কিয়ামতে তাহাকে অন্ধ করিয়া উঠাইবো।

সূরায়ে ত্বোয়াহা ১৪নং আয়াতে এরশাদ হচ্ছে- وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

অর্থাৎ- আমার স্মরণে নামায কায়েম কর।

সূরায়ে নূর ৩৭নং আয়াতে উল্লেখ আছে-

رِجَالٌ لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ-

অর্থাৎ-এমন কতকগুলো লোক আছে যাহাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও বেচাকেনা, আল্লাহ পাকের জেকের, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান হইতে গাফিল করেনা। সূরায়ে আহযাব ৪১নং আয়াতে উল্লেখ আছে-

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ-

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের জেকের মহান। অন্য আয়াতে আছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَّسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّاَصِيلًا-

অর্থাৎ- ওহে ঈমানদারগণ! মহান আল্লাহর বেশী বেশী জেকের কর। সকাল ও সন্ধ্যায় তাহার তাসবীহ পাঠ কর।

সূরায়ে যুমার ২১ ও ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.....

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ- ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ-

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই উল্লেখিত ঘটনায় জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ নিহিত। মহান আল্লাহর জেকের হইতে যাহাদের হৃদয় শক্ত ও কঠোর হইয়াছে। তাহাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেন, তাহাদের চামড়ার উপর লোমগুলি ভয়ে খাড়া হইয়া যায়। অতঃপর তাহাদের শরীরের চামড়া গুলি নরম হইয়া যায় ও অন্তরগুলি আল্লাহর জেকেরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সূরায়ে যুখরুফ ৩৬ নং আয়াতে উল্লেখ আছে-

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِينٌ-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রহমান অর্থাৎ আল্লাহ মেহেরবানের জেকের হইতে বিরত থাকে আমি ঐ ব্যক্তির জন্য শয়তানকে কয়েদ (আবদ্ধ) করিয়া দেই। যার ফলে শয়তান তার জীবনের সাথী হইয়া যায়।

সূরায়ে হাদীদ ১৬ নং আয়াতে আছে-

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ-

অর্থাৎ- মহান আল্লাহর জেকের ও সত্য যা অবতীর্ণ হয়েছে, সেই জন্য মুমিনদের অন্তর ভীত হওয়ার সময় কি নিকটবর্তী হয়নি?

সূরায়ে জুময়া ১০ নং আয়াতে আছে-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

অর্থাৎ- যখন নামায সম্পন্ন করা হইবে তখন তোমরা যমীনে বিচরণ কর রিযিক অন্বেষণ কর। আল্লাহ আল্লাহ জেকের বেশী কর। নিশ্চয়ই তোমরা কৃতকার্য হইবে। সূরায়ে মুযযাম্মিল ৮নং আয়াতে আছে-

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا-

অর্থাৎ- আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাহাতে মগ্ন হোন। সূরায়ে মুনাফিকুন ৮ নং আয়াতে আছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ-

অর্থাৎ- ওহে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে মাল ও আওলাদ যেন আল্লাহর জেকের হইতে গাফিল না করে।

সূরায়ে মুজাদালা ১৯ নং আয়াতে আছে-

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ-

অর্থাৎ- শয়তান তাহাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতঃ তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার জেকের ভুলাইয়া দিয়াছে। তাহারা হইল শয়তানের দল। সাবধান! শয়তানের দল নিঃসন্দেহে বিপর্যয়ের অধিকারী।

সূরায়ে জ্বিন ১৭ নং আয়াতে আছে-

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি তার প্রভুর জেকের (স্মরণ) থেকে বিরত থাকবে, তজ্জন্য প্রভু তাহাকে উর্ধ্বে আরোহণের শাস্তি দিবে।

সূরায়ে আ'লা ১৫ নং আয়াতে আছে--وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

অর্থাৎ- আর সে তার প্রভুর নাম জেকের করিয়া নামায পড়িল।

## ইজতেমায়ী জেকের করার প্রমাণ

মহান আল্লাহর নির্দেশ -

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ- فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ-

**অনুবাদঃ** তোমরা যখন নামাযের কাজ সম্পন্ন কর তখন তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ কর।

সকলে জানেন, নামায আদায় করার নিয়ম হলো বিনা ওজরে জামায়াতের সাথে নামায পড়া। যদিও ইমামদের মধ্যে জামায়াতে নামায পড়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে। যেমন কোন ইমামের মতে জামায়াতে নামায পড়া ফরয। কারো মতে, ফরযে কিফায়া, কারো মতে ওয়াজিব, কারো মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এমনকি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যেসব পুরুষ বিনা ওজরে জামায়াতে হাজির হতেন না। হুযূর আকরাম ﷺ বলেছেন, যদি ঐসব ঘরে নারী ও নাবালক ছেলে পেলে না থাকত; আমি এসব ঘর অগ্নি দ্বারা পুড়ে দিতাম। যাহউক, জামায়াত হতে ফারেগ হওয়ার পর সকলে মিলে ইজতেমায়ী জেকের মুস্তাহাব।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ اِلَّا وَجْهَهٗ اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ . اَخْرَجَهٗ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالطَّبْرَانِىُّ -

অর্থাৎ-হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে পাক ﷺ এরশাদ করেন-মুসলমানদের যে দল একত্রিত হয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর জেকের করবে তাদের সম্পর্কে আসমান থেকে একজন আহবানকারী এ মর্মে ঘোষণা করতে থাকেন, তোমরা হে জেকেরকারী দল! ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় এখান হতে দাঁড়িয়ে যাও, যেহেতু আমি তোমাদের কৃত অপরাধ গুলো নেকীতে রূপান্তরিত করে দিলাম।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِىْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ مَا رَاَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَّاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَّاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا قَالَ فَيَقُوْلُ فَمَا يَسْاَلُوْنِىْ قَالُوْا يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَّاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَّاَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ فَهَلْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُوْلُ فَاُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

অর্থাৎ- হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে পাক ﷺ এরশাদ করেন-মহান আল্লাহর নিযুক্ত একদল ফেরেশতা আছেন যারা জেকেরকারীদের সন্ধানে জমীনের রাস্তা সমূহে ঘুরাফেরা করেন। যখনই তারা কোন মানবদলকে মহান আল্লাহর জেকের করতে দেখতে পান তখন তারা একে অপরকে আহবান করতঃ বলতে থাকেন, জলদি এসো তোমাদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দিকে। হযরত রাসূলে পাক ﷺ বলেন- অতঃপর ফেরেশতাগণ তাদের বাহু দ্বারা

জেকেরকারী বান্দাদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেন। এভাবে তারা একজনের উপর আরেকজন দাঁড়িয়ে প্রথম আসমান পর্যন্ত উঠে যান। হুজুর ﷺ বলেন- অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তার বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন- আমার বান্দাগণ কি বলে? হুজুর ﷺ বলেন- তখন ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, তারা আপনার পবিত্রতা, মহত্ব, প্রশংসা ও বুজুর্গী বর্ণনা করতেছে।

হুজুর ﷺ বলেন- তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? হুজুর ﷺ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, না। আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে কখনো দেখেনি। হুজুর ﷺ বলেন- তখন আল্লাহপাক বলেন, যদি তারা আমাকে দেখতে পেতো তাহলে তাদের অবস্থা কি রকম হতো? হুজুর ﷺ বলেন- তখন ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, যদি আপনাকে দেখতে পেতো তাহলে তারা আপনার ইবাদত বন্দেগী এবং তাসবীহ অধিক পরিমাণে করতো। হুজুর ﷺ বলেন- তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কি চায়? হুজুর ﷺ বলেন- তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তারা আপনার নিকট বেহেশতের প্রার্থনা করে। হুজুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কি বেহেশত দেখেছে? উত্তরে ফেরেশতাগণ বলেন, না, কসম আল্লাহর! তারা কখনো বেহেশত দেখেনি। হুজুর ﷺবলেন, তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা উহা দেখতে পেতো তাহলে তাদের অবস্থা কি রকম হতো? হুজুর ﷺ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, যদি তারা বেহেশত দেখতে পেতো তাহলে তারা উহার প্রতি বিরাট লোভী, বিরাট সন্ধানী ও চরম আগ্রহী হতো। হুজুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেন, তারা কি বস্তু থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে? হুজুর ﷺ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তারা

আপনার নিকট দোযখ থেকে মুক্তি চায়। হুজুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেন, তারা কি কখনো দোযখ দেখেছে? হুজুর ﷺ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন না। আল্লাহর কসম! তারা কখনো দোযখ দেখেনি। হুজুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেন, তারা যদি দোযখ দেখতে পেতো তাহলে তাদের অবস্থা কি রকম হতো? হুজুর ﷺ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, যদি তারা দোযখ স্বচক্ষে দেখতো তাহলে তীব্রভাবে তারা উহা হতে পলায়ন করতো এবং ভীষণভাবে তারা উহাকে ভয় করতো। (যেহেতু দোযখ হলো আল্লাহর ক্রোধ এবং শাস্তির বস্তু)। হুজুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, হে ফেরেশতাগণ! আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখতেছি এ কথার উপর যে, আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। হুজুর ﷺ বলেন, তখন তাদের (ফেরেশতাদের) মধ্য হতে একজন ফেরেশতা বলেন, ঐ সব বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দা রয়েছে যে মূলতঃ তাদের পর্যায়ভুক্ত নয়- অর্থাৎ সে ওখানে জিকরের উদ্দেশ্যে বসেনি। সে কেবল তার অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছে। সে-ও কি ক্ষমা পাবে? হুজুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ পাক বলেন, জেকেরের বৈঠকে উপবিষ্ট ঐ সব বান্দা এমন যাদের কেহই নৈরাশ হতে পারে না। (বরং তাদের সকলেই ঘোষিত মর্যাদার অধিকারী হবে এটাই মহান আল্লাহর সুন্নত।) বুখারী শরীফ। উল্লেখিত হাদীস খানি মুসলিম শরীফে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضَلًا يَبْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِاَجْنِحَتِهِمْ حَتّٰى يَمْلَأُوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا اِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْئَلُهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْ اَيْنَ جِئْتُمْ

فيقولون جئنا من عند عبادك فى الارض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسئلونك قال وماذا يسألونى قالوا يسئلونك جنتك قال وهل راوا جنتى قالوا لا اى رب قال وكيف لورأوا جنتى قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونى قالوا من نارك قال وهل راوانارى قالوا لا قال فكيف لورأوا نارى قالوا يستغفرونك قال فيقول قدغفرت لهم فاعطيتهم ماسألوا واجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء وانما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لايشقى بهم جليسهم .

অর্থাৎ- হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে পাক ﷺ এরশাদ করেন- নিশ্চয় মহান আল্লাহর ভ্রমনকারী বহু অতিরিক্ত (রিজার্ভ) ফেরেশতা রয়েছেন যারা সর্বদা মানুষের জিকরের মজলিস অনুসন্ধান করেন। তাই,যদি তারা কোন জেকেরের মজলিস পান অমনি তারা তাদের সাথে বসে যান। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, তারা ঐ মজলিসের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে বাহু দ্বারা একে অপরকে ঘিরে ফেলে। এমনকি জমীন থেকে প্রথম আসমান পর্যন্ত মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে লয়। অতঃপর যখন জেকেরকারী বান্দাগণ জেকেরের মজলিসের কাজ হতে ফারেগ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন ফেরেশতাগণ প্রথম আসমানে উঠে যান। হুজুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালরূপেই অবগত আছেন- তোমরা কোত্থেকে এসেছ? তখন তারা উত্তর দেন, আমরা আপনার জমীনবাসী বান্দাদের নিকট থেকে এসেছি যারা আপনার তসবীহ, তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ ও দোয়া পাঠ করছে। হুজুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার নিকট কি চায়? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তারা আপনার বেহেশত চায়। তখন আল্লাহ পাক বলেন, তারা কি আমার

বেহেশত দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে প্রভু! তারা আপনার জান্নাত দেখেনি। তখন আল্লাহ পাক বলেন, যদি তারা আমার জান্নাত দেখতে পেতো তাহলে তাদের কি অবস্থা হতো? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তারা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেন, তারা কি বস্তু থেকে আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ জবাব দেন, তারা আপনার দোযখ থেকে মুক্তি চায়। আল্লাহ পাক বলেন, তারা যদি আমার দোযখ দেখতে পেতো তাহলে তাদের অবস্থা কি হতো? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তারা আপনার নিকট ক্ষমা চায়। আল্লাহ পাক বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তারা যা কিছু প্রার্থনা করছে আমি সেই সব বস্তু তাদেরকে দান করলাম। আর যে বস্তু থেকে তারা মুক্তি চায় আমি তাদেরকে উহা হতে মুক্তি দিলাম। হুজুর ﷺ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে প্রভু! তাদের মধ্যে অমুক বান্দা খুবই গুনাহগার। সে মূলতঃ ওখান দিয়ে অতিক্রম করতে ছিল, তাই পথের টানে সে তাদের সাথে বসে গিয়েছিল। তাকেও কি ক্ষমা করে দিলেন? হুজুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ পাক বলেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। কেননা তারা এমন মহৎ মজলিসের সদস্য যাদের কারণে তাদের কোন সাথী নৈরাশ হতে পারেনা।

(মুসলিম শরীফ, মেশকাত-১৯৭)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ اَقْعُدَ مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتِقَ اَرْبَعَةً مِّنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

অর্থাৎ- হযরত রাসূলে পাক ﷺ বলেন, পুরুষের যে দলটি ফজরের নামায বাদ সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল হয় তাদের সাথে আমার উপবেশন করা ইসমাইলী বংশের চারজন দাস আজাদ করার চাইতে অধিক পছন্দনীয়। (আবু দাউদ শরীফ)

عَنِ ابْنِ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ

مَجْلِسًا لَّمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ فِيْهِ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً - فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ - رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

অর্থাৎ- যে সব লোক মজলিসে বসে আল্লাহ পাককে স্মরণ করলোনা এবং তাদের নবীর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলোনা এ ধরনের মজলিস তাদের জন্য অমংগলের কারণ হবে। সুতরাং আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَّقُوْمُوْنَ مِنْ مَّجْلِسٍ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهِ اِلَّا قَامُوْا عَنْ مِّثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَّكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالطَّبْرَانِيُّ

অর্থাৎ- হযরত রাসূলে পাক ﷺ বলেন, যারা কোন মজলিস অনুষ্ঠিত করে তথায় আল্লাহর জিকর না করে সেখান হতে উঠে গেল তারা ঐ সব লোকের ন্যায়, যারা মৃত গাধার লাশের নিকট হতে চলে যায়। বস্তুতঃ এ ধরনের জিকরবিহীন মজলিস তাদের জন্য পরকালে পরিতাপের বিষয় হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ -

**অর্থাৎ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) উভয় এ কথার স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন- আমরা হযরত রাসূলে পাক ﷺ কে বলতে শুনেছি, পুরুষের যে দল আল্লাহ পাকের জেকেরে মশগুল হয় ফেরেশতাগণ তাদেরকে সর্বদিক হতে বেষ্টন করে ফেলেন। আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, প্রশান্তি তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং মহান আল্লাহ তাদের কথা স্বীয় মজলিসে গৌরবের সাথে আলোচনা করে থাকেন।**

উপসংহারে উল্লেখিত আলোচনায় ইজতেমায়ী জেকেরের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে যেসব দলীল পেশ করা হলো তা যে কোন মুসলমানের জন্য যথেষ্ট।

আমরা আশা করি, তরীকতপন্থী ভাইয়েরা সকাল সন্ধ্যায় যথারীতি হালকায়ে জেকেরর ব্যবস্থা করতঃ মহান আল্লাহর অশেষ নিয়ামত ও রহমত লাভে ধন্য হবেন। যারা হালকায়ে জেকেরের বিরোধী তারা ফাছেক এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও রহমত হতে বঞ্চিত। এসব লোকের সোহবত হতে দূরে থাকা সকলের প্রতি ঈমানী দায়িত্ব।

## সর্বদা আল্লাহর জেকের করার হুকুম

পবিত্র কোরআনে সূরা আরাফের ২০৫ নং আয়াতের তাফসীরে আছে-

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ اَىْ سِرًّا تَضَرُّعًا تَذَلُّلًا وَخِيْفَةً خَوْفًا مِّنْهُ وَفَوْقَ السِّرِّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اَىْ قَصْدًا بَيْنَهُمَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ اَوَائِلِ النَّهَارِ وَاَوَاخِرِهِ وَلَاتَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ- كَذَا فِىْ تَفْسِيْرِ الْجَلَالَيْنِ- ص١٤٧ وما قوم

অর্থাৎ- স্মরণ কর তোমার প্রভুকে স্বীয় অন্তরে সকাতরে ও ভয়ভীতির সাথে মধ্যম আওয়াজে, একেবারে চুপেও নয় এবং উচ্চ স্বরেও নয় দিনের প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে এবং আল্লাহর জেকের হইতে যারা বিরত থাকে তাহাদের মধ্যে তুমি পরিগণিত হইও না। জামেউল উসূল কিতাবে লিখিত আছে-

اِعْلَمْ اَنَّ الذِّكْرَ هُوَ الْعُمْدَةُ فِىْ هٰذَا الطَّرِيْقِ فَلَا يَصِلُ اَحَدٌ اِلَى اللّٰهِ اِلَّا بِدَوَامِ ذِكْرِهٖ وَهُوَ مَاْمُوْرٌ بِهٖ وَثَابِتٌ بِالْاَدِلَّةِ الْكَثِيْرَةِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا- وَقَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاابْنَ اٰدَمَ اِذَا ذَكَرْتَنِىْ شَكَرْتَنِىْ وَاِذَا نَسِيْتَنِىْ كَفَرْتَنِىْ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ خَيْرُ الْاَعْمَالِ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى(وَقَالَ) لِكُلِّ شَىْءٍ صِقَالَةٌ وَّصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ -

ايضا فيه انه(اى الذكر) غير موقت بل العبد مامور به فى كل وقت باللسان او بالقلب اما فرضا او ندبا- قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم- وقال السرى مكتوب فى بعض الكتب المنزلة اذا كان الغالب على عبد ذكرى عشقنى وعشقته-

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করার জন্য একমাত্র জেকেরই নির্ভরযোগ্য পন্থা। জেক্‌রে দাওয়াম ব্যতীত কেহই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হইবেনা। কেননা এইরূপ জেক্‌রে দাওয়াম অভ্যাস করার আদেশ বহু সংখ্যক দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে অত্যাধিক স্মরণ কর এবং ছোবহে-শাম তদীয় গুণকীর্তন কর।

হযরত ﷺ বলিয়াছেন- "আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, হে আদম সন্তান! আমাকে স্মরণ করাই তোমার কৃতজ্ঞতা এবং আমাকে ভুলিয়া যাওয়াই আমার প্রতি তোমার অকৃজ্ঞতা। হযরত ﷺ বলিয়াছেন, "আল্লাহকে স্মরণ করা যাবতীয় আমল হইতে শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক বস্তু পরিস্কারের যন্ত্র আছে, অন্তর পরিস্কার করার জন্য যন্ত্র হইল আল্লাহ তায়ালার জেকের। উক্ত কিতাবে আরো আছে, জেকের করার জন্য কোন নির্ধারিত সময় নাই বরং ফরজ ও মোস্তাহাব নির্বিশেষে মনে মুখে দিবা রাত্রিই জেকের করিবার আদেশ রহিয়াছে।" কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে, জ্ঞানী তাহারাই যাহারা উঠিতে, বসিতে ও শয়নে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে।

উক্ত কিতাবে আরও আছে,- ছররি হইতে কোশয়ারি বর্ণনা করিতেছেন যে, কোন কোন আছমানী কিতাবে উল্লিখিত আছে-" যখন আমার বান্দা আমাকে অধিক স্মরণ করে, তখন সে আমার আশেক হয়ে যায়, আর আমি তাহাকে অধিক ভালবাসি।" সূরা আরাফের শেষ রুকুতে আছে-

اذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولاتكن من الغافلين-

অর্থাৎ- তোমার প্রতিপালককে সভয়ে, সকাতরে, মৃদু স্বরে ছোবহে শাম অন্তরে অন্তরে স্মরণ কর এবং তুমি উহা হইতে অন্য মনস্ক হইওনা।

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কবীরের ৪র্থ খণ্ডে লিখিত আছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ ذَكَرَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَالْمُرَادُ مداومة الذكرو والمواظبة عليه بقدر الامكان-

অর্থাৎ- উক্ত আয়াতের মধ্যে ছোবহে শাম জেকের করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার মর্ম দিবা রাত্রি আল্লাহর জেকের করা এবং সাধ্যানুযায়ী উহার অভ্যাস করা। তাফসীরে রূহুল বয়ানেও এইরূপ লিখিত আছে।

তাফসীরে কবিরে আরও আছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عنه انه قَالَ فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ لَوْ حَصَلَ لِابْنِ اٰدَمَ حَالَةٌ رَابِعَةٌ سِوٰى هٰذِهِ الْاَحْوَالِ لَاَمَرَ اللّٰهُ بِالذِّكْرِ عِنْدَهَا وَالْمُرَادُ مِنْهُ انه تَعَالٰى اَمَرَ بِالذِّكْرِ عَلَى الدَّوَامِ-

অর্থাৎ- হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শয়ন এই তিন অবস্থা ব্যতীত মানুষের যদি অন্য কোন চতুর্থ অবস্থা থাকিত, সে অবস্থায়ও আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জেকের করিতে আদেশ করিতেন। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষ যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, উঠা বসা ও শয়নে সকল সময়েই খোদার জেকের করিতে হইবে।

উক্ত তাফসীরে কবিরের দ্বিতীয় খন্ডে উল্লেখ আছে-

اَنْ يَّكُوْنَ الْمُرَادُ كَوْنُ الْاِنْسَانِ دَائِمَ الذِّكْرِ فَالْاَحْوَالُ لَيْسَ اِلَّا هٰذِهِ الثَّلَاثَةُ -

অর্থাৎ- উক্ত আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তাহার প্রতিপালককে অবিরাম স্মরণ করিবে। কেননা, যে তিন অবস্থার কথা কুরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে, উহা ব্যতীত মানুষের অন্য কোন চতুর্থ অবস্থা নাই। উক্ত তাফসীরে وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ (তোমরা কদাচ অন্য মনস্ক হইওনা)।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে-

يدلُّ على انَّ الذِّكْرَ القلبيَّ يجبُ انْ يكونَ دائمًا وانْ لا يغفل الانسان لحظة واحدة عَنِ اسْتِحْضَارِ جَلَالِ اللّٰهِ وَكِبْرِيَائِهِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْقُوَّةِ الْاِنْسَانِيَّةِ -

অর্থাৎ- উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, মানুষের যথাসাধ্য শক্তি সামর্থ অনুযায়ী মহান প্রতিপালকের মহিমা ও গৌরব প্রতি মুহূর্তে স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিবে; এবং এক মুহূর্তের জন্যও যেন বিস্মৃত না হয়। উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল মায়ানীর ৯ম খণ্ডে লিখিত আছে-

يَعْنِى اذْكُرْهُ ذِكْرًا فِى نَفْسِكَ وَذِكْرًا بِلِسَانِكَ- اَيْضًا فِيْهِ لَيْسَ الْمُرَادُ التَّخْصِيْصَ بَلْ دَوَامُ الذِّكْرِ وَاتِّصَالُهُ اَىْ اذْكُرْ كُلَّ وَقْتٍ-(پاس انفاس)

অর্থাৎ- খোদাতায়ালাকে অন্তরে ও মুখে প্রাণপণে স্মরণ কর। জেকেরের জন্য কোন সময় বিশেষ নাই। বরং অহর্নিশ আল্লাহ তায়ালাকে জেকের করা এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যই উক্ত আয়াতে প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ সদাসর্বদা তথা প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে তাঁহাকে স্মরণ কর। (পাছে-আনফাছ)

## সর্বদা জেকেরের অর্থ নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জেকের করা (পাছে আনফাছ)

اذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين -

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খোলাছায় লিখিয়াছেন-

كه مراد ذكر سے قلبى اور پاس انفاس دوامى هے-

অর্থাৎ- জেকের দ্বারা দিবারাত্রি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে এবং অন্তরে অন্তরে সর্বদা আল্লাহর জেকের করা বুঝাইতেছে।

# আল্লাহ আল্লাহ জেকের ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

## জেকের করার প্রমাণ

উপরে বর্ণিত আলোচনায় জেকের শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আমরা সাধারণ জেকের বলিতে যা বুঝি, 'আল্লাহ' , 'আল্লাহ' জেকের করা। এর অনুকুলে প্রথমতঃ আল্লাহ, আল্লাহ জেকের সম্পর্কে কুরআন পাক হইতে দলীল পেশ করতেছি। যথা- সূরায়ে ال عمران ১৯১নং আয়াতে আছে-

الَّذِين يذكرون اللّٰه قِيامًا وَّقعودا وَّعلٰى جنوبِهِم- الاية

অর্থাৎ- যাহারা জ্ঞানী তাঁহারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করেন।

সূরা নিসা-১০২ নং আয়াতে আছে-

فَاذَا قَضَيتُم الصَّلٰوةَ فَاذكروا اللّٰه قِيامًا وَّقعودا وَّعلٰى جنوبِكم-

অর্থাৎ- যখন তোমরা নামায সম্পন্ন করিবে তখন তোমরা দাঁড়ানো বসা ও শোয়া এই তিন অবস্থায় আল্লাহ, আল্লাহ জেকের কর।

সূরায়ে নূর-৩৭ আয়াত দ্রষ্টব্য যথা-

رِجَالٌ لَّاتلهِيهِم تِجارة وَّلا بيع عن ذِكرِ اللّٰه وَاقامِ الصَّلٰوةِ وَايتاءِ الزَّكٰوةِ-

অর্থাৎ-মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এমন যে, তাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনের কার্যক্রম আল্লাহ পাকের জেকের, নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত করতে পারেনা।

সূরায়ে আনফাল ২নং আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

اِنَّما المؤمِنون الَّذِين اِذاذكِر اللّٰه وجِلت قلوبهم-

অর্থাৎ- ঐসব বান্দাগণই কামিল মুমিন যাহাদের নিকট আল্লাহর কথা উচ্চারিত হইলে তাহাদের দিল কাঁপিয়া উঠে।

সূরায়ে আনকাবুত ৪৫নং আয়াতে আছে-

وَلَذِكر اللّٰه اكبر-

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের জেকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান।

সূরায়ে আহযাব ৪১নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا-

অর্থাৎ- ওহে মুমিনগণ! 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' জেকের বেশী কর।

সূরায়ে জুময়া ১০নং আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন -

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

অর্থাৎ- তোমরা 'আল্লাহ' তা'য়ালার জেকের বেশী কর। নিশ্চয়ই তোমরা কৃতকার্য হবে। সূরা বনী ইসরাঈলের ১১০ নম্বর আয়াতে বলেন-

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى-

অর্থাৎ- হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, তোমরা আল্লাহ কে ডাক অথবা রাহমানকে ডাক, পার্থিব জীবনের দিনগুলিতে তোমরা তাহাকে ডাক। তাঁহার জন্য রহিয়াছে সুন্দর নাম। সূরায়ে মুনাফিকুন ৮নং আয়াতে আছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ-

অর্থাৎ- ওহে মুমিনগণ! তোমাদিগকে সম্পদ ও আওলাদ যেন আল্লাহ জেকের হইতে বিরত না রাখে। যারা সম্পদ ও আওলাদের কারণে আল্লাহ জেকের হইতে বিরত থাকে, তারা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

আসুন! এবার হাদীছ শরীফ হইতে 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' জেকেরের প্রমাণ সংগ্রহ করি।

যথা- মুসলিম শরীফ ২/৩৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ ج١ ص ٣٤-

অর্থাৎ- হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত নবী পাক ﷺ বলিয়াছেন, যে সব পুরুষ সম্মিলিত ভাবে আল্লাহ পাকের জেকেরে বসে যায় তাহাদিগকে ফেরেশতাগণ চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করে ফেলেন। আল্লাহ পাকের রহমত তাহাদিগকে ঘিরে ফেলে, তাহাদের ওপর ছাকীনা তথা অনুপম প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ পাক তাহাদের সুখ্যাতি তাহার নিকটস্থ ফেরেশতাদের মধ্যে আলোচনা করেন। সুবহানাল্লাহ!

ছহীহ বুখারী শরীফ হইতে মিশকাত ১৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ- والمشكوة- ص ١٩٩

অর্থাৎ- হযরত আব্বাসের পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, শয়তান আদম সন্তানের কলবের উপর ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। যখন সে আল্লাহ পাকের জেকের করে, তখনই কলব হইতে সরে পড়ে। আর যখন আল্লাহ পাকের জেকের হইতে গাফিল হয়, তখন শয়তান কলবে বসিয়া ওছওয়াছা বা ধোকা দিতে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ)

মুসলিম শরীফ ২য় খন্ডে ও মিশকাত শরীফ ৪৮০ পৃষ্ঠায় আছে -

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اللّٰهُ اللّٰهُ. وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى اَحَدٍ يَّقُوْلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمِشْكٰوة ص ٤٨٠

অর্থাৎ- হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূল কারীম ﷺ বলিয়াছেন, কিয়ামত ঐ সময়ই সংঘটিত হইবে যখন যমীনে আল্লাহ,আল্লাহ বলা হইবেনা। অন্য বর্ণনায় আছে, কিয়ামত কাহারও উপর কায়েম হইবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত সে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলিতে থাকিবে।

ছহীহ বুখারী শরীফ ১/৮ পৃষ্ঠায় আছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ- وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ- رواه البخارى- ج ١ ص ٨

অর্থাৎ- হযরত ওমর (রাঃ) এর পুত্র আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল মকবুল ﷺ এরশাদ করিয়াছেন- আমি আল্লাহর তরফ হইতে মানুষের সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি; যতক্ষণ না তারা ঘোষণা করিবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" নামায কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে। যখন এ কাজগুলি তাহারা করিবে তখন আমার হাত হইতে তাহাদের জান ও মাল রক্ষা পাইবে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে যেমন কতল, চুরি ও যেনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাহাকে মাফ করা হইবে না। আর যদি অন্তরে বিশ্বাস না করিয়া কেবল মৌখিকভাবে ঐসব কাজের স্বীকারোক্তি করে তাহা হইলে উহার বিচার রোজ কিয়ামতে আল্লাহর যিম্মায়।

বর্ণিত হাদীছ শরীফ হইতে প্রমাণিত হইল, নামায, যাকাত ও যাবতীয় শরয়ী হুকুম আদায় করা নির্ভর করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ উচ্চারণ করার উপর। ছহীহ বুখারী শরীফ ১/১৬৫ পৃষ্ঠায় আছে-

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْكَمَا قَالَ-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তির শেষ কালাম বা কথা হইবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু কালে মুখে থাকিবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অন্য কোন বাণী নয়, তাহা হইলে সেই লোক বেহেশতী হইবে। আবুদাউদ শরীফে আছে -

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ- اَىْ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ كَمَا قَالَ الطِّيْبِىُّ اَىْ مَنْ قَرُبَ مِنْكُمُ الْمَوْتُ كَانَ مَيِّتًا بِاعْتِبَارِ مَايَؤُوْلُ اِلَيْهِ مَجَازًا-

অর্থাৎ- হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূল মকবুল ﷺ বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের যেই সমস্ত ব্যক্তিগণ মউতের শয্যায় শায়িত, তাহাদিগকে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন ও তা'লীম দাও।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ- رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ ج ١ ص ٤٤٤

অর্থাৎ-হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম ﷺ বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তির আখেরী কালাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইবে সেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আবু দাউদ- ১/১৪৪ পৃষ্ঠা

ইবনে মাজা শরীফ ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ وسلّم افضل الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَافْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-

অর্থাৎ- হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূল মকবুল ﷺ বলিয়াছেন, অতি উত্তম জেকের لا اله الا الله এবং অতি উত্তম দোয়া আলহামদুলিল্লাহ।

মুসলিম শরীফ ২/৩৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ وسلّم استيقظ مِن نومِهٖ وهو يقول لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ رَدْمُ يَاجُوْجَ قَبْلَ هٰذَا-

অর্থাৎ- হযরত জয়নাব বিনতে জাহাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদা হযরত রাসূলে করীম ﷺ ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আরবীয়দের জন্য দুর্ভাগ্য। যেহেতু ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর খুলিয়া যাওয়ার নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূল ﷺ ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া কিছু করার পূর্বে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিতেন।

ছহীহ বুখারী শরীফ, ছহীহ মুসলিম শরীফ, আবুদাউদ শরীফ, তিরমিজী ও ইবনে মাজা শরীফের হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে। এই কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কলেমা এবং মৃত্যুর কালেও এ কলেমা পাঠ করা ফরজ। ইহা ব্যতীত সব সময় এই কলেমার জেকের ও খেয়াল রাখা ফরজ। তাই, মহান আল্লাহ কুরআন পাকে বলেন, যদি কোন মানুষ বিজাতী কাফির মুশরিকের হাতে ধরা পড়ে, কলেমা কুফর পড়ার জন্য বাধ্য করে তাহা হইলে জান প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে কলেমা কুফর উচ্চারণ করিবে। কিন্তু অন্তরে এই কলেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অটল রাখিবে। এরশাদ হইয়াছে-

اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ-

অর্থাৎ- এই কলেমার স্বীকারোক্তি ও বিশ্বাসই হইল ঈমানের মূল। তবে কাওকে কলেমায় কুফর উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা হইলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ঐ অবস্থায় অন্তরের ঈমানের উপর অবিচল থাকিতে হইবে।

## জেকের না করিলে শয়তান জয়ী হয়

কুরআন শরীফে সূরা যখরুফ ৩৬ নং আয়াতে আছে-

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ-

**অর্থঃ** এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর জেকের হইতে বিরত থাকে, তাহার উপর আমি শয়তানকে প্রভাবান্বিত করিয়া দেই। সুতরাং সে তাহার সঙ্গী হয়।

উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ানে আছে-

هر كه چشم پوشد ازقران ويا ازياد كردن خداى لفرط اشتغاله بزهرة الحياة الدنيا وان هماله فى الحظوظ والشهوات الفانية-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি পৃথিবীর সুখ সম্পদ এবং অস্থায়ী পার্থিব লোভ লালসায় নিমগ্ন হইয়া কুরআন শরীফ বা আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হইতে ফিরিয়া থাকে, তাহার উপর আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে বিজয়ী করিয়া দেন।

## হামেশা জেকের করিলে শয়তান জয়ী হইতে পারে না

তাফসীরে রূহুল বয়ানে ৩য় খন্ডে আরোও আছে-

فِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ مَنْ دَاوَمَ عَلٰى ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ بِحَالٍ قَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ نَسِىَ اللّٰهَ وَتَرَكَ مُرَاقَبَتَهُ وَلَمْ يَسْتَحِ مِنْهُ اَوَاقْبَلَ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ حُظُوْظِ نَفْسِهٖ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهٗ شَيْطَانًا يُّوَسْوِسُ لَهٗ فِىْ جَمِيْعِ اَنْفَاسِهٖ وَيَعْرِىْ نَفْسَهٗ اِلٰى طَلَبِ هَوَاهَا حَتّٰى يَسْلُطَ عَلٰى عَقْلِهٖ وَعِلْمِهٖ وَبَيَانِهٖ ·

অর্থাৎ- উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহর স্মরণে নিযুক্ত থাকে শয়তান কখনও তাহার নিকটবর্তী হইতে পারে না। তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলিয়া যায় এবং মোরাকাবা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ পাক সম্পর্কে লজ্জাবোধ করেনা, আর নফসের অবৈধ কোন চাহিদা পূরণে উদ্যোগী হয়, তাহার উপর আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে জয়ী করিয়া দিবেন। শয়তান প্রত্যেক মুহূর্তে তাহাকে পাপের দিকে ধাবিত করিবে এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও কথাবার্তার উপর তাহাকে প্রভুত্ব প্রদান করিবেন।

অতএব, উল্লিখিত ফতোয়া, প্রসিদ্ধ ফকিহগণের রেওয়ায়েত, হযরত ﷺ এর পবিত্র হাদীস এবং কুরআন মজীদের পবিত্র আয়াত ও বিখ্যাত তাফসীরাদির অখণ্ডনীয় প্রমাণের অনুকুলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইলমে তাসাউফ আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা অপরিহার্য কর্তব্য বা ফরজে আইন। আর উক্ত তাসাউফ কামেল পীরে মুর্শিদের সোহবত ও খেদমত ব্যতীত যথার্থরূপে শিক্ষা করা সম্ভব নয়। অত্র ফতোয়ায় আমরা কিতাব দৃষ্টে উহাও লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। সুতরাং মা'রেফত শিখিতে যে কামেল পীর ও মুর্শিদের খেদমত করা এবং তাঁহাদের তা'লীম তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক, এই কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

## মোরাকাবার ফজিলত

**প্রশ্নঃ-** হুযুর, মোরাকাবা করা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত আছে কিনা জানাইয়া বাধিত করুন।

**উত্তরঃ-** হ্যাঁ! মোরাকাবা অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করা কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত আছে।

### মোরাকাবা কুরআন শরীফ হইতে প্রমাণিত

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকুতে আছে-

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ- اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الاية

অর্থাৎ- নিশ্চয় আসমান ও জমীনের সৃষ্টি কৌশলে এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য (আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের) নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান আছে। তাঁহারা ঐসকল লোক, যাঁহারা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা (মোরাকাবা) করে।

### আল্লাহর কুদরত সম্বন্ধে মোরাকাবা কর তাহার জাত জানিতে চাহিও না

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ানে লিখিত আছে-

يَعْنِىْ يَعْتَبِرُوْنَ فِىْ خَلْقِهِمَا وَاِنَّمَا خَصَّ التَّفَكُّرَ بِالْخَلْقِ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ تَفَكَّرُوْا فِى الْخَلْقِ وَلَاتَفَكَّرُوْا فِى الْخَالِقِ وَاِنَّمَا نَهٰى عَنِ التَّفَكُّرِ فِى الْخَالِقِ لِاَنَّ مَعْرِفَةَ الْحَقِيْقَةِ الْمَخْصُوْصَةِ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ لِّلْبَشَرِ فَلَافَائِدَةَ لَهُمْ فِى التَّفَكُّرِ فِىْ ذَاتِ الْخَالِقِ وَلَمَّا كَانَ الْاِنْسَانُ مُرَكَّبًا مِّنَ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ كَانَتِ

الْعُبُوْدِيَّةُ بِحَسْبِ النَّفْسِ وَحَسْبِ الْبَدَنِ فَاشَارَ اِلٰى عُبُوْدِيَّةِ الْبَدَنِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ --- الخ فَاِنَّ ذَالِكَ لَايَتِمُّ اِلَّا بِاسْتِعْمَالِ الْجَوَارِحِ وَالْاَعْضَاءِ وَاَشَارَ اِلٰى عُبُوْدِيَّةِ الْقَلْبِ وَالرُّوْحِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-

অর্থাৎ - জ্ঞানীগণ আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নৈপুণ্যের মধ্যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হযরত ﷺ বলিয়াছেন যে, তোমরা সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কর, সৃষ্টিকর্তার বিষয় চিন্তা করিওনা। তিনি যে মাত্র সৃষ্টি সম্বন্ধেই চিন্তা ও গবেষণা করিতে বলিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত তত্ব অবগত হওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কাজেই তাঁহার জাত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কোনই লাভ নাই।

এইজন্য উল্লিখিত আয়াতে একমাত্র সৃষ্টির সম্পর্কে চিন্তা বা মোরাকাবা সীমাবদ্ধ করিয়াছে। উক্ত তাফসীরে আরও আছে, মানব দুই প্রকার উপাদানে গঠিত, দেহ ও আত্মা। সুতরাং মানুষ শরীর ও আত্মা উভয় দ্বারাই "উবুদিয়ত" বা দাসত্ব স্বীকার করিবে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ আয়াত দ্বারা ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত ইবাদতের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ এই আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আত্মার বন্দেগীর দিকে ইশারা করিয়াছেন।

## মানুষ দেহ ও মন দ্বারা গঠিত সুতরাং দেহ ও মন দ্বারা ইবাদত করিতে হইবেঃ

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল মায়ানিতে লিখিত আছে-

اَلْعَبْدُ مُرَكَّبٌ مِّنَ النَّفْسِ الْبَاطِنَةِ وَالْبَدَنِ الظَّاهِرِ وَفِى الْاَوَّلِ اِشَارَةٌ اِلٰى عُبُوْدِيَّةِ الثَّانِىْ وَفِى الثَّانِىْ اِشَارَةٌ اِلٰى عُبُوْدِيَّةِ الْاُوْلٰى لِاَنَّ التَّفَكُّرَ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِالْقَلْبِ وَالرُّوْحِ .

অর্থাৎ- আত্মা ও ভৌতিক শরীর দ্বারা মানুষ গঠিত। উক্ত আয়াতের প্রথম অংশ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ দ্বারা দৈহিক ইবাদতের দিকে নির্দেশ করিতেছে এবং আয়াতের শেষ অংশ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ এর দ্বারা আত্মার ইবাদতের দিকে নির্দেশ করিতেছে। যেহেতু তাফাক্কুর বা চিন্তা করা অন্তর দ্বারাই হইয়া থাকে, শরীর দ্বারা হয় না।

মোরাকাবার অনেক গুণ ও ফজীলত আছে। নিম্নে কতক উল্লেখ করা হইল। তাফসীরে রূহুল মায়ানিতে আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَىَّ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهٖ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَاهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا .

অর্থাৎ- হযরত ﷺ বলিয়াছেন, "অদ্য রজনীতে আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন।" অতঃপর হযরত ﷺ বলিলেন, "যে ব্যক্তি এই আয়াত মাত্র পাঠ করিয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে গভীর চিন্তা করে নাই, সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।"

## নফল ইবাদত হইতে মোরাকাবা উত্তম

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খোলাছায় হযরত হাসান বছরী(রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে-

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ .

অর্থাৎ- এক ঘন্টা সময় রীতিমত সৃষ্টি সম্বন্ধে মোরাকাবা করা সমস্ত রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। উক্ত প্রকার হাদীস তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

## মোরাকাবা শ্রেষ্ঠ হইবার কারণ

উক্ত তাফসীরে আরও আছে, হযরত ﷺ বলিয়াছেন-

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً -

অর্থাৎ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-হযরত ﷺ বলিয়াছেন, ষাট বৎসর নফল ইবাদতের চেয়ে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে এক ঘন্টা মোরাকাবা বা গভীর চিন্তা করা উত্তম।

তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে অন্য এক হাদীস বর্ণিত আছে-

بَيْنَمَا رَجُلٌ مُّسْتَلْقٍ يَنْظُرُ اِلَى النُّجُوْمِ وَاِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّ لَكِ رَبًّا وَّخَالِقًا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ فَنَظَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ فَغَفَرَلَهُ -

অর্থাৎ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত ﷺ হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, এক ব্যক্তি শায়িত অবস্থায় আকাশ ও নক্ষত্রের দিকে মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, আল্লাহর কসম আমি জানি, তোমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদয় হওয়াতে সে আল্লাহ তায়ালার সমীপে প্রার্থনা করিল "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর"। ইহাতে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

## মোরাকাবা ও নফল ইবাদতের মধ্যে কোনটি উত্তম?

**প্রশ্নঃ- হুযুর! মোরাকাবা করা ও শারীরিক শ্রম দ্বারা নফল ইবাদত করার মধ্যে কোনটি উত্তম?**

**উত্তরঃ- ইন্দ্রিয় সম্পন্ন নফল ইবাদত হইতে মনে মনে মোরাকাবা করা দুই কারণে উত্তম। যথা তাফসীরে রূহুল বয়ানে সূরা আলে ইমরানের**

يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . الخ

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে-

وَفِى التَّفْصِيلِ وَجْهَانِ اَحَدُهُمَا اَنَّ التَّفَكُّرَ يُوصِلُكَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْعِبَادَةَ تُوْصِلُكَ اِلٰى ثَوَابِ اللّٰهِ وَالَّذِى يُوصِلُكَ اِلَى اللّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا يُوْصِلُكَ اِلٰى غَيْرِ اللّٰهِ وَالثَّانِى اَنَّ التَّفَكُّرَ عَمَلُ الْقَلْبِ وَالطَّاعَةُ عَمَلُ الْجَوَارِحِ وَالْقَلْبُ اَشْرَفُ مِنَ الْجَوَارِحِ فَكَانَ عَمَلُ الْقَلْبِ اَشْرَفُ مِنْ عَمَلِ الْجَوَارِحِ -

অর্থাৎ- মোরাকাবা শ্রেষ্ঠ হইবার দুইটি কারণ- প্রথমতঃ মোরাকাবা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ হয়। কিন্তু দৈহিক ইবাদত দ্বারা মাত্র আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ভাজন হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মা উত্তম। সুতরাং আত্মার কার্য অর্থাৎ মোরাকাবা নফল ইবাদত হইতে উত্তম।

## মোরাকাবা ব্যতীত জেকের হয় না

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল মায়ানিতে আছে-

اَلتَّفَكُّرُ مَعَ كَوْنِهٖ مِنَ الْاَعْمَالِ الْمَخْصُوصَةِ بِالْقَلْبِ الْبَعِيدُ عَنْ مَظَانِّ الرِّيَاءِ كَانَ مِنْ اَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ .

অর্থাৎ- মোরাকাবা অন্তরের কার্য। ইহাতে রিয়া (লোক দেখাইবার ভাব) আসিবার আশঙ্কা নাই। কাজেই ইন্দ্রিয় ঘটিত ইবাদত (যাহাতে রিয়া আসিবার আশঙ্কা আছে) হইতে মোরাকাবা উত্তম।

## হাদীস শরীফ দ্বারা মোরাকাবা প্রমাণিত

তাফসীরে খোলাছায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে-

ایات واحادیث ذکر اور ذاکر کی مدح وثنا میں شاهد ظاهر اور دلیل مسلم هیں مگر ذکر دوام بدون فکر ممکن هی نهیں اور فکر منتهاے ذکرهے مظهری میں بیهقی سے مروی هے . لاعبادة کالتفکر . فکر کرنیکے مثل کوئی عبادت نهیں . ذکر کا اعضاء اور دل پر اثرهے اور فکرکا احاطه عقائد اور روح پرهے . ذکر سے غفلت دور هوتی هے . فکر سے هستی مٹ جاتی هے اسلئے حضرات صوفیه

نے مراقبات کو ذکر ومشغل پر فوقیت دیاھے ۔ ذکرسے اللہ یاد اتاھے ۔ فکر سے اپنے خودی جویناے فساد ھے بھول جاتاھے ۔

অর্থাৎ- জাকেরের প্রশংসা কোরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত আছে বটে, কিন্তু তাফাক্কুর বা মোরাকাবা ব্যতীত দিবারাত্রি তথা সর্বদা মহান আল্লাহকে স্মরণ রাখা কখনই সম্ভবপর নয়।

উক্ত মোরাকাবা জেকেরের পরিণাম। তাফসীরে মাজহারিতে আল্লামা বায়হাকী হইতে হাদীস বর্ণিত আছে- لَاعِبَادَةَ كَالتَّفَكُّرِ

নফল ইবাদতের মধ্যে তাফাক্কুর বা মোরাকাবার তুল্য আর কোন ইবাদত নাই। জেকেরের প্রভাব শরীর এবং অন্তরের উপর পতিত হয়। পক্ষান্তরে, মোরাকাবার ব্যাপ্তি ও প্রভাব ধর্ম বিশ্বাস ও আত্মার উপর। জেকের দ্বারা অমনোযোগিতা দূর হয় এবং মোরাকাবা স্বীয় অস্তিত্বকে ভুলাইয়া দেয়। এই জন্য সূফীগণ মোরাকাবাকে জেকের ও অজীফার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। জেকের দ্বারা মহান আল্লাহ স্মরণে আসে বটে; কিন্তু মোরাকাবা দ্বারা বান্দা স্বীয় আমিত্বকে ভুলে যায় যাহা ধ্বংসের মূল।

উল্লেখিত বিবৃতির মর্মে বুঝা যাইতেছে, যে কোন প্রকার নফল ইবাদতই হউক না কেন, প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত মোরাকাবা সম্পন্ন করিলে তাহা মনোযোগবিহীন নফল ইবাদত হইতে অনেক গুণে উত্তম।

কওলুল জামিল কিতাবে আছে-

اور اصل مراقبہ کی وہ حدیث ھے (اَخْبِرْنِیْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰہَ کَاَنَّکَ تَرَاہُ فَاِنْ لَّمْ تَکُنْ تَرَاہُ فَاِنَّہٗ یَرَاکَ) جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ھے کہ توعبادت کرے اللہ کی گویاتو اوسکو دیکہ رھاھے اوراگر تو اوسکو نہ دیکہ سکے تویہ دھیان کرکہ وہ تجھکو دیکھتاھے ۔

অর্থাৎ- এই হাদীস দ্বারা মোরাকাবা করা সপ্রমাণিত হইয়াছে। হযরত ﷺ বলিয়াছেন যে, ইহছান ঐ জিনিসকে বলে যে, তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করিবে যেন আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতেছ। যদি সেইরূপ মনে করিতে না পার, তবে এইরূপ মনে কর যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন।

## জেকেরের ফজীলত

তাফসীরে ফতহুল আজিজের ৬৭২ পৃষ্ঠা সূরা বকরের ফজীলতে জেকেরের বয়ানে আছে-

* ছহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে- আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, " হে বনী আদম! যদি তুমি আমাকে অন্তর দ্বারা মনে কর, আমি তোমাকে অন্তরে মনে করিব। যদি তুমি আমাকে বৈঠক বা মজলিস করিয়া জেকের কর, আমি তোমাকে নিকটস্থ ফেরেশতা এবং নবী ও আউলিয়াগণের রূহ্ সমূহের মজলিসে স্বরণ করিব এবং এই সভা তোমার সভা হইতে উত্তম। যদি তুমি আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হও, তবে আমি তোমার দিকে এক গজ নিকটবর্তী হইব; যদি তুমি এক পা দুই পা করিয়া অগ্রবর্তী হও, তবে আমি তোমার নিকট দৌড়াইয়া আসিব অর্থাৎ দ্রুতগতিতে রহমত নাযিল করিব।"

* জামে তিরমিজী ও অন্যান্য ছহীহ কিতাবে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুছর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন জনৈক ব্যক্তি হযরত ﷺ কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামে বহু ইবাদত আছে তন্মধ্যে আমাকে একটি উত্তম পথ শিক্ষা দেন।" হযরত ﷺ বলিলেন, "আল্লাহর নাম দ্বারা সর্বদা স্বীয় জিহ্বা সজীব রাখিবে।" অর্থাৎ- সর্বদা মুখে জেকের করিবে। ঐ ইবাদতের নাম নফল ইবাদত।

* মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ইয়েমেনের দিকে রওয়ানার পূর্বে হযরত ﷺ এর নিকট বহু কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ কথা এই যে, হযরত মুয়াজ (রাঃ) বলিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ এমন কোন ইবাদত আছে কি যে, তাহা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়?" তদুত্তরে হযরত ﷺ বলিয়াছেন- "মানুষ যেন সর্বদা আল্লাহর জেকের দ্বারা জিহ্বা ভিজা রাখে। অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহর জেকের করে।"

* আবু বকর বিন আবুদ্দুনিয়া, মুখারেক হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম ﷺ ফরমাইয়াছেন-

মি'রাজের রাত্রিতে আমি এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলাম, তাহার

সম্পূর্ণ শরীর আরশের নূরে আবৃত ছিল। আমি বলিলাম, "ইনি কে? সম্ভবতঃ কোনও ফেরেশতা হইবেন।" ফেরেশতাগণ বলিলেন, "না হুযুর! ফেরেশতা নয়, একজন মানুষ। ইহার জিহ্বা সর্বদা পৃথিবীতে আল্লাহর জেকেরে ভিজা থাকিত ও ইহার অন্তর সব সময় মসজিদের দিকে আকৃষ্ট রহিত এবং নিজ মাতা পিতাকে অন্য কাহার দ্বারা গালি শুনায় নাই।"

* ইমাম আহমদ (রহঃ) জোহদ কিতাবে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, অন্যান্য মো'তাবর কিতাবেও ঐরূপ বর্ণিত আছে। যথা-

(ক) বহুলোক হযরত আবু দারদা (রাঃ) এর নিকট আরজ করিলেন, "হুযুর! ঐ ব্যক্তি একশত দুম্বা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়াছেন।" আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, অবশ্য ইহা অধিক দান বটে, কিন্তু ইহার চেয়ে আরও দুইটি উত্তম কাজ আছে, প্রথমতঃ সর্বদা ঈমানের উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকা। দ্বিতীয়তঃ জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর ইয়াদে সজীব রাখা।"

(খ) হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন- হযরত রাসূল করীম ﷺ ফরমাইয়াছেন- "তোমরা কি সর্বোত্তম, অধিক পবিত্র ইবাদত এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয় বিষয়ের সংবাদ জানিতে চাও, যাহা তোমাদের জন্য সোনা-রূপা দান করা, জিহাদে মস্তক ছেদন করা ও শত্রুর নিকট নিজ মস্তক বিলাইয়া দেওয়ার চেয়ে উত্তম হইবে?" সকলেই বলিলেন, "হ্যাঁ হুযুর!" তদুত্তরে হযরত ﷺ ফরমাইলেন- 'উহা আল্লাহর জেকের।'

(গ) বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী করীম ﷺ ফরমাইয়াছেন- "প্রত্যেক বস্তুর ছায়কাল অর্থাৎ পরিষ্কার করিবার যন্ত্র আছে- অন্তরের ছায়কাল আল্লাহ পাকের জেকের।"

* হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রহঃ) বলিয়াছেন-

زاگ دل از صیقل لاپاك كن ـ سینه باتیغ محبت چاك كن ـ

"ইল্লাল্লার রেত দিয়া মন কর পাক, মহব্বতের তেগে ছিনা কর দুই ভাগ।"

আল্লাহ তায়ালার আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম বস্তু আল্লাহ

তায়ালার জেকের ব্যতীত অন্য আর কিছুই নাই। হযরত ﷺ এই প্রকার দুইবার ফরমাইলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বলিলেন, "হুযুর! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি জেকেরের সমকক্ষ হইবে না?" হুযুর বলিলেন, "না যদিও মুজাহিদ (ধর্ম যোদ্ধা) ব্যক্তি নিজের তরবারী যুদ্ধ করিতে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে।"

* তিবরানী ও বায়হাকী ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী করীম ﷺ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি চারটি বস্তু আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি দুনিয়ার ও আখেরাতের ভালাই লাভ করিয়াছেন, (১) যে দেল আল্লাহর শোকর করে, (২) যে জিহ্বা আল্লাহর জেকেরে রত থাকে, (৩) যে শরীর মুসীবতে ছবর করে। (৪) যে স্ত্রী স্বামীর সম্মান ও মালের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

* বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূল পাক ﷺ বলিয়াছেন- "যে ব্যক্তি আল্লাহর জেকের করে সে জীবিত, যে ব্যক্তি আল্লাহর জেকের করে না সে মৃত তুল্য।"

* তিবরানী ও বায়হাকী বহু সংখ্যক রেওয়ায়েতের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন যে, বেহেশতে বেহেশতবাসী লোকের অন্তরে কোন বিষয়ের আক্ষেপ হইবে না। কিন্তু যে সময়টুকু আল্লাহর জেকের করে নাই ঐ সময়ের জন্য আক্ষেপ হইবে।

* মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য ছহীহ কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে, যেখানেই আল্লাহর জেকের হইতে থাকে সেখানেই ফেরেশতারা চতুপার্শ্বে দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে এবং আল্লাহর রহমত উহাদিগকে ঢাকিয়া লয় ও আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে ইয়াদ করেন।

* বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালার বহু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা প্রত্যেক গলিতে জেকেরকারী লোকগণকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে থাকেন। যদি কোন জামায়াতকে আল্লাহর জেকেরে মশগুল দেখিতে পান তখন পরস্পর চীৎকার দিয়া বলিতে থাকে, "ওহে! তোমরা এদিকে এস তোমাদের মনস্কাম এইখানে সিদ্ধ হইবে।" অতঃপর ফেরেশতাগণ

তাহাদিগকে নিজ নিজ পাখা দ্বারা ঢাকিয়া আসমান পর্যন্ত ঘিরিয়া দাঁড়ায়। যখন জেকেরকারীগণ অবসর গ্রহণ করে, তখন ফেরেশতাগণ পুনরায় আসমানের দিকে প্রস্থান করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? ফেরেশতাগণ বলেন, 'আমরা তোমার বান্দাগণের নিকট হইতে আসিয়াছি। তাহারা তোমার তসবীহ তাহ্লিল ও জেকের করিতেছিল।" আল্লাহ বলেন, "আমাকে কি তাহারা দেখিয়াছে?" ফেরেশতাগণ উত্তর করিবেন, না। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, "যদি তাহারা দেখিতে পাইত তাহা হইলে কি করিত?" ফেরেশতাগণ উত্তর করিবে, "যদি তোমার দীদার পাইত তবে ইহার চেয়ে আরও অধিক জেকেরে লিপ্ত হইত ও তোমার জেকেরে বহু পরিশ্রম করিত।" পুনরায় আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন, "আচ্ছা! তাহারা আমার জেকের দ্বারা কি প্রার্থনা করে ও কোন্ বস্তু হইতে রক্ষা পাইতে চায়।" ফেরেশতাগণ বলিবেন, "তাহারা বেহেশত লাভের প্রার্থনা করে ও দোজখ হইতে নাজাত চায়।" আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, "তাহারা কি বেহেশ্ত ও দোজখ দেখিয়াছে?" ফেরেশতাগণ উত্তর করিবেন, "না দেখিয়াই তাহারা বেহেশ্ত লাভ ও দোজখ হইতে নাজাতের প্রার্থী।" আল্লাহ বলিবেন, "তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিলাম ও তাহাদের মনস্কামনাও সিদ্ধ করিয়া দিলাম" ফেরেশতাগণের মধ্য হইতে একজন আরজ করিবেন, "আল্লাহ! মজলিসের মধ্যে একটি লোক ছিল, সে অন্য কোনও কার্যের জন্য আসিয়াছিল, জেকেরের উদ্দেশ্যে আসে নাই।" আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, "আমি উহাকেও মার্জনা করিয়া দিলাম।" আল্লাহর জেকেরের মজলিসের এত মরতবা যে, যে জেকেরের মজলিসে বসিবে সেই মাফ পাইবে, নিরাশ হইবেনা।

* ইমাম আহমদ ও বায়হাকী আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিবস বলিবেন, "অদ্যকার দিন সমবেত জনমণ্ডলী অবগত হইতে পারিবে যে, বুজুর্গী (মাহাত্ম্য) কি বস্তু এবং বুজুর্গীর উপযুক্ত কোন্ ব্যক্তি?" শ্রোতাগণ বলিয়া উঠিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ বিষয় আমাদিগকে জ্ঞাপন করুন, উহার বিপরীত আচারণকারীকে আমরা বুজুর্গ জানিব না।" হযরত ﷺ ফরমাইলেন, "ঐ জামায়াতের লোকেরাই বখ্শিশের

পাত্র, যাহারা আল্লাহর জেকেরের মজলিসে উপবেশন করে।

উপরোক্ত মোহাদ্দেসীনগণ আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, সকল মানুষ যদি একত্রিত হইয়া কোন স্থানে আল্লাহর জেকের করে তবে জেকের হইতে অবসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসমান হইতে ফেরেশতারা সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকে, "তোমরা সকলেই মার্জিত হইয়া চলিলে, তোমাদের যাবতীয় পাপকার্য অদ্য মাফ হইল।"

আরও হযরত নবী করীম ﷺ হইতে বর্ণিত আছে, কবর আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় আল্লাহর জেকের করা।

আবু দারদা উবাই ইবনে কাব, উবাদা ইবনে ছামেত, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, মায়াজ ইবনে জাবাল, সালমান ফারসী ও বহু সংখ্যক মোহাদ্দেসীন অসংখ্য রেওয়ায়েত উল্লেখ করিয়াছেন, এই সকল বুজুর্গ জেকের করাকে মাল দান করা, জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে সর্বোত্তম মনে করিতেন।

তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছেন- تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

অর্থাৎ- একবার তাক্‌বীর বলা সমস্ত দুনিয়া ও যাহা কিছু তন্মধ্যে আছে তার চেয়েও উত্তম।

অন্য একজন বলিয়াছেন, "যদি আমি একশত বার তাক্‌বীর পাঠ করি, উহা আমার নিকট একশত পৃথিবীর ছদ্‌কা করার চেয়েও প্রিয়।"

কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন- "একজন যদি মাশরেক হইতে বহু স্বর্ণ দান করিতে করিতে আসিতে থাকেন, আর একজন মাগরেব হইতে আল্লাহর জেকের করিতে করিতে আসিতে থাকেন, তবে উহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।"

মোট কথা এই যে, আমলের বুজুর্গী স্থানভেদে হয়। দান, যুদ্ধ ও অন্যান্য ইবাদত কার্যেও সওয়াব আছে বটে, কিন্তু জেকের দ্বারা অন্তকরণ পরিষ্কার হয়, অলসতা দূর হয় ও কু-রিপু দমন হয়। এই কারণেই জেকের করাকে সর্বোত্তম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবি শায়বা হযরত আবি হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বেহেশতের অধিবাসীগণ জেকেরকারী লোকগণকে এইরূপ উজ্জ্বল দেখিতে পাইবে যেইরূপ দুনিয়া

লোকগণ নক্ষত্র সমূহ দেখিতে পায়।

ইব্নে আবি শায়বা ইমাম বাকের (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "আল্লাহর নিকট কোনও বস্তু জেকের ও শোকরের চেয়ে প্রিয় নহে।"

এই নিমিত্তই আল্লাহ তায়ালা এই দুইটি বস্তু তলব করিয়াছেন "তোমরা আমার ইয়াদ কর, আমি তোমাদিগকে ইয়াদ করিব এবং তোমরা আমার শোকর কর, আমার নাফরমানি করিও না।"

ছিহাহ ছেত্তাহ কিতাবসমূহে আছে, হযরত নবী করীম ﷺ প্রত্যেক ফরজ নামাযের বাদ স্বয়ং নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করিতেন ও মায়াজ ইবনে জাবালকে পাঠ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

অর্থাৎ- হে আল্লাহ তায়ালা! আপনি আমাকে জেকের করিবার, শোকর করিবার ও উত্তম বন্দেগী করিবার শক্তি দান করুন।

## জেক্‌রে জলির হদ্ ও দলীল

পবিত্র ইসলাম ধর্মে প্রত্যেক কার্যের এক একটি যুক্তি সঙ্গত বিধি বিধান আছে। ইহার কার্যাবলী এমনই মার্জিত বিধি ব্যবস্থার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত যে, উহার কোন কার্যই মানুষের শান্তির ব্যাঘাতজনক কিংবা বিরক্তিজনক হইতে পারে না। অধিকন্তু জ্ঞানী নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, ইসলামের প্রত্যেক কার্যের মধ্যে এমন একটি সুমহান সৌষ্ঠব, যৌক্তিকতা ও গাম্ভীর্য বিদ্যমান, যাহা স্বভাবতঃই মানুষের বিপুল ভক্তি ও প্রেরণা টানিয়া আনে। যেখানেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে মনে করিতে হইবে যে, সেখানে কিছু না কিছু খেয়ালের বিকার প্রবেশ করিয়াছে।

আল্লাহর জেকের করা ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। এই জেকের করার তরতীব ও বিধিব্যবস্থা এমনই সুন্দররূপে নিয়ন্ত্রিত যে, ইহাতে মানুষের পরম শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিয়া থাকে। জ্ঞান ও মাত্রাবোধকে লংঘন করিয়া কোন কার্যই ইসলামের অনুমোদন লাভ করে নাই।

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ফকীর আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র জেকের করিতে যাইয়া ইহার সুন্দর, সংযত ও শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাকে নিজেদের খেয়ালের

বশে নানা কদর্যভাবে রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন। দলীল প্রমাণ সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর রাখার প্রয়োজন তাহারা মনে করেনা। তাহাদের বাড়াবাড়ি সময় সময় এইরূপ চরমে উঠিয়া যায় যে, ইসলাম তো ইহাকে সমর্থন করেই না, সাধারণ মানুষের নিকটও তাহাদের বাড়াবাড়ি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয়।

কাদেরিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরীকায় জেকরে জলীর বিধান আছে আমরা ইহা স্বীকার করি এবং আমরাও জেকরে জলী করিয়া থাকি। জেকরে জলীর অর্থ স্পষ্ট আওয়াজে স্থিরভাবে জেকের করা, শরীরের সমস্ত শক্তি সহকারে চিৎকার করা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

উল্লেখিত শ্রেণীর, ফকীরদের মধ্যে কোন কোন দল জেকরে জলী করিতে যাইয়া উচ্চঃস্বরে চিৎকার করেন, হাতে হাতে তালি বাজাইতে আরম্ভ করেন, নর্ত্তন, কুর্দ্দন, লম্ফ ইত্যাদি নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাদের এই প্রকার কার্যে পাড়া প্রতিবেশীর নিদ্রা, নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও শান্তির রীতিমত ব্যাঘাত হয়। ইহা কোনও ক্রমে জায়েয নহে। আবার এই শ্রেণীর জেকেরকারীদের মধ্যে শরীয়তের বহু খেলাফ কার্য করিতে দেখা যায়। আল্লাহর প্রকৃত জেকেরকারীদের মধ্যে শরীয়তের তাবেদারী ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইবার কারণ রহিয়াছে কিন্তু তাও এই শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় না।

যাহা হউক, জেকরে জলী সম্বন্ধে অর্থাৎ শব্দের উচ্চতার সীমা ও মাত্রা সম্বন্ধে কুরআন শরীফে, বিভিন্ন তাফসীরে, হাদীসে ও তরীকার কিতাবে বিস্তারিত ভাবে দলীল প্রমাণ মওজুদ আছে। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এখানে তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

জেকরে জলী সম্বন্ধে কওলুল জামীল কিতাবে হাশিয়াতে বোরহান শরহে মাওয়াহেবোর রহমান হইতে লিখিত আছে-

اِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ بِدْعَةٌ ۔ یعنے بلاشبہ بلند کرنا اواز کا ساتھ ذکر کے بدعت ھے ۔ اسواسطے مخالفت قول اللہ تعالی کے ۔ اُذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ۔ یعنی یاد کر اپنا رب کو اپنے جی میں گڑ گڑا کر ازراہ خوف کے اس سے اور کم جھر کے قول سے ۔

**অর্থঃ**- নিশ্চয় উচ্চ শব্দ সহকারে জেকের করা বিদআত। তাহার কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন- "তোমার প্রতিপালক আল্লাহকে অন্তরে কাতর ভাবে নীরবে মৃদু শব্দে জেকের কর" এই আয়াতের বিরোধিতা করা হয়।

কওলুল জামীল কিতাবের হাশিয়ায় লিখিত আছে-

اور تصریح کی ہے قاضی خان نے اپنے فتاوی میں ساتھ کراھت ذکر جھرکے اور اتباع کیا اسکا امیر صاحب منصفی نے اور فتاوی علامہ میں ہے ۔ ویمنع الصوفیۃ من رفع الصوت والصفق ۔ یعنی منع کیا کرتے ہیں صوفی بلند کرنیسے اوازکے اور تالی بجانے سے ۔

অর্থাৎ- আল্লামা কাজীখান তদীয় কিতাবে জেকরে জলী বিদআত লিখিয়াছেন। আমীর ছাহেব মনছফী এই কওলের অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিও উচ্চ শব্দে জেকের করা বিদআত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ফতোয়ায়ে আল্লামা কিতাবে আছে যে, সূফীগণ জেক্‌রে জলী ও তালি বাজাইতে নিষেধ করেন।

এখন কি নিয়মে জেকের করিতে হইবে, আসুন তাহার অনুসন্ধান করি। দেখা যাইতেছে যে, কুরআন শরীফের সূরা আরাফের دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বহুসংখ্যক তাফসীরে জেকের করার নিয়ম পরিষ্কার উল্লেখ আছে, তাহার কতকগুলি আমরা এখানে উল্লেখ করিব। আয়াত-

اُذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ الخ

ফারসী তরজমা- (কুরআন মোতারজম)

وباد کن پروردگار خودرا در ضمن خود بزاری ترسگاری وباد کن پروردگار خودرا بکلام پست تراز بلند اوازی ۔

উর্দু তরজমা- (কুরআন মোতারজম)

اور یاد کرتارہ اپنے رب کو گڑگڑاتا اور ڈرتا اور پکارسے کم اوز بولنے میں ۔

**অর্থঃ** এবং ইয়াদ করিতে থাক তোমার প্রভুকে ব্যাকুলতার সহিত এবং মৃদু আওয়াজের সাথে।

উল্লিখিত আয়াত পাকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা জেকের করিবার আদেশ দিতেছেন, অধিকন্তু دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ এই আয়াতাংশ দ্বারা জেকের করিবার নিয়ম বলিয়া দিতেছেন। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে।

তাফসীরে হোসায়নীতে বর্ণিত আছে-

(دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) بخوان اورا فروتر اواز ازبلند واشكارا ـ يعنے ميان سروجهر ـ

**অর্থঃ-** অতি উচ্চ শব্দ হইতে নিম্ন শব্দে অর্থাৎ স্পষ্ট ও অস্পষ্টের মাঝামাঝি আল্লাহ্ তায়ালার জেকের কর।

তাফসীরে মোয়ালেম এ বর্ণিত আছে-

(دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) اے متوسط بين الجهر والمخافة بان يذكر الشخص ربه على وجه يسمع نفسه ـ

**অর্থঃ-** স্পষ্ট ও অস্পষ্ট শব্দের মধ্যবর্তী এমন শব্দে জেকের করিবে যেন নিজে শুনিতে পায়।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে-

(دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) هٰكَذَا يُسْتَحَبُّ اَنْ يَّكُوْنَ الذِّكْرُ لَا يَكُوْنُ نِدَاءً اَوْ جَهْرًا بَلِيْغًا وَّلِهٰذَا لَمَّا سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اَقَرِيْبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيْهِ اَمْ بَعِيْدٌ فَنُنَادِيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ- اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ- وَفِى الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَفَعَ النَّاسُ اَصْوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ فِىْ بَعْضِ الْاَسْفَارِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّ الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهٖ-

অর্থাৎ- এইরূপ জেকের করা মুস্তাহাব যে, জেকেরে চিৎকার ও উচ্চ শব্দ না হয়। এই কারণেই যখন (কতিপয় ছাহাবা) হযরত ﷺ কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ কি আমাদের নিকটবর্তী যে তাহাকে আমরা চুপে চুপে ডাকিব কিংবা দূরবর্তী যে আওয়াজে ডাকিব। তখন মহিমান্বিত আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন- "যখন আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (তখন বলিয়া দাও যে) আমি নিকটবর্তী। যখন প্রার্থনাকারী আমাকে আহবান করে, আমি আহবানে সারা দেই।"

ছহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন সফরের সময় কতক লোক উচ্চ শব্দে আল্লাহর জেকের করিয়াছিলেন। হযরত ﷺ বলিলেন, "তোমরা তোমাদের আত্মার প্রতি সহজ কর, কেননা তোমরা বধিরকে কিংবা অগোচরবর্তীকে অনুপস্থিত সত্ত্বাকে ডাকিতেছ না। নিশ্চয় তোমরা যাহাকে ডাকিতেছ তিনি শ্রোতা, নিকটবর্তী, (বরং) তিনি তোমাদের সওয়ারীর ঘাড়ের চেয়েও নিকটবর্তী।"

তাফসীরে বাগবীতে বর্ণিত আছে-

(دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) اَىْ دُوْنَ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالصِّيَاحِ بِالدُّعَاءِ .

অর্থাৎ- উচ্চ শব্দ ও চিৎকার ব্যতীত জেকের ও দোয়া করা।

তাফসীরে আব্বাছীতে আছে-

(دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) فَوْقَ السِّرِّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ قَصْدًا بَيْنَهُمَا اَىْ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالسِّرِّ.

অর্থাৎ- (ঐ আয়াতের অর্থ) অস্পষ্ট হইতে উচ্চ এবং অতি উচ্চ হইতে নিম্ন শব্দে অর্থাৎ এতদুভয়ের মাঝামাঝি শব্দে জেকের করা।

শামী কিতাবের ১ম জেলদ-এ লিখিত আছে-

وَفِىْ حَاشِيَةِ الْحَمَوِىِّ عَنِ الْاِمَامِ الشَّعْرَانِىِّ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَّخَلَفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا اِلَّا اَنْ يُّشَوِّشَ جَهْرُهُمْ عَلٰى نَائِمٍ اَوْ مُصَلٍّ اَوْقَارِئٍ الخ

অর্থাৎ- হাশিয়ায়ে হামাভী কিতাবে ইমাম শা'রানী হইতে বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ মসজিদে বা যে কোন জায়গায় জামায়াতের সহিত স্পষ্ট আওয়াজে জেকের করা মুস্তাহাব লিখিয়াছেন, কিন্তু জেকেরের আওয়াজ যেন এইরূপ উচ্চ না হয়, যাহা কাহারও নিদ্রায় বা নামাযে অথবা কুরআন তিলাওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আলমগীরি কিতাবে আছে-

يَمْنَعُ الصُّوْفِيَةُ فِىْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَتَخْرِيْقِ الثِّيَابِ كَذَا فِى السِّرَاجِيَّةِ-

অর্থাৎ- সূফীয়ায়ে কেরাম উচ্চ শব্দে জেকের করিতে ও কাপড় ছিড়িতে নিষেধ করেন। এইরূপ ছিরাজিয়া কিতাবে আছে।

উল্লেখিত প্রমাণ সমূহ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, জেকেরে অতি উচ্চ শব্দ করিবে না। কারণ উচ্চ শব্দে জেকের করা বিদআত। তবে তরীকার মাশায়েখগণ জেকরে জেহ্‌র তা'লীম দিয়া থাকেন। কিন্তু হাদীসে জেকরে জেহ্‌র নিষেধ দেখা যাইতেছে। এই স্থলে কাদেরিয়া তরীকার বয়ানে জেক্‌রে জলীর নিয়ম সম্বন্ধে হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) নিজ কওলুল জামীল কিতাবে এই দুই মতের চমৎকার সামঞ্জস্য করিয়াছেন।

فَاوَّلُ مَا يُلَقِّنُوْنَهُ الْجَهْرُ بِذِكْرِاللّٰهِ تَعَالٰى وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَهْرُ هُوَ غَيْرُ الْمُفْرِطِ فَلَامُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَاتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَاغَائِبًا الخ

অর্থাৎ- প্রথমতঃ কাদেরিয়া তরীকার শায়খগণ জলীর সহিত আল্লাহর জেকের করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই জেকরে জলীর অর্থ এই যে, বেশী উচ্চ শব্দ না হয়। সুতরাং জেকেরে বেশী উচ্চ শব্দ না করিলে মাশায়েখগণের জলী জেকেরের তা'লীম দেওয়া এবং হযরত ﷺ এর হাদীসের মধ্যে কোনও বিরোধীতা উপস্থিত হইবে না। যে হাদীসে উচ্চ শব্দে জেকের সম্বন্ধে হযরত ﷺ নিষেধ করিয়াছেন- اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ الخ তোমরা তোমাদের আত্মার প্রতি সহজ কর, কেননা তোমরা বধির কিংবা গায়েবকে ডাকিতেছ না।

সুতরাং উল্লিখিত উক্তি সমূহ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জেকরে জলী শান্তভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় নিম্ন স্বরে করিবে, অস্বাভাবিকভাবে চিৎকার করিবে না।

কেননা হযরত ﷺ বলিয়াছেন যে, তোমাদের আত্মার প্রতি "সহজ কর"। উহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি উচ্চ শব্দে জেকের করা হয়, তবে আত্মার প্রতি সহজ না হইয়া কঠিন হইয়া পড়িবে এবং উক্ত হাদীসের বিপরীত কার্য হইবে। সুতরাং জেকরে জলীতে অতিরিক্ত চিৎকার করিয়া হাদীসের খেলাফ করিবে না।

## উপযুক্ত পীরের লক্ষণ

১. যিনি উপযুক্ত কামেল ও মোকাম্মেল পীর হইবেন তিনি শরীয়তের বিদ্যায় অবশ্যই বিজ্ঞ হইবেন। যথা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি। যদি বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বিদ্বান না হন, তবে শরীয়তের বিধানসমূহ বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকিবেন ও ইলমে লাদুন্নিতে তাহার অধিকার থাকিবে এবং সুন্নাত অল-জামাতের আলেমগণের মতেই তাহার মত থাকিবে।

২. সর্বদা শরীয়তের আদেশ পালন ও তদানুযায়ী কার্য করিবেন। জ্ঞান সত্বে শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে না। তিনি বিশেষ মোত্তাকী অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে ভয়কারী ও পরহেজগার হইবেন। সর্বদা মন্দ কার্য ও মন্দ বস্তু হইতে দূরে থাকিবেন।

৩. তাহার সংসর্গে মনের ভাব পরিবর্তন হইবে। আল্লাহ তায়ালার প্রেম মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে এবং সংসার চিন্তা দূর হইতে থাকিবে। অসৎ ও মন্দ কার্য করিতে বিরক্ত বোধ হইবে। কোন অন্যায় কার্য করিলে তৎক্ষণাৎ মনের মধ্যে অনুতাপ ও অস্থিরতা উপস্থিত হইবে।

৪. যিনি উপযুক্ত পীর হইবেন, তাহাকে কোন এক তরীকার বা একাধিক তরীকার ছলুক আদ্যোপান্ত শিক্ষা সমাপ্তি করা ও উহাতে পূর্ণ কামালিয়াৎ ও নেছবাৎ সিদ্ধ করা অতি আবশ্যক। পীরের তরফ হইতে মুরিদ ও তা'লীম করিবার খেলাফত ও এজাজত থাকা আবশ্যক। বর্তমান সময় খেলাফত প্রাপ্ত নামধারী বহু পীর আছেন। তাহারা পীরের নিকট গিয়া দুই এক ছবক লইয়াই পীরকে অনুরোধ করিয়া মৌখিক সনদ বা লিখিত খেলাফতনামা লইয়া থাকেন, যেন মুরিদ করিয়া অর্থোপার্জন করিতে ও পীর হইতে পারেন।

এইরূপ সনদ প্রাপ্ত পীরদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর। লোকগণ হাবভাব দেখিয়া মুরিদ হইয়া মনে করিয়া থাকে যে, এই পর্যন্তই পীরী-মুরিদীর সীমা। এইরূপ তরীকার ছলুকাতে অজ্ঞ পীরগণ মুরিদগণকে অন্য আলেম ও পীরের দরবারে যাইতে ও ওয়াজ শুনিতে নিষেধ করেন। এইজন্য হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) ছাহেব তাঁহার কিতাব কওলুচ্ছাবিতের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, পীর শুধু শাজরা দান করার জন্যই নহে। শিক্ষা দান ও শিক্ষা লাভ করাই পীরী মুরিদীর উদ্দেশ্য। অধিকাংশ পীরের মধ্যে রছম হইয়াছে যে, তাহারা মুরীদ করিয়া শাজরা দান করাকেই পীরী মুরিদী মনে করেন।

উক্ত জৌনপুরী মাওলানা ছাহেবের 'জাদুত্তাকওয়ার' ১৪ পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন যে, যদি কেহ কোন সত্য পীরের নিকট মুরীদ হইতে মনে প্রাণে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে বাপ-দাদার পীর বংশের কোন বে-শরা, বেনামাযী, জাহেল ও ফাছেক পীর থাকিলেও মুরিদকে ভয় দেখাইয়া থাকে যে, আমাদের বংশ ভিন্ন অন্য স্থানে মুরিদ হইলে সর্বনাশ করিয়া ফেলিব।

৫. পীরে কামেলের তিন বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন। নিজে ছলুক ও দায়রা সমূহ পীরের নিকট ভালরূপে আয়ত্ব করা, ফায়েজ হাছেল করা ও তদানুযায়ী ফায়েজ পৌছানোর ক্ষমতা থাকা চাই। সেই ক্ষমতা না জন্মাইয়া যাহারা পীরের খেলাফত লইয়া শুধু কিতাবস্থ রীতিনীতি বয়ান করিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকা কর্তব্য। এইরূপ পীরের মুরীদ কখনও তরীকায় উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। যেহেতু পীরী-মুরীদি পুস্তকস্থ বিদ্যা নহে, উহা আল্লাহর দান বিশেষ।

৬. কামেল পীর হইতে লোভ শূন্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। লোভী ব্যক্তিকে কখনও ফকীর জ্ঞান করিতে নাই। হিংসুক, হিংসাকারী ও ফাছাদকারী কখনও কামেল পীর নহে। যিনি আল্লাহর ওয়াস্তে মুরীদের হিতার্থে উপদেশ ও তাওয়াজ্জুহ ইত্যাদি দেন তাঁহাকে কামেল পীর বুঝিতে হইবে।

৭. পীর হইতে হইলে শরীয়তের আবশ্যকীয় মাছয়ালা সমূহ জানিতে ও আমল করিতে হয়। বহুকাল পীরের দরবারে থাকিয়া তরীকা শিক্ষা করিতে হয়। কেহ পীরের নিকট দুই চারি ছবক পাইয়া, আন্তরিক নেছবত প্রাপ্ত না হইয়া শুধু সাধারণকে ভুলাইবার জন্য আন্তরিক নেছবত বুঝিয়াছেন বলিয়া মৌখিক

গল্প করেন, কখনও বলেন- "আমার উপর আরশ হইতে ফায়েজ আসিতেছে ইত্যাদি।

এইরূপ মৌখিক ঢংকারী পীরের মুরীদ কখনও শরীয়তের কাজ আমল করিতে পারে না বরং পীর পীর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে। সাবধান! পীরে কামেলের নিকট মুরীদ হইবেন।

৮. কামেল পীর হযরত ﷺ এর সুন্নাত মোতাবেক চলিবেন। খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসা ইত্যাদি সুন্নাত তরীকা মোতাবেক করিবেন। এমন কি সন্দেহের খাবার খাইবেন না, সন্দেহের খয়রাতও লইবেন না। সর্বদা সকল মুসলমানের উন্নতি ও শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবেন। আত্ম স্বার্থ বিসর্জন করিবেন, হক ইনছাফি হইবেন ও কবিরা গুণাহ হইতে পরহেজ করিবেন এবং ছগিরা গুণাহ হইতে পরহেজ থাকিবার সচেষ্ট থাকিবেন।

৯. 'কওলুল জামিল' কিতাবে আছে- কামেল পীর হইলে যে বার মাস রোযা রাখিতে হইবে, স্ত্রী হইতে দূরে থাকিতে হইবে, ভাল খানা খাইতে পারিবে না ও জঙ্গলবাসী হইবে, এমন নহে।

১০. ঐ কিতাবে আরো আছে, কারামত দেখান ও পেশা ত্যাগ করিয়া শুধু বসিয়া থাকাও কামালিয়াতের কোন লক্ষণ নহে।

## মুরীদের কর্তব্য ও আদব

**১. আল্লাহ প্রেমাকাঙ্খী ভ্রাতাগণ! আল্লাহর প্রেমিক হইতে ইচ্ছা থাকিলে সর্বদা তাঁহার জেকেরে মগ্ন থাকিতে হইবে ও এইরূপ খেয়াল রাখিবে যেন কোনও সময়ে আল্লাহর নাম ভুলিয়া না যায়।**

**২. সর্বদা পীরের খেদমতে থাকিয়া মনকে আল্লাহর প্রেমের দিকে উত্তেজিত করিতে হইবে। কিতাবে আছে, নিজে কঠোর মোরাকাবা দ্বারা যাহা শত বৎসরে লাভ করিতে না পারে, পীর ও বুজুর্গ সংসর্গে একদণ্ডে ততোধিক উপকার দর্শে।**

**৩. পীরের দিল হইতে জ্যোতি (নূর) বা মহব্বতে এলাহি আকর্ষণ করিতে হইলে নিজ দিলের কু-প্রবৃত্তি ও খারাপ খেয়ালাত দূর করিয়া পীরের আদেশ লইয়া সম্মুখে বসিবে। আল্লাহর ফজলে নূর (আল্লাহর মোহাব্বত) অবতীর্ণ হইবে।**

## আদাবুল মুরীদ

মাক্‌তুবাতে ইমাম রব্বানী কিতাবে লিখিত আছে-

১. নিজের পীর হইতে অন্য পীরকে ভাল মনে করিলে নিজ পীরের ফায়েজ লাভ হইবে না।

২. মুরীদ সকল দিক হইতে মনকে পীরের দিকে নিয়োজিত করিবে এবং যথাশক্তি জান মাল দিয়া খেদমত করিবে।

৩. পীরের হুকুম ব্যতীত নফল ইবাদত বা জেকেরাদি তাহার সম্মুখে করিবে না।

৪. পীরের সম্মুখে বসিয়া পীরের দিকে ব্যতীত অন্য দিকে তাকাইবেনা ও মনযোগ দিবে না বরং পীরের দিকে একান্তভাবে মোতাওয়াজ্জেহ হইয়া বসিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি হুকুম না করেন ততক্ষণ জেকের পর্যন্ত করিবে না। পীরের সম্মুখে ফরজ ও সুন্নাত ছাড়া আর কিছুই করিবে না।

৫. মুরীদ এমন স্থানে দাঁড়াইবে না যাহাতে পীরের শরীর কিংবা কাপড়ের উপর মুরীদের ছায়া পতিত হয়।

৬. পীরের জায়নামাযের উপর পা রাখিবেনা । তাঁহার অজু গোসলের স্থানে অজু গোসল করিবে না। পায়খানা সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে।

৭. পীরের ব্যবহৃত খাছ বর্তন পেয়ালা ইত্যাদি ব্যবহার করিবে না।

৮. পীরের সম্মুখে পানাহার করিবে না এবং কাহারও সহিত আলাপ আলোচনা করিবে না বা অন্যের দিকে কোনও প্রকারে মোতাওয়াজ্জেহ হইবে না।

৯. পীরের সম্মুখে কি পশ্চাতে বসিয়া কিংবা পীর যেদিকে থাকেন সে দিকে পা বিস্তার করিবে না বা থুথু ফেলিবে না।

১০. পীরের সকল কাজ ভাল মনে করিবে, যদিও প্রকাশ্যে উহা ভাল মনে না হয়। কেননা, কামেল পীর আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে 'এল্‌হাম' প্রাপ্ত হইয়া কাজ করিয়া থাকেন। কাজেই পীরের কাজের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিলে তাহাতে কোনও বাদ প্রতিবাদ করিবে না।

১১. খানা-পিনা ও লেবাছাদি পরিধান করা ইত্যাদি ছোট বড় সব কাজে পীরের অনুসরণ করিবে। এই প্রকার নামায পড়াও পীরের তরীকা মতে আমল

করিবে এবং ফিকহের মাসয়ালায় পীরের অবলম্বিত মতই অনুসরণ করিবে।

১২. পীরের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারে কোন প্রকার বাদ প্রতিবাদ করিবে না বা অন্তরে কোনও সন্দেহ করিবে না। কেননা বাদানুবাদে ও তর্কে নিরাশ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

১৩. পীরের নিকট কারামত দেখিতে চাহিবে না। কেননা কাফের ও নাফরমান ব্যতীত হযরত নবী করীম ﷺ এর নিকট কেহ মোজেজা, দেখিতে চাহে নাই।

১৪. মুরীদের মনে কোনও প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে তখনই পীরের নিকট আরজ করিবে। পীর বুঝাইয়া দিলে যদি মন না বুঝে, তবে নিজের ত্রুটি মনে করিবে। পীরের প্রতি কোন প্রকার দ্বিধাভাব পোষণ করিবে না।

১৫. কোনও ঘটনা মালুম হইলে তাহা তখনই পীরের নিকট আরজ করিবে। পীর উক্ত বিষয় সম্বন্ধে যাহা ব্যাখ্যা করেন তাহাই মান্য করিয়া নিবে। মুরীদ নিজ কাশ্‌ফ বা এল্‌হামের উপর কোনরূপ ভরসা করিবে না।

১৬. পীরের সম্মুখে উচ্চ শব্দে কথা বলিবে না।

১৭. মুরীদের ফায়েজ বরকত যাহা কিছু লাভ হয়, তাহা পীরের অসীলায় লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে। মোট কথা, পীরের আদবই হইতেছে তরীকা লাভের প্রধান উপায়।

১৮. অবশ্য মুরীদ যদি প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও পীরের সকল হক পালন করিতে অসমর্থ হয় তবে উহা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু এই অবস্থায় নিজের অক্ষমতা সবিনয়ে পেশ করিয়া মুরীদের মাফ নেয়া একান্ত আবশ্যক।

১৯. মুরীদ যদি পীরের আদবের প্রতি লক্ষ্য না করে এবং পীরের নিকট নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতা প্রকাশও না করে তবে সে পীরের নেয়ামত হইতে মাহ্‌রূম থাকিয়া যাইবে। এইরূপ "নূরুন আলা নূর" কিতাবের ৭ম হেদায়েতে আছে।

## জামেউল উসূল কিতাবে আছে-

**১. হক্কানী পীর লাভ হইলে মুরীদ তাহার নিকট নিজ মতলব প্রকাশ করিবে অর্থাৎ বলিবে যে, আমি আপনার খেদমতে আল্লাহর মা'রেফত শিক্ষা করিতে আসিয়াছি। পীর যদি কবুল করেন তবে আর কিছুই বলিবে না অর্থাৎ ছবকাদি**

চাহিবে না বরং খুব আগ্রহের সহিত পীরের খেদমত করিবে। অতঃপর পীর কিছু তা'লীম দিলে একান্ত মনযোগের সহিত উহা আদায় করিতে থাকিবে এবং পীরের দিকে সর্বদা মন নিবিষ্ট রাখিবে।

২. পীরের নিকট অপরের সালাম নিয়া আসা আদবের খেলাফ। জামেউল উসূল কিতাবে এই মাসয়ালার মর্মে আরও কয়েকটি মাসয়ালা লিখিত আছে।

(ক) পীরের বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধব নিয়া বেড়াইতে আসিবে না। অপরের ব্যারাম পীড়ার তদবীর কিংবা অপরের জিজ্ঞাসিত কথা বা প্রেরিত হাদিয়া নিয়া আসাও আদবের খেলাফ। তবে যদি কাহারও সম্বন্ধে পীরের এজাজত থাকে তবে তাহার জন্য পৃথক কথা।

(খ) মুরীদ পীরের বাড়ীতে আসিয়া কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা করিলে বা কোন দরকারী কাজে আসিতে হইলে পূর্বে এজাজত নেওয়া আবশ্যক। চিঠি-পত্রাদি সরাসরি পীরের নিকট না লিখিয়া দরবারের কাহারও নিকট লিখাই অধিকতর শিষ্টতা।

৩. পীর যাহা আদেশ করেন বিলম্ব না করিয়া তখনই তাহা পালন করিবে। কাজ সম্পন্ন করিবার পূর্বে কোন প্রকার প্রতিবাদ বা দ্বিধা করিবে না।

৪. পীরের সহিত কোনও প্রকার বাদানুবাদ বা তর্ক-বিতর্ক করিবে না। কারণ পীরের সহিত বাদানুবাদ ও তর্কের দ্বারা মুরীদের অন্তরে যে পর্দা পতিত হয় তাহার কোন এলাজ নাই। ইহাতে মুরীদের ফায়েজ বন্ধ হইয়া যায়।

৫. মুরীদ নিজের বাতেনী অবস্থা ভাল-মন্দ যাহাই হউক না কেন পীরকে জানাইবে। পীর অবস্থা বুঝিয়া প্রতিকার করিবেন। কারণ পীর বাতেনী হাকীম। মুরীদের বাতেনী অবস্থা জ্ঞাত হইলে তিনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

৬. পীর কাশ্‌ফ দ্বারা মুরীদের অবস্থা জ্ঞাত হইতেছেন, এই ভরসায় মুরীদ বসিয়া থাকিবে না। মুরীদ নিজ অবস্থা জানাইবে।

৭. মা'রেফত লাভ করিতে হইলে একান্তভাবে পীরের দামান ধরিবে। কোন কষ্ট মুসীবত গ্রাহ্য করিবে না। জান-মাল সন্তান সবই পীরের প্রতি কোরবান করিবে। উদ্দেশ্য এই যে, কামেল পীরের অসীলা ব্যতীত আল্লাহর মোহাব্বত লাভ হইবে না।

৮. পীরের বিনা অনুমতিতে তাঁহার সকল আদত ও অভ্যাসের অনুসরণ করিবে

না। কেননা, পীর স্থান কাল ও পাত্রভেদে বিবেচনা করিয়া কাজ করিয়া থাকেন। মুরীদ ইহার তাৎপর্য না বুঝিয়া অনুসরণ করিতে যাইবে না। কারণ কোন সময় ইহা বিষতুল্য হইতে পারে। তবে পীর যাহা করিবার জন্য আদেশ করেন, তাহা বিনা দ্বিধায় পালন করিবে।

৯. মুরীদ নিজেকে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করিবে। সাধ্য পক্ষে অপরের হক নিজের মাথায় রাখিবে না বরং আদায় করিয়া দিবে ও তওবা করিবে। পীরের দরবারে নিজের মকছুদ ব্যতীত সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিবে।

১০. পীরের কোন কথা বা কাজের আমানত নষ্ট করিবে না। সম্মানের লাঘব জনক সামান্য কোন কাজও করিবে না বা কথা বলিবে না।

১১. শুধুমাত্র জাত পাক আল্লাহ তাআলার মোহাব্বত ব্যতীত পীরের নিকট আর কিছু প্রত্যাশা করিবে না। পীরের হাতে মুরীদ এমনভাবে থাকিবে যেমন গোসলকারীর হাতে মৃত ব্যক্তি।

১২. পীরের কোন কথাই পরিবর্তন করিবে না। যদিও মুরীদের কথা সত্য হয়, তথাপি পীরের গলৎকে নিজের সহীহ হইতে উত্তম মনে করিবে।

১৩. পীর কোন বিষয়ে আদেশ না দিলে তাঁহাকে কোনও দিকে ইঙ্গিত করিবে না।

১৪. পীরের খলিফা কিংবা যে পূর্বে মুরীদ হইয়াছে, তাঁহাকে মুরব্বির ন্যায় সম্মান করিবে, যদিও তাহার কোন মুস্তাহাব আমল কম থাকে।

১৫. নিজের যাবতীয় কাজ যথাসাধ্য পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া করিবে। পীরের পরামর্শ লওয়া কঠিন হইলে কোন নেক্‌কার পরহেজগার লোকের পরামর্শ লইয়া করিবে।

১৬. মুরীদ নিজ ক্রোধ সম্বরণ করিবে। কারণ, ইহাতে জেকেরের নূর হ্রাস পায়। কোন তর্ক আলোচনায় নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য ঝগড়া করিবে না। কারণ, ঝগড়া ও তর্কে ভুল পয়দা হয় এবং অন্তর মলিন হয়। হঠাৎ যদি কাহারও সহিত ঝগড়া কলহ হইয়া পড়ে তবে তখনি তওবা করিবে। যদিও নিজের দাবী সত্য ও হক হয় তথাপি প্রতিপক্ষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

১৭. কাহারও প্রতি ঘৃণার নজরে তাকাইবে না।

## উক্ত জামেউল অছুল কিতাবে আদাবুল মুরীদের বয়ানে বিশেষ জরুরী ও সর্ববাদী সম্মত মতে কয়েকটি নীতি লিখিয়াছেনঃ

১. মুরীদ নিজ পীরের প্রতি এইরূপ গাঢ় এতেকাদ রাখিবে যে, নিজ পীরের অসীলায়ই যাবতীয় মকছুদ হাছেল হইবে। নিজ পীর ব্যতীত যদি অন্যের প্রতি কিছুমাত্র প্রত্যাশা করে তবে তাহার ফায়েজ বন্ধ হইয়া যাইবে।

২. পীরের যাবতীয় কাজ-কর্মে ও আদেশ-নিষেধে সর্বতোভাবে রাজী থাকিবে এবং জান-মাল দ্বারা খেদমত করিবে। কারণ আর্থিক বা শারীরিক খেদমত ব্যতীত মুরীদের এতেকাদ ও মোহাব্বত প্রমাণ হয় না। মুরীদ কি পরিমাণ সরল খাঁটি তাহা এতদ্বারা প্রমাণিত হয়।

৩. ছোট বড় সব কাজে, ইবাদতে ও আদত আখ্লাকে মুরীদ নিজ ইচ্ছাকে পীরের ইচ্ছার সম্মুখে উচ্ছেদ করিবে।

৪. পীর যাহা মাকরূহ মনে করেন বা অপছন্দ করেন, তাহা হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে।

৫. মোরাকাবা মোশাহাদা বা খাবে কোন হালত মালুম হইলে নিজে তাহার তাবীর করিবে না যদিও তাবীর নিজের মালুম হয়, তাহার উপর নির্ভর না করিয়া পীরের নিকট অবস্থা প্রকাশ করতঃ জওয়াবের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, তাঁহার নিকট জওয়াব তলব করিবে না।

৬. পীর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তাহার জওয়াব দিবে।

৭. মুরীদ পীরের নিকট খুব ছোট আওয়াজে কথা বলিবে। কেননা, মুরব্বী ও বুজুর্গানের সম্মুখে উচ্চ শব্দে কথা বলা বেআদবী। পীরের দরবারে কথাবার্তা ও ছওয়াল জওয়াব বাড়াইবে না। কারণ ইহাতে মুরীদের দেল হইতে পীরের প্রভাব হ্রাস পায় ও মুরীদের অন্তরে পর্দা পতিত হয়।

৮. পীরের সহিত সময় বুঝিয়া কথা বলিবে। অর্থাৎ একান্ত সুযোগ উপস্থিত হইলে আদব ও বিনয়ের সহিত আবশ্যক পরিমাণ কথা বলিবে। পীরের দরবারে নিজের মর্যাদা ও স্থান হিসাবে কথা বলিবে। পীরের জওয়াব খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবে। উহার ব্যতিক্রম হইলে ফায়েজ বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা একবার হইলে পুনরায় উদ্ধার করা কঠিন।

৯. মুরীদের হাল, এলহাম ও কাশফ ইত্যাদি যাহা আল্লাহ এনায়েত করেন,

তাহা পীরের নিকট প্রকাশ করিবে।

মোট কথা আদব ও চরিত্রই হইতেছে পীরের নেক নজর লাভের উপায়। উহা কেবল কিতাবে লিখিত নীতির দ্বারাই সমাধা হয় না। জ্ঞান ও অনুসন্ধান দ্বারা পীরের দরবারের নীতি ও পীরের তবিয়ৎ জানিতে হইবে এবং তদানুযায়ী আদব কায়দা গঠন করিতে হইবে। অনেক সময় মুরীদগণ আদব রক্ষা করিতে যাইয়া বেআদবী করিতে থাকেন। কারণ পীর অবস্থাভেদে মুরীদকে আবশ্যক মতে কোন হুকুম করেন মুরীদের তাহা করিতে ইতস্ততঃ করা আদবের বিপরীত। কোন সময় মুরীদগণ আদবের বাড়াবাড়ি করিতে যাইয়া পীরের বিরক্তি উৎপাদন করিতে থাকেন। ইহতে মূলে বেআদবী হইয়া যায়।

পীরের আওলাদ ফরজন্দকে পীরের জাত হিসাবে পীরের তুল্যই সম্মান করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের হুকুম আহকাম, ইবাদত-বন্দেগী, জেকের-আজকার, অজীফা, আমল ও পোশাক-পরিচ্ছদে সঠিক ভাবে পীরের অনুগত ও তাহার মাসলাক অনুযায়ী চলিবে।

পীরের সহিত ঘনিষ্টতার দোহাই দিয়া তাঁহার নিকট মর্যাদা তলব করা কিংবা তদানুরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করাও আদবের বিপরীত কার্য।

## তা'লীমের সময় পীর ও ওস্তাদের দিকে মুখ করিয়া বসার হুকুম

তা'লীমের সময় পীর ও ওস্তাদের দিকে মুখ করিয়া বসার ব্যাপারে আমরা প্রথমত হযরত রাসূল মকবুল ﷺ -এর পাক মজলিসে তা'লীমের ধারা কি ছিল উহা চয়ন করে দেখি। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসে জিব্রাইল প্রনিধান যোগ্য-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا-قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهٗ يَسْاَلُهٗ وَيُصَدِّقُهٗ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ. قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ-قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ. قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرٰكَ-قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّآئِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرٰى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَآءَ الشَّآءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ- ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّآئِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهٗ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ-(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন- ঘটনাক্রমে আমরা একদিন হযরত রাসূলে পাক ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ ধবধবে সাদা পোষাকধারী ও মিশমিশে কালো কেশের অধিকারী একজন লোক আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। যাহার শরীরে ও পোশাকে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না, অথচ আমাদের মধ্য হইতে কেউ তাহাকে চিনিতে পারিতেছিল না। লোকটি হযরত নবী করীম ﷺ এর নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর হুজুর ﷺ এর দুই হাঁটুর সাথে নিজের দুই হাঁটু মিশাইয়া এবং নিজের দুই হাত তাঁহার দুই উরুর উপর রাখিয়া আরজ করিলেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন (ইসলাম কি?)। হুজুর ﷺ উত্তর করিলেন- ইসলাম হইল- তুমি স্বাক্ষ্য দিবে

(মুখে স্বীকার করিবে) যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ (উপাস্য) নাই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁহার রাসূল, নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, রমযানের রোজা রাখিবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করিবে যদিতুমি সেখানে পৌছতে সমর্থ হও। লোকটি বলিলেন- ঠিকই বলিলেন, তাঁহার এই কথায় আমরা আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, তিনি স্বয়ং হুজুরকে প্রশ্নও করিলেন আবার তিনিই তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া মন্তব্য করিলেন। (মনে হয় তিনি এই সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অভিজ্ঞ) অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে বলুন- ঈমান কাহাকে বলে? হুজুর ﷺ উত্তর করিলেন, আল্লাহ পাককে বিশ্বাস করিবে, তাঁহার ফেরেশতা ও তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহ্সান সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। হুজুর ﷺ বলিলেন, ইহ্সান হইল তুমি আল্লাহ পাকের ইবাদত এইরূপে করিবে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ। আর যদি তুমি তাঁহাকে দেখিতে না-ই পাও তাহা হইলে এইরূপে ইবাদত করিবে যেন তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।

আগন্তক বলিলেন- কেয়ামত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তদুত্তরে হুজুর ﷺ সাল্লাম বলিলেন, যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এই ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চাইতে তিনি অধিক জানেন না। আগন্তক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন- কেয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করুন। তদুত্তরে হুজুর ﷺ বলিলেন- কিয়ামতের আলামতগুলির মধ্যে কয়েকটি আলামত হইতেছে এই দাসী তাহার মনিবকে জন্ম দিবে। আর তুমি উলংগ পা, লেংটা দরিদ্র বকরীর রাখালদিগকে দেখিতে পাইবে যে,তাহারা অট্টালিকা-প্রাসাদে বসিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেছে।

অতঃপর আগন্তক রওয়ানা হইয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কিছু সময় বসিয়া থাকিলাম। তখন হুজুর ﷺ বলিলেন হে ওমর! তুমি জান এই প্রশ্নকারী কে ছিলেন ? আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল এই ব্যাপারে ভাল জানেন। হুজুর ﷺ বলিলেন, ইনি হচ্ছেন হযরত জিব্রাঈল আলাইচ্ছালাম। তোমাদিগকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য আসিয়াছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ছহীহ বুখারী শরীফ ১/৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

اَخْبَرَنَا اَبُو اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَّهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ بَايِعُوْنِىْ اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا - وَّلَاتَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَّفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ - وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْشَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ - فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذَالِكَ-

رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ج١ص٧ محرر-

**অনুবাদঃ** প্রকাশ থাকে যে, আবু ইদ্রিস আয়েজুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ওবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত উবাদা বিন ছামেত বদরী ছাহাবী এবং বাইয়াতে আকাবার ১২ জন নেতা কর্মীর ১ জন। হযরত রাসূল কারীম ﷺ তাহার চারপাশে সমবেত। ছাহাবায়ে কেরামের দলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলে এই মর্মে আমার নিকট বাইয়াত তথা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, মহান আল্লাহর সহিত কাউকে অংশীদার করিবে না, চুরি করিবে না, যেনা করিবে না, আপন সন্তানাদি হত্যা করিবে না, ইচ্ছা পূর্বক কাহারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং সৎকাজের খেলাপ করিবে না। যে ব্যক্তি এই শপথ রক্ষা করিবে তাহার প্রতিদান মহান আল্লাহর জিম্মায়। আর যেই ব্যক্তি উক্ত অন্যায় কাজগুলির কোন কিছু করিবে এবং তজ্জন্য দুনিয়ায় তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হইবে। তাহা হইলে উহা তাহার গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। আর যেই ব্যক্তি এইসব নিষিদ্ধ কাজগুলির কোনটি করিবে এবং মহান আল্লাহ উহা দুনিয়াতে গোপন রাখিলেন তাহা হইলে পরকালে ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর আমরা সকলে তাঁহার নিকট বাইয়াত হইলাম।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وعَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ - تِرْمِذِىُّ ٢-١٧٥

**অনুবাদঃ** হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) উভয়ে রাসূল কারীম ﷺ -এর নিকট হাজির হইলেন, তিনি বলিলেন, যেইসব বান্দা আল্লাহর জেকের করিতে বসিয়া যায় তাহাদের সকলকে ফেরেশতারা বেষ্টন করিয়া ফেলে। আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে ঘিরিয়া লয়, তাহাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং মহান আল্লাহ তাহাদেরকে তাহার নিকট যেইসব মুকাররাবীন ফেরেশতা রহিয়াছেন তাঁহাদের নিকট তাহাদের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। সুবহানাল্লাহ!

বর্ণিত হাদীছের غَشِيَتْ وَحَفَّتْ দ্বারা সাব্যস্থ হইয়াছে- জেকেরের মাহফিলে জাকেরীণ পীর ছাহেব বা জেকেরের তা'লীম দাতাকে গোলাকার হইয়া ঘিরিয়া বসিবেন। যেমন ছাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসূল কারীম ﷺ কে ঘিরিয়া বসিতেন।

ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত-

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا- قَالُوْا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ- قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ- المشكوة ١٩٨

**অনুবাদঃ** হযরত রাসূল আকরাম ﷺ বলিয়াছেন, যখন তোমরা বেহেশতের বাগানের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তখন তোমরা বিচরণ করিবে। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন হুযুর! বেহেশতের বাগান কি? তিনি উত্তরে বলিলেন, উহা হইতেছে হালকায়ে জেকের। হালকা অর্থ গোলাকার

জামায়াত। এইসব হাদীছে সম্মিলিত জেকের করা প্রমাণিত হইল। তা'লীমদাতার চতুর্দিকে লোকজন তাহার প্রতি মুখ করিয়া বসেন কখন কি বলেন তাহা শ্রবণ করিবার জন্য। যেমন ওস্তাদের নিকট শাগরিদ মুখোমুখী হইয়া বসেন।

বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, পীর-ওস্তাদ এবং ধর্মীয় উপদেষ্টাদের তা'লীম ও নছীহত শ্রবণে তাহাদের দিকে মুখ করিয়া বসা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

## তাওয়াজ্জুহের বিবরণ

সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবের ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে- মুরীদ অজু সহকারে আদবের সহিত পীরের সম্মুখে নিঃশব্দে একাগ্রচিত্তে অন্য সকল চিন্তা ত্যাগ করতঃ জিহ্বা এবং অংগ প্রত্যঙ্গ সমূহ স্থির রাখিয়া বসিবে। পীর দেলে দেলে আল্লাহ আল্লাহ বলিবেন, পীরের কর্তব্য মুরীদকে তা'লীমের জন্য একাগ্রচিত্তে নিজে জেকের করতঃ লতীফায় নূর ও জেকের জারী করিয়া ঐ নূর ও জেকের মুরীদের লতীফায় ও সর্বাঙ্গে সজোরে নিক্ষেপ করিবেন। ইহাকে তাওয়াজ্জুহ বলে।

## তাওয়াজ্জুহের প্রমাণ

হযরত নবী করীম ﷺ এর অন্তরে আল্লাহ তায়ালার রহমতের জ্যোতি অর্পিত হইয়াছিল, ইহাকে তাওয়াজ্জুহ বলে।

ছহীহ বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড তৃতীয় পৃষ্ঠায় (মিছরী ছাপা) বর্ণিত আছে- যখন হযরত নবী করীম ﷺ হেরা নামক পর্বতের গুহায় ছিলেন তখন হযরত জিব্রাঈল আমীনের তাওয়াজ্জুহ দানে হযরত ﷺ এর পড়িবার শক্তি জন্মিয়াছিল।

হযরত বাকীবিল্লাহ (রহঃ) এর বাড়িতে কয়েকজন অতিথী আসিয়াছিল, কোন রুটিওয়ালা তাঁহার অতিথীকে রুটি দান করায় তাঁহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ইত্তেহাদী তাওয়াজ্জুহ দিয়া ছিলেন, তাহাতে পীর ও মুরীদ একই বর্ণের হইয়াছিল। তাহা পাঠক মাত্রই শুনিয়া থাকিবেন।

ছহীহ বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড (মিছরী ছাপা) ২২ পৃষ্ঠায় এলেমের

অধ্যায়ে আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর হাদীস স্মরণ থাকিত না। হযরত ﷺ এর তাওয়াজ্জুহে তাঁহার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল।

তাফসীরে দুররে মনছুরে আছে-

হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যখন হযরত ﷺ এর শিরচ্ছেদনের জন্য আসিয়াছিলেন, তখন হযরত ﷺ তাঁহার হস্ত ধরিলেন, অমনি ওমর (রাঃ) কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন, হস্ত হইতে তরবারি ভুতলে পতিত হইল। ইহাও তাওয়াজ্জুহ বৈ আর কিছুই নহে।

পাঠকগণ, সাবধান! এই তাওয়াজ্জুহকে যাহারা ম্যাসম্যারিজমের সহিত তুলনা করে, তাহারা এই বিষয়ে অজ্ঞ বৈ আর কি? আমার ভয় হয়, ঐ সকল লোক যাদুগীরদের যাদু ও পয়গম্বরের মোজেযাকে একই জিনিস মনে করে। যাহা হউক, ঐরূপ অজ্ঞদের জন্য সকলে দোয়া করিবেন যেন তাহারা তাওয়াজ্জুহের মর্ম বুঝিতে সক্ষম হয়।

এরশাদুত্তালেবীন কিতাবে আছে যে, চেতনা ও নিদ্রিতাবস্থায় ছালেহ লোকের হৃদয়পটে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছায়া অঙ্কিত হয়, উহাকে কাশ্‌ফ কলে। আল্লাহ তায়ালা বা ফেরেশতা মানুষের হৃদয়ে যে তত্ত্বজ্ঞান নিক্ষেপ করেন, উহাকে এলহাম বলে। শয়তান দ্বারা যে কু-কল্পনা হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, উহাকে ওয়াস ওয়াসা বলে ।

## নকশাবন্দিয়ায়ে মোজাদ্দেদিয়া তরীকার বিবরণ

**নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ এশা ও বেতের নামায শেষ করতঃ পাঁচশত বার পড়িতে হইবে।**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ سِلْتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াছীলাতী ইলাইকা অ-আলেহী অ-ছাল্লেম।

**ফজরের নামাযের বাদ নিম্নে দরূদ শরীফ একশত বার পড়িবে-**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهٖ مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِى رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিন ছাইয়্যেদিল মুরছালীন অ-আলা মোহিয়ে সুন্নাতিহী মোজাদ্দেদে আলফেছানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে।

ইহার পরে নিম্ন দোয়া পাঁচশত বার বা কমপক্ষে তিনশত বার পড়িবে-

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-

**উচ্চারণঃ** লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

পরে ফজরের প্রথমোক্ত দরূদ একশত বার পড়িবে।

**দ্রষ্টব্যঃ-** তরীকতপন্থীগণ নিয়মিত সময়ে হামেশা দরূদ শরীফ রীতিমত আদায় করিবে। ইহাতে কখনও অবহেলা করিবে না। কেননা দরূদ শরীফ অন্তরকে গুনাহ হইতে পবিত্র করিবার রেত স্বরূপ। অধিক মাত্রায় দরূদ পাঠ করিলে অন্তর গুনাহের কার্য হইতে ফিরিয়া থাকে। যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক দরূদ পাঠ করিতে অসমর্থ হয় তবে পীরের অনুমতি নিয়া তদনুসারে আমল করিবে।

দরূদ শরীফ পাঠ করিবার সময় যখন 'আল্লাহ' শব্দ বলিবে তখন আল্লাহ পাকের জাতের দিকে খেয়াল করিবে এবং 'মোহাম্মদ' শব্দ বলিবার সময় হযরত ﷺ এর দিকে খেয়াল করিবে। দরূদ শরীফ পড়িবার সময় দুই জানু হইয়া নামাযের বৈঠকের ন্যায় বসিবে এবং চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া কলবের দিকে মনোযোগ দিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি, আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অসীলা হইয়া হযরত ﷺ এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। তাহার কলব হইতে মোহাব্বত ও নূরের ফায়েজ আমার কলবে আসে এবং তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত নছিব হয়।

ফজরের দরূদ শরীফের নিয়তে হযরত ﷺ এর কলবের দিকের পরিবর্তে "হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী" (রহঃ) এর কলবের দিকে

মোতাওয়াজ্জেহ হইয়া বলার বিধান আছে। ইহা ছাড়া "হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী" (রহঃ) এর কলবের অসীলায় হযরত ﷺ এর কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে বলিতে পারে।

## দরূদ শরীফের ফজিলত

দরূদ শরীফ অন্তরকে গুনাহ হইতে পবিত্র করিবার রেত স্বরূপ। হাদীস শরীফে আছে- " একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিলে দশটি নেকী পাঠকারীর আমলনামায় লিখিত হয় এবং দশটি গুনাহ আমলনামা হইতে মুছিয়া ফেলা হয় ও তাহার দশটি সম্মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত দরূদ শরীফ পাঠে হযরত ﷺ এবং অলী আল্লাহগণের প্রতি মোহব্বত বৃদ্ধি হয়।

## 'লা-হাওলা' পাঠের ছওয়াব

হাদীস শরীফে 'লা-হাওলা..... পাঠের বহু ফজিলত লিখিত আছে। শীত ঋতুতে যেরূপ বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া যায় সেই রূপ 'লা-হাওলা' পাঠ করিলে শরীরের গুনাহ সমূহ ঝরিয়া পড়িয়া যায়। একবার মাত্র 'লা-হাওলা'..... পাঠ করিলে ৯৯ প্রকার পীড়া হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চিন্তাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রোগ।

সুতরাং তরীকতপন্থীগণ জীবনকাল তরীকার অজীফা অর্থাৎ দরূদ শরীফ ও 'লা-হাওলা' রীতিমত আদায় করিবে।

অজীফা ও দরূদ শরীফ দৈনিক ঔষধ স্বরূপ। ইহা রীতিমত আদায় করিবার মধ্যে ইহার উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে। যদি অজীফা দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াও হারাম বা সন্দেহের খাদ্যাদি খাওয়া ত্যাগ না করে ও অন্যান্য গুনাহ হইতে নিজকে না বাঁচায়, তবে ইহার সুফল লাভ করিবার আশা বৃথা। অতএব তরীকা শিক্ষার্থীগণ সর্বদা সাবধানে আমল করিবেন ও গুনাহের কার্য ও হারাম খাদ্য হইতে বাঁচিয়া থাকিবেন।

## নকশাবন্দিয়ায়ে মোজাদ্দেদিয়া তরীকার লতীফাসমূহ

হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) তদীয় মোকামাতে ইমাম রব্বানী নামক কেতাবের ১০২ পৃষ্ঠায় যেরূপভাবে লতীফা সমূহের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, এখানে সেই অনুযায়ী লিখিয়া দেওয়া হইলঃ

১। **কল্‌ব**- বাম দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে।

২। **রূহ**- ডান দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে।

৩। **ছের**- বাম দুধের দুই অঙ্গুলী উপরে।

৪। **খফি**- ডান দুধের দুই অঙ্গুলী উপরে।

৫। **আখ্‌ফা**- বক্ষস্থলের মধ্যে কড়ির হাড়ের নীচে।

৬। **নফছ**- কপালের মধ্যভাগে অবস্থিত।

কোন কিতাবে 'নফছ' কপালের উপরিভাগে সেজদা দিবার স্থানে এবং কোনও কিতাবে কপালের উপরিভাগে চুল উঠিবার স্থানের নিম্নে অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে।

উল্লেখিত এই ছয় লতীফা ছাড়া আরও চারটি লতীফা আছে। ইহাই মানব শরীরের মৌলিক উপাদান। এই চারটি উপাদানে মানব শরীর গঠিত। আরবীতে এই চারি মৌলিক পদার্থকে আরবা আনাছের বলে। ইহাদের নাম আব, আতশ, খাক, বাদ।

আব- পানি, আতশ-অগ্নি, খাক-মাটি, বাদ-বায়ু,। এই চারি পদার্থে মানবের দেহ গঠিত। ইহাকে আরবা-আনাছের বা চারি মৌলিক উপাদান বলে। এই চারটিকে আহলে তরীকত চারটি লতীফা বলিয়া থাকেন। সুতরাং এই চারটি ও উক্ত ছয়টি নিয়া লতীফার সংখ্যা মোট দশটি।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, মরহুম হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী ছাহেবের "নূরুন আলা নূর" কিতাবে একটি মন্তব্যের মর্মে জানা যায় যে, মোজাদ্দেদিয়া তরীকায় লতীফা সমূহের সংখ্যার মধ্যে একটু মতভেদ আছে। উহা এই যে, কাহারও মতে লতীফার সংখ্যা সাতটি, আর কাহারও মতে দশটি। বস্তুতঃ ইহা কোনও মতভেদ নহে। যেহেতু কলব, রূহ ইত্যাদি ছয়টি লতীফা ব্যতীত উক্ত আব, আতশ, খাক ও বাদ ইত্যাদিকে মোট একটিমাত্র লতীফা বলিয়াছেন। এই জন্যই কেহ কেহ লতীফার সংখ্যা মোট সাতটি ধার্য করিয়াছেন। আবার কেহ উহাকে উল্লিখিত পৃথক পৃথক নামে গণনা করিয়া লতীফার সংখ্যা দশটি স্থির করিয়াছেন।

## জেকের করিবার তরতীব

মানব শরীরে যে সকল লতীফার কথা উল্লেখ করা হইল, সেইগুলি এক একটি প্রাণীর ন্যায় জেকের করিয়া থাকে। সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবের ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উল্লেখিত লতীফা সমূহে জেকের জারী করিয়া লওয়াই তরীকতপন্থীর প্রথম কর্তব্য।

তরীকা শিক্ষার্থীগণ প্রথমতঃ মনের যাবতীয় পার্থিব চিন্তা দূর করতঃ অতিশয় মনোযোগ ও আদব সহকারে পীরের সম্মুখে চক্ষু ও মুখ বন্ধ করিয়া উপবেশন করিবে। আল্লাহর প্রেম লাভ করাই যেন মনের উদ্দেশ্য থাকে। শরীর যথাসম্ভব ধীর স্থির ও মন একাগ্রতা পূর্ণ রাখিয়া বসিবে।

মোকামাতে ইমাম রব্বানী কিতাবে লিখিত আছে যে, তরীকা শিক্ষার্থী মন হইতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা দূর করিয়া পীরের সম্মুখে অতিশয় আদবের সহিত বসিবে এবং নিজে মনের একাগ্রতা লাভের জন্য আল্লাহর সমীপে বিনীতভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিবে। মোজাদ্দেদিয়া তরীকার নিয়মানুসারে তরীকতপন্থী জেকের মুখে উচ্চারণ না করিয়া খেয়ালের সহিত লতীফায় জেকের করিবে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিতে হইবে না।

## ছওয়াব রেছানীর নিয়ম

আমার পীর ছাহেব কেবলা মরহুম এরশাদ করিয়াছেন যে, জেকের করিতে বসিবার পূর্বে ওজু করতঃ একাগ্রতার সহিত কেবলামুখী হইয়া বসিবে এবং বিসমিল্লাহসহ তিনবার সূরা ফাতেহা, দশবার সূরা ইখলাছ, এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ মোনাজাত করিয়া বলিবে, "হে আল্লাহ! আমি যাহা কিছু পাঠ করিলাম ইহার ছওয়াব হযরত রাসূল ﷺ ও তাহার আল আসহাবগণের মোবারক রূহের উপর এবং যাবতীয় অলি, দরবেশ, গাওছ কুতুব বিশেষ করিয়া হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) ও তাহার তরীকার যাবতীয় অলি আবদালগণের রূহের উপর বখশিশ করিয়া দিলাম। হে আল্লাহ, তাহাদের অছীলায় আমাকে তরীকা নছীব কর। অতঃপর নিম্নরূপ নিয়ত করিয়া মোরাকাবায় বসিবে।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে

মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে মোবারক "আল্লাহ, আল্লাহ" লফজের ফায়েজ আমার কলবে আসে, জেকের ও মহব্বতের ফায়েজ আমার নছীব হয় ও আমার কলবে 'আল্লাহ' শব্দ জারী হয়।

**দ্রষ্টব্যঃ** তরীকা শিক্ষার্থী এই প্রকার প্রস্তুত হইয়া বসিলে পীর ছাহেবও তখন অতিশয় মনোযোগ সহকারে মুরীদকে ফায়েজ পৌছাবার জন্য মোতাওয়াজ্জেহ হন এবং নিজ লতীফায় জেকের জারী করিয়া পূর্ণ মনঃযোগ সহকারে শিক্ষার্থীর লতীফায় নিক্ষেপ করিতে থাকেন। অতঃপর মুরীদ পীরের নির্দেশ অনুসারে ফজরের নামাযের বাদ ফজরের অজীফাসহ অন্ততঃ একঘণ্টা কাল যথারীতি মোরাকাবা করিবে। এইরূপ মাগরেবের নামাযের পরেও কমপক্ষে একঘণ্টা মোরাকাবা করিবে। ইহা ছাড়া যে কোনও অবসরের সময় মোরাকাবা করিবে। এই প্রকার নিয়মিত অজীফা ও মোরাকাবা করিতে করিতে আল্লাহর মহব্বত ও নূর মালুম হইতে থাকিবে।

পীর যদি সম্মুখে থাকেন, তবে তাহার অছীলা দিয়া মোরাকাবায় বসিবে। আর যদি পীর সম্মুখে নাও থাকেন এবং জেকেরে মোহাব্বত কম অনুভব হয় তবেও পীরের অছীলা দিয়া বসিতে পারে। এইরূপ ভাবে জেকের করিতে করিতে এক লতীফায় জেকের জারী হইলে পীরের নিকট অবস্থা জ্ঞাপন করিবে। পীর আবশ্যক বোধ করিলে অন্য লতীফায় ছবক দিবেন।

লতীফা সমূহের জেকেরের নিয়তের মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। মাত্র যে লতীফায় ছবক লইবে সেই লতীফার নাম মনে করিয়া সেই দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইবে।

## জেকের মালুম হইবার আলামত

লতীফায় জেকের পৌছিয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার কয়েকটি চিহ্ন আছে-

১। লতীফায় নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় স্পন্দন অনুভব করিবে। হাতে অনুভব হওয়া কোন শর্ত নহে।

২। শরীরে স্পন্দন অনুভব হইবে।

৩। কেহ নিজ কানেও জেকেরের শব্দ শুনিতে পাইবে, অবশ্য সাধারণের এইরূপ হয় না। এইরূপ না হইলে তাহাতে কাহারও ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত

নহে। যে কোনও প্রকারে জেকের অনুভব হোক, আল্লাহর শোকর করিবে। এইরূপ রফিকুচ্ছালেহীন কিতাবে উল্লেখ আছে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ছয় লতীফায় একত্রে মোতাওয়াজ্জেহ হইয়া বসিবে। তখন এইরূপ নিয়ত করিবে।

## একত্রে ছয় লতীফার নিয়ত

আমি আমার ছয় লতীফার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ছয় লতীফা হযরত পীর ছাহেব কেবলার ছয় লতীফার অছীলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমার ছয় লতীফায় আল্লাহ আল্লাহ জেকের ও মোহাব্বতের ফায়েজ আসে ও জেকের মালুম হয়।

## আরবা আনাছের

উপরোক্ত ছয় লতীফা একত্রে জারী হইলে ক্রমান্বয়ে আব, আতশ, খাক, বাদ এই চারি লতীফায় বসিবে। এই চারি লতীফাকে আরবা আনাছের বলে। এই লতীফা সমূহের জেকেরের মধ্যে কেবল নিয়তে নাম পরিবর্তন করিয়া বলিবে। আর সবই এক প্রকার থাকিবে। এই চারি লতীফার জেকের জারী হইলে শরীরের সর্বস্থানে জেকের মালুম হইবে। এমন কি প্রত্যেক লোমকূপে আল্লাহ আল্লাহ জেকের মালুম হইবে। উল্লিখিত চারি লতীফার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুভব হইবে। আব অর্থ পানি, এই লতীফায় জেকের জারী হইলে পানির প্রকৃতি হিসাবে শরীর শীতল বোধ হইবে। আতশ অর্থ অগ্নি, এই লতীফায় জেকের জারী হইলে শরীর কিঞ্চিৎ গরম অনুভব হইবে।

খাক্ অর্থ মাটি, ইহা জারী হইলে শরীর কিছু ভারী বোধ হইবে। বাদ অর্থ বায়ু, ইহা জারী হইলে বায়ুর প্রকৃতি হিসাবে শরীর কিছু হালকা বোধ হইবে। আল্লাহর মেহেরবানী হইলে দুনিয়ার যাবতীয় আব, আতশ, খাক, বাদ জেকের অনুভব করিবে। এমনকি গাছ-পালা, নদী, মাঠ, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদিতেও আল্লাহ জেকের মালুম হইবে।

**কোরআন পাকের আয়াত দ্বারা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়-**

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ-

অর্থাৎ- আল্লাহ বলিতেছেন যে আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহর জেকের করিতেছে।

বণী ঈসরাঈল ৪৩নং আয়াতে আছে-

وَاِنْ مِّنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

অর্থাৎ- এবং এমন কোনও পদার্থ নাই যাহা আল্লাহর প্রশংসার তাছবীহ পাঠ না করে, কিন্তু তোমরা তাদের তাছবীহ বুঝিতে পার না।

হযরত শেখ সাদী (রহঃ) এই মর্মে উক্তি করিয়াছেন-

اذكرش هرچه بينى در خروشست

ولےداندر ين معنى كه گو شست

نه بلبل برگا ش تسبيح خوان ست

بهر خا ر بتسبيحس زبا نيست

**সরলার্থঃ** সৃজন করেছে আল্লাহ যা কিছু ধরায়,

আল্লাহর জেকের তারা করে সর্বদায়।

নদ-নদী পর্বতাদি বৃক্ষ লতা যত,

সকলে আল্লাহর নাম জপে অবিরত।

স্বাভাবিক শব্দ যত পাই শুনিবার,

আর কিছু নহে উহা জেকের আল্লাহর।

ঝি ঝি পোকা সর্বদায় ঝি ঝি রব করে,

ঝর ঝর নড়ে বৃক্ষ অতি মৃদু স্বরে।

ঝিম ঝিম করে গিরি শুনিতে মধুর,

আর কিছু নহে ইহা জিকিরে গফুর।

এসব ভেদের কথা জানে ঐ জন,

যাহাকে দিয়াছে আল্লাহ বাতেনী শ্রবণ।

বাতেনী শ্রবণ লাভে আশা থাকে যার

নিশ্চয় নিশ্চয় যাবে মোর্শেদ গোচর।

## সুলতানুল আজকার

উপরে বর্ণিত দশ লতীফার সমস্ত শরীরে রীতিমত জেকের জারী হওয়ার নাম সুলতানুল আজকার।

**নিয়তঃ** আমি আমার দশ লতীফার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার দশ লতীফা আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমার দশ লতীফায় 'আল্লাহ আল্লাহ' জেকের মালুম হয়।

দশ লতীফা স্থলে সমস্ত শরীর অথবা কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি বলিলেও হইবে।

## সুলতানুল আজকার জারী হইবার আলামত

জাদুত্তাকওয়া কিতাবে নকশাবন্দিয়া তরীকার আশগালের বয়ানে লিখিত আছে যে, সুলতানুল আজকার রীতিমত জারী হইলে শরীরে কম্পন অনুভব হইবে। এমন কি কোন কোনও সময় হাত পা কিংবা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনিচ্ছা সত্ত্বেও লড়িয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবে। কখনও বা কম্প রোগের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকিবে। কখনও বা এইরূপ মনে হইবে যেন দিগ দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোনও সময় শরীরের ভিতরে পিপীলিকা চলাচলের ন্যায় বোধ হইবে। কোন সময় শরীর শীতল ও হালকা বোধ হইবে। আবার ভয়ানক শীতের সময় গ্রীষ্মে এবং গ্রীষ্মের সময় শৈত্য অনুভব হইবে। কখনও এইরূপ মনে হইবে যেন নিজের কোন অস্তিত্বই নাই।

এইরূপ অবস্থায় শরীরের জড়তা দূরীভূত হইবে। গোসল করিলে যেমন শরীরে স্বাচ্ছন্দ্যতা অনুভব হইতে থাকে, তদ্রূপ সুলতানুল আজকার জারী হইলে শরীরের অভ্যন্তরে এক প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য ও পবিত্রতা অনুভূত হইতে থাকে। আবার কাহারও বা শরীর অস্বাভাবিক ভাবে উথলিয়া উঠিতে থাকে ও আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যায় এবং আপনা হইতে শরীর চমকাইতে থাকে, ইহাও এক প্রকার নিম্ন শ্রেণীর কারামত। ইহা ব্যতীত কাহারও ভাগ্যে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে যে, সব শরীরে গৃহে বাহিরে বনে জঙ্গলে, বৃক্ষ, লতায়, পাহাড়-পর্বতে স্পষ্ট 'আল্লাহ আল্লাহ' শব্দ শুনিতে পায়। ইহা প্রকাশ্য কারামত বটে কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর অবস্থা। সাধারণের এইরূপ না হইলে তজ্জন্য ভাগ্নোৎসাহ হইবে না। তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। সর্বত্র উক্তরূপ জেকের

উত্থিত হওয়ার প্রমাণ কোরআন শরীফের আয়াত ও হযরত শেখ সাদীর উক্তি হইতে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, মা'রেফত শিক্ষার্থীর সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর জেকের হইতে কোনও সময়ের জন্য অমনোযোগী হইবে না অর্থাৎ কলবের জেকেরের দিকে সব সময়ই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা এইরূপ এরশাদ করিয়াছেন-

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ-

অর্থাৎ- তোমরা মনে মনে বিনয় ও ভীতি সহকারে মৃদু শব্দে দিবা-রাত্রি সব সময় তোমার প্রতিপালকের জেকের কর এবং তোমরা অমনোযোগী হইও না।

তাফসীরে খোলাছায় লিখিত আছে যে, উপরোক্ত আয়াত দ্বারাই কলবে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে জেকের করা প্রমাণিত হয়। উক্ত আয়াতের মর্মে সর্বদা জেকের করা প্রমাণিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আরও বহু প্রমাণ এই কেতাবের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে।

## পাছে আনফাছ জেকের করিবার নিয়ত

পাছে আনফাছের অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা। ইহার তাৎপর্য এই যে, কোনও একটি নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন আল্লাহর জেকের ব্যতীত বৃথা ব্যয় না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে আল্লাহর জেকের করার নাম পাছে-আনফাছ জেকের।

মোজাদ্দেদিয়া তরীকার শিক্ষার্থীগণ নফী এছবাতের ছবক লইবার পূর্ব পর্যন্ত জেকেরের ধারণার সহিত শ্বাস টানিবার সময় 'আল্লাহ' ও ছাড়িবার সময় 'হু' খেয়াল করিবে। এইরূপ নিয়তের সহিত পাছে-আনফাছ জেকের করিবে, মুখে কিছুই বলিতে হইবে না।

এই পাছে-আনফাছ জেকের এবং কলবের জেকের খাইতে, শুইতে, বসিতে সর্বদাই করিবে, ইহাতে কখনও অমনোযোগী হইবে না। যদি কখনও অনিচ্ছা সত্যে ভুল হইয়া যায় তবে পুনঃ দেলে দেলে তওবা করিয়া জেকেরের দিকে মনোযোগ দিবে।

তরীকত পন্থীগণ সর্বদা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রাখিবে।

## ১। হুশ্ দারদম্

অর্থাৎ- শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত যথারীতি জেকের করা। সদা সর্বদা এইরূপ খেয়াল রাখিলে আল্লাহর ফজলে শীঘ্রই 'হুযুরী কলব' লাভ হইবে। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য এইরূপ নিয়ম পালন করা খুবই উপকারী। তরীকতপন্থী ছবক সমূহের মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইলে সর্বদাই এই খেয়াল রাখিবে যেন কোনও মুহূর্তে আল্লাহর জেকের বিস্মরণ না হয়। কখনও কোন কারণে জেকের হইতে গাফেল হইয়া পড়িলে দেলে দেলে তওবা করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার জেকের করিতে থাকিবে। এইরূপ করিতে করিতে আল্লাহর ফজলে শীঘ্রই 'হুযুরী কলব' লাভ হইবে।

## ২। নজর দর কদম

অর্থাৎ - পায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। চতুর্দিকের নানা রং তামাশা ও লোভনীয় দৃশ্য হইতে মনকে কলবের দিকে কেন্দ্রিভূত করিতে না পারিলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে জেকেরে উন্নতি লাভ করা কষ্টকর। এই জন্য সর্বদা বাহ্যিক দৃশ্য হইতে চক্ষু যথাসম্ভব নিম্নগামী করিয়া খেয়ালকে নির্বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করিবে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা আবশ্যকীয় নীতি।

## ৩। ছফর দার ওতন

অর্থাৎ- মানবীয় কু-অভ্যাস সমূহ হইতে মনকে পবিত্র করতঃ ফেরেশতার পবিত্র স্বভাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। তরীকতপন্থী নিজ চরিত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে যদি নিজের মধ্যে কোন প্রকার কু-অভ্যাস থাকে, তবে তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

## ৪। খেলওয়াত দর আনজুমান

সভা, সমিতি ও জনসমাগমের মধ্যেও নিজের মনে নিজে একা থাকিবার অভ্যাস করা এবং জেকের নিয়া মনে মনে লিপ্ত থাকা। অর্থাৎ বাহ্যিক কথাবার্তা ও কাজ কর্মের সময়ও যেন মন আল্লাহর স্মরণ হইতে একেবারে দূর হইয়া না পড়ে। কোরআন শরীফে এই মর্মে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে-

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ-

অর্থাৎ- (পৃথিবীর) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত না রাখে। তরীকতপন্থী এই অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তৎপরতার সহিত নিয়মিত সাধনা করিবে।

## ৫। ইয়াদ্ কারদ্

অর্থাৎ- স্মরণ করা, সর্বদা আল্লাহর জেকের করিতে থাকা, কখনও গাফেল হওয়া চাই না। নফী এছবাত, পাছে আনফাছ কিংবা পীর যে কোনও জেকের শিক্ষা দেন তাহাই রীতিমত আমল করা।

তাফসীরে আজীজীর পাদটীকায় লিখিত আছে- হযরত খাজা নক্শবন্দ (রহঃ) বলিয়াছেন, সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা এবং তাঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ মন রাখাই জেকের করিবার মূল উদ্দেশ্য।

## ৬। বাজ্গাশ্ত

কিছুক্ষণ জেকের করিবার পর ৩ কি ৫ বার বলিবে- "হে আল্লাহ! তুমিই আমার একমাত্র মাকসুদ, তোমারই জন্য আমি দুনিয়া ও আখেরাত ত্যাগ করিয়াছি, তোমার নৈকট্য লাভে আমাকে সুখী কর।"

يَارَبِّ اَنْتَ مَقْصُوْدِىْ تَرَكْتُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ لَكَ اَتْمِمْ عَلٰى نِعْمَتَكَ وَارْزُقْ لِىْ وُصُوْلَكَ التَّامَّ-

## ৭। নেগাহ্ দাশত্

অর্থাৎ লক্ষ্য রাখা- আল্লাহ ব্যতীত অন্য চিন্তা মনে স্থান না পায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা। হযরত খাজা নক্শবন্দ (রহঃ) বলিয়াছেন- "মনে অন্য চিন্তা অন্য ভাব প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাত তাহা বিদূরীত করিবে। কেননা উহা অন্তরে বেশী সময় স্থায়ী হইলে তরীকতপন্থীর বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কাজেই উহা অল্পসময়ের জন্যও মনে স্থান দিবে না।"

## ৮। ইয়াদ্ দাশত্

অর্থাৎ- সর্বদা আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করা। অবশ্য মুখে উচ্চারণ

করা শর্ত নহে, অন্তরে খেয়াল করাই উদ্দেশ্য। ইহা তরীকার অতি উন্নত অবস্থার লক্ষণ।

## ৯। অকুফে জামানী

অর্থাৎ- নিজ মোরাকাবা ও জেকের রীতিমত হইতেছে কিনা প্রতি ঘণ্টায় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি দেখা যায় যে, গাফেল অবস্থায় কিছু সময় ব্যয় হইয়া গিয়াছে, তবে আবার তওবা করিয়া রীতিমত মোরাকাবা ও জেকের আরম্ভ করিবে এবং পুনঃ যাহাতে এইরূপ না ঘটে তজ্জন্য সাবধান হইবে।

## ১০। অকুফে আদাদী

বেজোড় সংখ্যায় জেকের করিবার প্রতি লক্ষ্য রাখার নাম অকুফে আদাদী

## ১১। অকুফে কলবী

অর্থাৎ- কলবে সর্বদা জেকের হইতেছে কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।

কাদেরিয়া তরীকার মাশায়েখগণ বলিয়াছেন যে, আল্লাহর জেকের ব্যতীত কোনও কু-চিন্তা অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই অকুফে কলবী। পবিত্র কোরআন মজীদে আছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا-

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা অত্যাধিক পরিমাণে আল্লাহর জেকের কর। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ানে লিখিয়াছেন যে, দিবসে, রাত্রে, শীতে, গ্রীষ্মে, নদ-নদীতে, প্রবাসে, আবাসে, লোকালয়ে, জঙ্গলে, আরামে, ব্যারামে, শয়নে, উপবেশনে সর্বাবস্থায় আল্লাহর জেকের কর।

কোন কোন তাফসীরে আছে, অধিক জেকেরের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা আনয়ন করা। এই কথার সমর্থনে তাফসীরে রূহুল বয়ানের ৩য় খণ্ডে সূরায় আহজাবে হযরত নবী করিম ﷺ এর হাদীসটি আনয়ন করিয়াছেন-

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ-

অর্থাৎ- যে যাহার প্রতি ভালবাসা রাখে, সে তাহারই নাম সর্বদা স্মরণ করে।

## নফী এছবাতের বিবরণ

হযরত ইমাম রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) তাঁহার 'মোকামাতে ইমাম রব্বানী' কিতাবে লিখিয়াছেন- (১) শ্বাস বন্ধ করতঃ নাভীর নিম্ন দেশ হইতে "লা" শব্দ কপালের উর্ধ্ব ভাগে 'নফছ' মোকাম পর্যন্ত উঠাইবে। তথা হইতে 'ইলাহা' শব্দ ডান স্কন্ধের উপর আনিবে। সেখান হইতে 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ কলব মোকাম পর্যন্ত পৌছাইবে যেন জেকেরের তাছীর সকল লতীফায় ও শরীরে পৌছে।

(২) আমার মাননীয় পীর ছাহেব কেবলা মরহুম বলিয়াছেন যে, শ্বাস বন্ধ করতঃ নাভী হইতে 'লা' শব্দ 'নফছ' মোকামে উঠাইয়া 'ইলাহা' শব্দ খফীর উপর দিয়া রূহতে নিয়া তথা হইতে 'ইল্লাল্লাহ' শুরু করিয়া আখফার উপর দিয়া কলবে নিবে যেন ইল্লাল্লাহ 'হে' শব্দ 'ছের লতীফা হইয়া বাহির হইয়া যায়।

(৩) সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবে আছে- শ্বাস বন্ধ করতঃ নাভী হইতে 'লা' শব্দ কপালের উপর দিয়া মাথার তালুতে নিবে, কাদেরিয়া তরীকা অনুযায়ী যাহাকে আখফা বলে- তথা হইতে 'ইলাহা' খফীর উপর দিয়া রূহতে নিবে, রূহ্ হইতে 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ আখফার উপর দিয়া সজোরে কলবে ধাক্কা দিবে যেন 'হো শব্দ ছের হইতে বাহির হইয়া যায়। এই সমস্তই শুধু খেয়ালের সহিত করিবে, মুখে কিছুই বলিতে হইবে না।

উল্লিখিত তিন প্রকার নফী এছবাতই জায়েজ আছে, তবে সর্বসাধারণের জন্য দ্বিতীয় প্রকারই সহজ।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নফী এছবাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## মশক করিবার কায়দা

প্রথম প্রথম শ্বাস বন্ধ করিয়া এক এক শ্বাসে তিন তিন বার 'লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ' খেয়ালের সহিত ঘুরাইবে। পরে শ্বাস ছাড়িবার সময় "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলিবে। যখন এইরূপ অভ্যাস হইয়া আসিবে, তখন দুই দুই বার

করিয়া প্রতি শ্বাসে বাড়াবে এবং শ্বাস পরিত্যাগ করিবার সময় এইরূপ 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলিবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে প্রতি শ্বাসে ২১/২৫/৩৩ বার খেয়ালের সহিত উক্ত জেকের ঘুরাইয়া শেষ বার 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলিয়া শ্বাস ছাড়িবে। এইরূপ প্রত্যেক ১০০ বার জেকের করিয়া 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলিবে। এই নিয়মে জেকের করাকে 'অকুফে আদাদী' বলে। যাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। যদি কেহ শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিতে না পারে কিংবা রাখিলে শারীরিক অসুবিধা বোধ হয়, তবে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস - প্রশ্বাস ছাড়িয়া জেকের করিতে পারে।

নফী এছবাত প্রথমতঃ পাঁচশত বার কিংবা কিছু কম, পরে অভ্যাস হইয়া আসিলে হাজার বার, এইরূপে ক্রমান্বয়ে দেড় হাজার, দুই হাজার, আড়াই হাজার, এমন কি দশ হাজার কিংবা তদুর্ধ্বেও করিতে পারে। নফী এছবাত দেলে দেলে করিবে, যেন সকল লতীফায় জেকের হইতেছে। যাহারা তরীকা শেষ করিয়াছেন, তাহারা প্রত্যহ কমপক্ষে তিন হাজার বার নফী এছবাত করিবেন। যদি কোন ওজরে নফী এছবাত কম করা হইয়া থাকে, তবে অবসর মত অন্য সময়ে তাহা পূর্ণ করিয়া লইবেন।

নফী এছবাত করিবার সময় যথা সম্ভব ধীর স্থির থাকিবে, শরীর হেলা দোলা করিবে না। মাথা ঈষত নড়িলে দোষ নাই কিন্তু ইচ্ছা করিয়া বেশী ঝাকাইবে না। একশত বার নফী এছবাত করতঃ বিনতীভাবে আল্লাহর নিকট আরজ করিবে- اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ رِضَاكَ وَمَعْرِفَتَكَ وَمَحَبَّتَكَ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার ইচ্ছার উপর রাজী রাখ ও তোমার মা'রেফত ও মোহাব্বত দান কর।

অতঃপর বলিবে لَا مَعْبُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ লা মাবুদা ইল্লাল্লাহ।

অর্থাৎ - এক আল্লাহ ব্যতীত বন্দেগীর যোগ্য আর কেহই নাই।

لَا مَقْصُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ- লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ।

অর্থাৎ - এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুরই কামনা নাই।

لَا مَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ- লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ।

অর্থাৎ- এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুরই অস্থিত্ব নাই। এইরূপ

আরবীতে কিংবা ইহার মর্ম বাংলায় খেয়াল করিবে, পরে আবার নফী এছবাত আরম্ভ করিবে।

নফী এছবাত করিতে করিতে আল্লাহর ফজলে এইরূপ মালুম হইতে পারে, যেন কোনও লাঠির অগ্রভাগে আগুন লাগাইয়া ঘুরাইতে থাকিলে যেইরূপ গোলাকৃতি রোশ্‌নী দেখা যায়, নফী এছবাত করিবার সময় লতীফা সমূহের উপর দিয়া তদ্রূপ 'নূর' প্রকাশ হইয়া ঘুর্ণায়মান হইতে থাকিবে। যদি নূর বা মোহাব্বত কম অনুভব হয় তবে নিম্নরূপ নিয়ত করতঃ নফী এছবাত করিবে।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নফী এছবাতের নূর ও মোহাব্বতের ফায়েজ আমার কলবে আসে। সঙ্গে সঙ্গে নিজ গুনাহ সমূহের ইয়াদ করিবে। নূর ও মোহাব্বতের ফায়েজের নিয়ত একত্রেও করিতে পারে।

## হযরত ﷺ এর মোহাব্বতের ফায়েজের নিয়ত

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত নবী করিম ﷺ এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত নবী করীম ﷺ এর কলব হইতে মোহাব্বতের ফায়েজ আমার কলবে আসে এবং তাহার জিয়ারত নছীব হয় ও নূর মালুম হয়।

আমার পীর ছাহেব কেবলা মরহুম বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক ছবকে বসার পূর্বে কিছু সময় আল্লাহ ও রাসূলের মোহাব্বতের ফায়েজে বসা ভাল।

নফী এছবাতের সময় প্রাথমিক মুরীদগণ ধারণা করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ নাই। মধ্যম শ্রেণীর মুরীদ ধারণা করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত মকছুদ নাই এবং উচ্চ শ্রেণীর মুরীদগণ খেয়াল করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কিছুই নাই।

## কু-রিপু সমূহের পরিচয়

জানা আবশ্যক যে, নফী এছবাত দ্বারা অন্তরের কু-রিপু সমূহ বিদূরীত হয়। মানুষের মধ্যে নিম্নলিখিত কু-রিপুগুলি বর্তমান থাকে।

যথা- (১) **হেরছ**- উপস্থিত বস্তুর প্রতি লোভ, ভালমন্দ বিচার না করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। (২) **তামা**- অদৃশ্য বস্তুর প্রতি আকাংখা। (৩) **বোখ্‌ল**- কৃপণতা। (৪) **হারাম** - অবৈধ কার্য করা বা খাদ্য খাওয়া (৫) **গীবত**- পশ্চাতে পরনিন্দা করা। (৬) **কেজ্‌ব**- মিথ্যা আচরণ করা। (৭) **হাছাদ**- হিংসা। (৮) **কেব্‌র্**-অহঙ্কার। (৯) **রিয়া**- ভণ্ডামী, লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। (১০) **কীনা**- আন্তরিক শত্রুতা পোষণ করা (১১) **ওজব্**- নিজ সৎকার্যের বা উপযুক্ততার অহঙ্কার।

উল্লিখিত কু-রিপুগুলি মানুষের প্রধান শত্রু। এই সকল অবস্থা পীরের নিকট বিস্তারিত জানিয়া লইবে। কোন পাপকার্যের মূলে এই সকল রিপুর কোনও না কোনটির প্ররোচনা থাকে। এই সকল রিপুকে দমন করিবার প্রধান অস্ত্র হইতেছে নফী এছবাত করা। জনৈক ফারসী শায়ের বলিয়াছেন-

زنک دل از صیقل لاپاک کن

سینه باتیغ محبت چاک کن-

অর্থাৎ, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ রূপ রেত দ্বারা তোমার অন্তরের মরিচা (পাপ) পবিত্র কর। তোমার অন্তর আল্লাহ প্রেমের তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত কর।"

অন্তরের কু-রিপু সমূহের বিনাশ সাধন ও নিয়ত করিবার পন্থা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, তরীকত পন্থীর মনে যদি উক্ত কু-রিপু সমূহের কোনটি অনুভব হয়, তবে তখনই সেই রিপুকে দূর করিবার নিয়ত করিয়া 'লা' বলিয়া 'ইলাহা' বলার সঙ্গে মনে সেই কু-রিপুর প্রতি খেয়াল করিবে। যদি ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন না হয় তবে লা-হেরছা ইল্লাল্লাহ, লা-তামায়া ইল্লাল্লাহ, রা-রিয়াআ ইল্লাল্লাহ, লা-কীনা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিবে কিংবা ইহার তাৎপর্যের প্রতি খেয়াল করিবে। আল্লাহ চাহিলে ইহাতে কু-রিপু পরিবর্তন হইয়া যাইবে। ইহা পরীক্ষিত। কু-রিপু দমন করিবার জন্য এই প্রকারে জেকের করা মাওলানা আব্দুল হক মোহাজেরে মক্কী ছাহেব তদীয় তা'লীমে হাক্কানী কেতাবেও লিখিয়াছেন।

## নফী এছবাতের পাছে আনফাছের নিয়ম

শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত নফী এছবাত করার নাম নফী এছবাতের পাছে-আনফাছ। ইহা করিবার নিয়ম এই যে, শ্বাস ছাড়িতে 'লা - ইলাহা' টানিতে 'ইল্লাল্লাহ' সর্বদা খেয়াল রাখিবে। এইরূপ চলিতে, ফিরিতে, খাইতে, শুইতে সর্বদা শ্বাসের সহিত খেয়ালে জেকের করিবে। কোন সময় মনোযোগ হারাইলে পুনঃ মনে মনে তওবা করিয়া ঐরূপে শ্বাসের জেকের আরম্ভ করিবে।

## লতীফা সমূহের নূরের বিবরণ

লতীফা সমূহের প্রত্যেকের এক একটি রং আছে। জেকের করিবার সময় উক্ত রং সমূহ কখনও কখনও জারী হইয়া থাকে।

(১) কলবের রং জরদ, (২) রূহের রং লাল, (৩) ছেরের রংসাদা, (৪) খফীর রংকাল (৫) আখফার রং সবুজ, (৬) নফছের রং সূর্যের কিরণের ন্যায়।

লতীফা সমূহের এই সকল রং দেখা মোরাকাবার উদ্দেশ্য নহে। যদি কেহ লতীফার রং দেখিতে না পায়, কিংবা 'ছায়ের' ও 'কাশ্‌ফ' না হয়, তাহাতে চিন্তিত হইবার কারণ নাই। মোরাকাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহর মোহাব্বত লাভ করা। ইহার জন্যই সর্বদা চেষ্টা করিবে। হযরত পীর ছাহেব কেবলা বলিয়াছেন যে, রং না দেখা ও ছায়ের হওয়াও এক প্রকার তরীকা।

হযরত মোজাদ্দেদ মাওলানা ছৈয়দ আহমদ (রহঃ) ছাহেবের অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ ছাহেব তদীয় সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

كه جو كشف وشهود سلوك كے اعمال اور اشغال مين كوشش كرنے كے باعث پيش اتے هين كافر اور مؤمن اور مبتدع اور متبع سنت كے درميان مشترك هو تاهے- ليكن مؤمن كا ايمان اور اتباع سنت كا اسكى مقبوليت كاسبب هوتا هے اور كافر كا كفر اور ملحد كا الحاد اور مبتدع كا بدعت اسكى رد كرنيوالى چيز بن هين- پس اس كشف اور شهود كو كمال سمجه لينا جوانسان سے مطلوب هے محض خطا هے-

অর্থাৎ-"তরীকার কার্যাবলী ও ছলুকাত যথারীতি সম্পন্ন করার দরুন যে কাশ্‌ফ ও মোশাহাদা ইত্যাদি লাভ হইয়া থাকে তাহাতে মোমেন ও মোশরেকের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ চেষ্টা করিলে মোমেন, মোশরেক সকলেরই ইহা হাসেল হইতে পারে। কিন্তু মো'মেন ব্যক্তির ঈমান ও সুন্নতের তাবেদারীর কারণে উহা গ্রহণযোগ্য এবং কাফের ও মোশরেকের কুফ্‌রী এবং মোশ্‌রেকীর কারণে ও বেদ্‌আতি লোকের বেদ্‌আত আমলের দরুন তাহাদের কাশ্‌ফ ও মুশাহাদা সবই অগ্রাহ্য হইবে। কাজেই 'কাশ্‌ফ' 'মোশাহাদা' এবং 'নূর' ইত্যাদি দর্শন করাকেই উদ্দেশ্য ও সাফল্য মনে করা একেবারেই ভুল।

হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী মরহুম মাগফুর ছাহেবের কওলুচ্ছাবেত কিতাবের ১২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

مگر سالك سوائے معرفت اور محبت کے اور اطمینان کے ذکر سے دوسرے چیز کا ارادہ نہ کریگا- کیو نکہ اول توب بات اخلاص بے خلاف ھے- اور دوسرے جو شخص یہ سمجھا کہ ذکر سے کوئی صورت شکل اور انوار نظر پڑینگے توجب اسکو کچھ نظر نہ پڑ یگاتب ذکر سے اور اپنے مرشد سے بھی بے اعتقاد ھو جائیگا اور شك مین کی فتار ھو بگا اور اس طرح سے اس جاھل کی بات ھے جو کھتا ھے کہ فلا نے مرشد بھی ایك شخص کو توجہ دین اور ھم بھی ایك شخص کو توجہ دین- دیکھو کسکی توجہ سے وہ آدمی بےہوش ھو جاتا ھے- سویہ نری جھالت کی بات ھے کیونکہ ذکر اور مراقبہ کا جو فائدہ اور غرض کا ابھی مذکور ھو ئی یہ بات اسکی خلاف ھے اور حقیقت یہ کہ ذکر سے مقصود اصلی معرفت اوحب الی سوا اور کچھ نہیں

অর্থাৎ- ছালেক ব্যক্তি মোরাকাবা ও জেকের দ্বারা আল্লাহর মা'রেফত, মোহাব্বত ও অন্তরের নিরুদ্বিগ্নতা ছাড়া আর কিছুরই অভিলাষ করিবে না। কেননা প্রথমতঃ ইহা আসল উদ্দেশ্যের বিপরীত। দ্বিতীয়তঃ যদি কেহ মনে করিয়া বসে যে, তরীকা দ্বারা কোন চিত্র বৈচিত্র বা 'নূর' দর্শন লাভ হইবে, অতঃপর তাহার আশানুযায়ী ঐ সকল দর্শন না ঘটিলে জেকের, মোরাকাবা ও পীর মোরশেদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং সন্দিহান হইয়া পড়িবে। আবার যে

মূর্খ আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাকে যে, অমুক পীর একজনকে তাওয়াজ্জোহ্ দেউক এবং আমি একজনকে তাওয়াজ্জোহ দেই, দেখি কাহার তাওয়াজ্জেহ ঐ ব্যক্তি বেহুশ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইহা নিছক মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা জেকের ও মোরাকাবার যে উদ্দেশ্য এইমাত্র উল্লেখ করা হইল এই সব তাহার বিপরীত। মোট কথা, জেকের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর মা'রেফত ও মোহাব্বত ছাড়া আর কিছুই কাম্য নহে।

মকতুবাতে ইমাম রব্বানী কিতাবের ১ম খণ্ডে ২৬৬ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে।

অদৃশ্য বস্তু ও রং দেখা তরীকতপন্থীদের উদ্দেশ্য নহে। শুধু আল্লাহ ও আল্লাহর হুকুমের তাবেদারী করা ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি প্রেম করাই উদ্দেশ্য। যদি কেহ নূর ও বিচিত্র জিনিস দেখাকেই মোরাকাবার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে, তবে তাহা খেলাধুলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি কেহ সুন্নত তরীকা মোতাবেক যাবতীয় হুকুম আহকাম প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয় এবং গুণাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তবে নূর ও বিচিত্র দৃশ্যাবলী না দেখিলেও ক্ষতি নাই।

আর যদি কেহ নূর ও আজব বস্তু মোরাকাবার সময় দেখে কিন্তু শরীয়ত মোতাবেক চলিতে সমর্থ না হয় ও বেদআত ত্যাগ করিতে না পারে তবে তাহাতে মা'রেফত হাছেল হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে না।

শেখ জিয়াউদ্দীন নক্শবন্দী (রহঃ) এর জামেউল উসূল কিতাবের ৭৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞাত ও অদৃশ্য বস্তু দেখা ও নূর দর্শন করা মা'রেফতের উদ্দেশ্য নহে। চারটি জিনিস লাভ করাই তরীকার উদ্দেশ্য। যথা-

**(১)জমিয়তঃ** - বিচ্ছিন্ন মনকে একমাত্র আল্লাহর চিন্তার দিকে নিয়োজিত করা। **(২) হুজুরী** অর্থাৎ আল্লাহকে হাজের (সর্বত্র বিরাজমান) নাজের (সর্বদর্শী) মনে করিবার ক্ষমতা অর্জন করা। **(৩) জজ্বাত**- অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে মন সর্বদা আকর্ষিত হওয়া। **(৪) ওয়ারেদাত** - অর্থাৎ আল্লাহর তরফ হইতে অসহ্যকর ফায়েজ প্রাপ্ত হওয়া।

জানা আবশ্যক যে, লতীফা সমূহের নূর দুই প্রকার-জাহেরী ও বাতেনী। প্রকাশ্য ভাবে যে নূর দেখা যায় ও কাশফ্ হয়, তাহাকে জাহেরী নূর বলে এবং আল্লাহর তরফ হইতে অন্তরে যে জজবাত ও ওয়ারেদাত হইয়া থাকে, উহাকে

বাতেনী নূর বলে। তরীকার যাবতীয় মোরাকাবা মোশাহাদা 'দায়রা' 'মশক' ইত্যাদির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর মোহাব্বত লাভ করা বই আর কিছুই নহে। তরীকতপন্থী সর্বদা ইহা স্মরণ রাখিবেন।

মোকামাতে ইমাম রাব্বানী কেতাবের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

جو شخص صاحب كشف هو تا هے وه نور اور اپنے سير كو در يافت كر سكتا هے اور صاحب كشف عيانى اس زمانه مين بسبب مفقود هونے اكل حلال كے كم-هے اس وقت مين جو اكثر طالب هين وه صاحب كشف وجدانى هو تے هن يه وجدانى بهى ايك كشف هى كى قسم سے هے- كشف عيانى اور كشف وجدانى مين فرق يه هے كه صاحب كشف عيانى عيانا ديكهتا هے كه يه ايك مقام سے دوسرے مقام كى سير كرتا هے- اور صاحب وجدانى گرچه عيانا نهين ديكهتا ے مگر تبدل احوال اور تغير واردات كو اپنى ادراك سے معلوم كر ليتا ے چنا نچه هوا اگرچه نظر مين نهين آتى مگر ادراك سے محسوس هوتى هے جو شخص ادراك وجدانى سے بهى اپنے حالات كو نهتن دريافت كرسكا اسے مقامات كى بشارت دينا گويا طريقة كا بدنام كرنا هے-

অর্থাৎ- যাহার অন্তরচক্ষু প্রসারিত হইয়া যায়- অর্থাৎ কাশ্‌ফ হইতে থাকে, সে 'নূর' এবং 'ছায়ের' অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু এই যুগে হালাল রুজি বিলুপ্ত প্রায় হইবার কারণে 'কাশফে ইয়ানী' অর্থাৎ চাক্ষুষ কাশ্‌ফ খুব কমই হইয়া থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ লোকের যে 'কাশ্‌ফ' হয়, উহা 'কাশ্‌ফে-বেজদানী শ্রেণীর অন্তর্গত। অবশ্য কাশ্‌ফে বেজ্‌দানীও এক শ্রেণীর কাশ্‌ফ বটে। তবে কাশ্‌ফে ইয়ানী ও কাশফে বেজদানীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাহার কাশ্‌ফে ইয়ানী হয়, তিনি স্পষ্টই দেখিতে পান যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 'ছায়ের' করিতেছেন। কিন্তু যাহার কাশ্‌ফে "বেজদানী" হয় তিনি পরিষ্কার দেখিতে না পাইলেও অবস্থার পরিবর্তন কিংবা ওয়ারেদাত ইত্যাদি অনুভব করিতে পারেন।

বায়ু দৃশ্যমান না হইলেও যেমন উহাকে উপলব্ধি করা যায়, তেমনি কাশফে বেজদানী অনুভূতি দ্বারা বুঝিতে পারে। যে ব্যক্তি কাশফে বেজদানী দ্বারাও স্বীয় অবস্থাদির পরিবর্তন অনুভব করতে পারেনি তাহাকে মোকামাতের সুসংবাদ প্রদান করা তরীকার দুর্ণাম করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

## তওবার ফায়েজ

পবিত্র কোরআন মজিদে আছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا-

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক বলিতেছেন যে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের গুনাহরাশি হইতে আল্লাহর নিকট সরলান্তকরণে তওবা কর।"

এই আয়াতের নির্দেশানুসারে মানুষকে আল্লাহর নিকট কায়মনে নিজ নিজ গুনাহ হইতে তওবা করা একান্ত কর্তব্য। সুতরাং তওবা কবুল হইবার জন্য এই মোরাকাবা করিবে। এই মোরাকাবার সময় যথাশক্তি নিম্নলিখিত কার্যসমূহ করিবে।

(১) নিজের উপরে অন্যের যে কোনও প্রকার দাবী থাকুক, অবিলম্বে তাহা পরিশোধ করিবে।

(২) শক্তি থাকিলে কর্জ্জ পরিশোধ করিবে।

(৩) এই প্রকার কাহারও কোন দাবী থাকিলে, যেমন কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকিলে, কাহারও মাল জোর পূর্বক আনিয়া থাকিলে তাহা পরিশোধ করিবে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কাহাকেও মারিয়া থাকিলে কিংবা কটু বলিয়া থাকিলে, কিংবা জাহেরী, বাতেনী কোনও প্রকার শেরক করিয়া থাকিলে এই সকল হইতে খাঁটি ভাবে তওবা করিয়া মনকে পবিত্র করিবে। যথাশক্তি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব আদায় করিবে। এইভাবে প্রস্তুত হইতে পারিলে আল্লাহর ফজলে তওবার ফায়েজের নেয়ামত লাভ হইবে।

## তওবার ফায়েজের নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত আদম (আঃ)-এর অছীলায় আল্লাহ তায়ার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

আল্লাহ তায়ালার তরফ স্থলে আরশে মোআল্লার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে এইরূপও বলিতে পারে।

অতঃপর নিম্ন আয়াত মনে মনে পাঠ করিবে কিংবা আয়াতের তাৎপর্য

খেয়াল করিতে থাকিবে-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَاِن لَّم تَغفِرلَنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

**অর্থঃ-** হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নফছের (আত্মার) উপর অত্যাচার করিয়াছি। অর্থাৎ গুনাহ দ্বারা আত্মাকে অপবিত্র করিয়াছি, যদি তুমি ক্ষমা না কর এবং অনুগ্রহ না কর, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হইব।

## দায়েরায়ে এমকান

হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী মরহুম তদীয় 'নূরুন আলা নূর' কিতাবে লিখিয়াছেন যে, হযরত ইমাম রাব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) এবং তাঁহার খলিফাগণ উক্তি করিয়াছেন এবং শেখ জিয়াউদ্দীন (রহঃ) তাঁহার জামেউল উসূল কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মানুষ দশ লতীফা (উপাদান) দ্বারা সৃষ্ট। তাহার মধ্যে পাঁচটি আলমে আমরের অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য জগতের উপাদান এবং পাঁচটি আলমে খালকের বা দৃশ্যমান জগতের উপাদান।

আলমে আমরের পাঁচটি লতীফার নাম যথাঃ- **কলব, রূহ, ছের. খফী, আখফা** এবং আলমে খালক বা দৃশ্যমান জগতের পাঁচটি লতীফার নাম যথাঃ- **নফছ, আব, আতশ, খাক ও বাদ।**

আল্লাহ তায়ালা 'কুন' শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গেই যে অদৃশ্যমান জগত সৃষ্ট হইয়াছে উহাকে আলমে আমর বলে এবং আলমে খালক বা দৃশ্যমান জগত আল্লাহ তায়ালার হুকুমের পরে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট সময়ে বিকাশ হইতেছে। উহা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব হইয়া থাকে এবং উহা প্রকাশ্য জগত। আলমে আমর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না।

নিম্নের দায়েরা (আয়তরেখা) দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, আরশের উপরিস্থিত পাঁচটি লতীফা আলমে আমরের অন্তর্গত এবং নিম্নের লতীফা আলমে খালকের অন্তর্গত।

## নকশ দায়েরায়ে এমকান نقشه دائرئه امكان




## দায়েরায়ে এমকানের নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আরশে মোআল্লার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আরশে মোআল্লার তরফ হইতে দায়েরায়ে এমকানের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

পীর সামনে হউক বা না হউক হামেশা পীরের অছীলা দিয়া বসাই ভাল। যদি মহব্বত কম মালুম হয়, তবে প্রত্যেক ছবকেই পীরের অছীলা দিয়া বসিবে।

এই দায়েরার অন্যান্য ছবক সমূহ নিম্নে দেয়া হইল।

## ১। আনওয়ারে ছায়েরে আফাকীর মোরাকাবা

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আরশে মোআল্লার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আরশে মোআল্লার তরফ হইতে আনওয়ারে আফাকীর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় لَا ظَاهِرَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা - জাহেরা ইল্লাল্লাহ' দেলে দেলে পাঠ করিবে। এই মোরাকাবায় জমীন হইতে আরশ পর্যন্ত ছায়ের হইতে পারে এবং আল্লাহর ফজলে পাহাড়, জঙ্গল, ময়দান প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। যদি কাহারও ছায়ের না হয় এবং মহব্বত মালুম হইতে থাকে তবে ভীত হইবার কারণ নাই; কেননা ছায়ের হওয়া মোরাকাবার উদ্দেশ্য নহে। আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত লাভ করাই মোরাকাবার উদ্দেশ্য। তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে।

## ২। তাজাল্লীয়ে আফয়ালীর মোরাকাবা

**নিয়তঃ**- আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আরশে মোআল্লার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আরশে মোআল্লার তরফ হইতে তাজাল্লীয়ে আফয়ালীর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় لَا فَاعِلَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা-ফায়েলা ইল্লাল্লাহ' এই কালাম দেলে দেলে পাঠ করিবে। এই ছবকে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি হইবে এবং দেল রওশন হইতে থাকিবে।

## ৩। তাওহীদে আফয়ালীর মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি, আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আরশে মোআল্লার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আরশে মোআল্লাহ হইতে তাওহীদে আফয়ালীর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় لَافَاعِلَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা ফায়েলা ইল্লাল্লাহ' দেলে দেলে পাঠ করিবে। এই ছবকে যাবতীয় সৃষ্টি এবং ভালমন্দ আল্লাহর তরফ হইতে আসে, ইহা অনুভব হইতে থাকিবে। আল্লাহর অনুগ্রহ হইলে নিম্ন আয়াতের মর্ম ছালেকের চরিত্রে বিকাশ পাইবে-

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

**অর্থঃ** যাহারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোকদিগকে ক্ষমা করে, (তাহারাই সৎকার্যকারী) আল্লাহ সৎকার্যকারীদিগকে ভালবাসেন।

এই আয়াতের অর্থানুযায়ী উক্ত মোরাকাবায় দেল হইতে ক্রোধ বিদূরিত হইবে এবং লোকের অপরাধ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা জন্মিবে।

## জজবাতুম মিন জজবাতিল্লাহর মোরাকাবা

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। শুধু ছবকের নাম পরিবর্তন করিবে।

এই মোরাকাবায় لَا مَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা-মাওজুদা ইল্লাল্লাহ কিংবা' لَا مَقْصُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা-মাকছুদা ইল্লাল্লাহ' দেলে দেলে খেয়াল করিবে।

এই মোরাকাবায় আল্লাহর মহব্বত এবং জজ্‌বাও প্রবল আকর্ষণ অনুভব হইতে থাকিবে।

## আনোয়ারে ছায়েরে আনফোছীর মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আনওয়ারে ছায়েরে আনফোছীর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় لَا بَاطِنَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা-বাতেনা ইল্লাল্লাহ' দেলে দেলে পাঠ করিবে। এই মোরাকাবায় ছায়ের এবং আল্লাহ তায়ালার মহব্বত বৃদ্ধি হইবে। সূফীগণ এই মোরাকাবাকে জজবা ও উরুজ অর্থাৎ উর্ধ্বগামী আকর্ষণ বলেন। উক্ত মোরাকাবা সমূহে আরও যে যে অবস্থা আপতিত হইতে পারে তাহা পীর ছাহেব অবস্থা অনুসারে বলিয়া দিবেন।

## রহমাতের ফায়েজ

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে **'ইয়া আল্লাহু', 'ইয়া রাহমানু', 'ইয়া রাহিমু', 'ইয়া হাইউ', 'ইয়া কাইউমু'** এই নাম সমূহের রহমতের ফায়েজ আমার কলবে আসিয়া বুজুর্গানের রূহ মোবারকে পৌছে ও তাহাদের জিয়ারত আমার নছীব হয়।

মোরাকাবায় বসিয়া এই নামসমূহ পাঠ করিবে-

يَا اَللّٰهُ- يَا رَحْمٰنُ- يَا رَحِيْمُ- يَا حَيُّ- يَا قَيُّوْمُ-

কোনও বুজুর্গ লোকের কবরের পাশে বসিলে উক্তরূপ নিয়ত করিবে। আর দূরে বসিলে নিম্নরূপ নিয়ত করিবে।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে **'ইয়া আল্লাহ', 'ইয়া রাহমানু', 'ইয়া রাহিমু', 'ইয়া হাইউ', 'ইয়া কাইউমু'** এই পাঁচ নামের রহমতের ফায়েজ আমার কলবে আসুক এবং উক্ত পাঁচ নামের রহমতের ফায়েজ কলব হইতে বুজুর্গানের রূহ মোবারকে পৌছে ও তাঁহাদের নিকট হইতে দোয়া এবং ফায়েজ আমার হাছেল হয়।

এই নিয়তে মোরদা রূহের খেয়ালে বসিলে তখন ইহাকে কাশফুল কুবুরের মোরাকাবা বলে। অন্তর কঠিন মনে হইলে কিংবা মহব্বত কম হইলে এই মোরাকাবায় বসিবে। তখন নিম্নরূপ নিয়ত করিবে।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে **'ইয়া আল্লাহ', 'ইয়া রাহমানু', 'ইয়া রাহিমু', 'ইয়া হাইউ', 'ইয়া কাইউমু'** এই নাম সমূহের রহমতের ফায়েজ আমার কলবে পৌঁছে, এবং কলবের কঠিনতা দূর হইয়া আল্লাহর মহব্বত পয়দা হয়।

রোগ আরোগ্যের নিয়ত করিয়াও এই মোরাকাবায় বসিতে পারে। নিয়ত একই প্রকার, মাত্র এইটুকু পরিবর্তন করিয়া বলিবে যে, উক্ত নাম সমূহের রহমতের ফায়েজ আমার কলবে পৌছিয়া আমার জাহেরী, বাতেনী রোগ সমূহ আরোগ্য হয়।

دائره ولايت صغرى

## দায়েরায়ে বেলায়েতে ছোগরা




### ১। জেলালে আছমা ও ছেফাত ظلال اسماء وصفات

জেলালে আছমা ও ছেফাত-এর উদ্দেশ্য এই যে, হাদীস শরীফে আছে- تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও। আল্লাহর গুণ সমূহ যেমন-রহিম, করিম, হালিম প্রভৃতি ছেফাত সমূহের জেলাল অর্থাৎ প্রতিবিম্বের 'ফায়েজ' এই দায়ের মশ্‌ক করিলে ছালেকের অন্তরে পতিত হয় এবং তদ্বারা 'ছালেক' আল্লাহর গুণাবলীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। হযরত পীর ছাহেব কেবলা মরহুম বলিয়াছেন যে, এই দায়েরাই বেলায়েতের প্রথম। তওবা, এনাবত, জোহদ, অরা, শোকর, ছবর, তাওয়াক্কুল, কানায়াত, রেদা ও তাছলীম এই দশ মোকামের ফায়েজ হাছেল না হইলে 'বেলায়েত' হাছিল হইতে পারে না।

জেলালে আছমা ও ছেফাত মূলে বেলায়েতে ছোগরাই বটে। এই নিমিত্ত এই দায়েরাকে বেলায়েতে ছোগরা বলা হয়। এই দায়েরায় বসিলে দেল রওশন হইয়া যায়। বিস্তারিত পীরের নিকট বুঝিয়া লইবে।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাত যাহা মোছতাজমেয়ে জামীয়ে আছমা ও ছেফাত হয়, সেই আছমা ও ছেফাতের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ হইতেছে। উক্ত আছমা ও ছেফাতের জেলালের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## ২। মাইয়াত - معیت

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাত, যাহা মোছতাজমেয়ে জামীয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে। উক্ত আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, মাইয়াতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় বসিয়া মাঝে মাঝে وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ এই আয়াত কিংবা ইহার অর্থ দেলে খেয়াল করিবে।

## ৩। মাইয়াতে হোব্বি معیت حبی

উপরোক্ত ছবকের ন্যায় নিয়ত করিবে, কেবল মাইয়াত স্থলে "মাইয়াতে হোব্বি বলিবে। উক্ত আয়াত খেয়াল করিবে।

## ৪। নেছইয়ানো আম্মা ছেওয়ায়ে আল্লাহ نسیان عن ماسوی اللہ

**নিয়তঃ** উক্তরূপ খালী নাম পরিবর্তন করিয়া বলিবে। এই মোরাকাবার সময় সমস্ত জগত এমন কি নিজকে পর্যন্ত ভুলিয়া আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবার ইচ্ছা হইবে।

## ৫। গালাবাতুন্নেছবাত غلبۃ النسبۃ

নিয়তের কোন পরিবর্তন নাই, মাত্র নাম পরিবর্তন করিয়া বলিতে হইবে। এই মোরাকাবায় আল্লাহ তায়ালার মহব্বত বৃদ্ধি হইবে এবং চক্ষু হইতে অশ্রু বাহির হইবে।

## ৬। তাওহীদে মোআল্লা توحید معلی

নিয়তের কোনও ব্যতিক্রম নাই। শুধু 'গালাবাতুন্নেছবাত' স্থলে 'তাওহীদে মোআল্লাহ' বলিবে।

এই মোরাকাবায় আল্লাহ তায়ালার নূর ও মহব্বত লাভ হইতে পারে।

## ৭। তাজাল্লীয়ে বারকী تجلی برقی

উপরোক্ত প্রকারেই নিয়ত করিবে। এই মোরাকাবায় কখনও রোশনী মা'লুম হইবে এবং কখনও ক্ষণিকের জন্য কলবে উজ্জ্বল নূর প্রকাশ হইবে। এই জন্য ইহাকে তাজাল্লীয়ে বাকী বলে।

## ৮। ওয়াহ্দাত দার কাছরাত -وحدت درکثرت

নিয়ত একই প্রকার। এই মোরাকাবায় সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আল্লাহর একত্ব অনুভূত হইবে।

## ৯। ওয়াহদানিয়াত -وحدانية

এই ছবকের নিয়তও উক্তরূপ। শুধু ছবকের নাম পরিবর্তন করিয়া বলিবে।

## ১০। ছাম্দানিয়াত صمدانيت

নিয়ত উক্তরূপ। ইহার পরে -مستی- شکر- طیش- شوق শাওক, তাইশ, শোকর ও মছতি প্রভৃতির উক্তরূপ নিয়তে ভিন্ন ভিন্ন মোরাকাবা করিবে। বিস্তারিত পীরের নিকট জ্ঞাত হইবে।

## ১১। মোরাকাবায়ে জালালী -مراقبة جلالی

يَا اَللّٰهُ- يَا قَهَّارُ- يَا جَلِيْلُ- يَا جَبَّارُ-

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাত, যাহা মোছতাজ্মেয়ে জামীয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, সেই আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত আছমা ও ছেফাত হইতে ইয়া আল্লাহু, ইয়া কাহ্হারু, ইয়া জালীলু, ইয়া জাব্বারু, এই নাম সমূহের জালালীর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় অন্তরের কঠিনতা দূর হইয়া ভয়ের সঞ্চার হইবে। যে কোনও কঠিন আপদ - বিপদে এই মোরাকাবা বিশেষ উপকারী। মোরাকাবার সময় কার্যের নিয়ত করিবে। আবশ্যক হইলে বিস্তারিত পীরের নিকট জানিয়া লইবে।

## ১২। ফানা -فنا

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। এই মোরাকাবায় তরীকতপন্থীর দেলের উপর এক প্রকার অবস্থা আসিয়া পতিত হইবে, যাহাতে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই খেয়াল থাকিবে না। তখন খাওয়া-পরা, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, হাট-বাজার করা, জমি চাষ করা, এমন কি স্ত্রী-পুত্র ও কন্যার হক আদায় করা ইত্যাদি যাবতীয় হালাল কার্য আল্লাহরই জন্য করার ক্ষমতা আসিবে। আত্ম সম্মান ও

রিয়া দূর হইবে। কোন কোন কিতাবে আছে যে, ফানার ছবকে কু-রিপু সমূহ বিনাশ হইবে। ইহা নিম্ন দরজা।

### ১৩। বাকা -بقا

নিয়ত উপরোক্ত নিয়মে করিবে। এই মোরাকাবায় দেল সর্বদা আল্লাহর জেকেরে নিমগ্ন থাকিবে এবং সদগুণ সমূহ লাভ হইতে থাকিবে আর্থাৎ তওবা, এনাবত ইত্যাদির উপর দৃঢ়তা জন্মিবে।

নিয়ত উপরোক্ত ভাবে করিবে। ফানা স্থলে বাকা বলিবে।

### ১৪। ওয়ারেদাত -واردات

নিয়ত উপরোক্ত ভাবে করিবে। বাকা স্থলে ওয়ারেদাত বলিবে। এই মোরাকাবায় অন্তরে এইরূপ ফায়েজ পতিত হইবে, যাহা তরীকতপন্থীর সহ্য করা কঠিন হইবে। মুরীদ নিজ অবস্থা পীরের নিকট জানাইবে।

### এছতেগরাক -استغراق

নিয়ত পূর্বোক্ত নিয়মে করিবে। 'ওয়ারেদাত' স্থলে 'এছতেগরাক' বলিবে। এই মোরাকাবায় তরীকতপন্থীর অন্তরে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার জেকেরে মগ্ন থাকার ক্ষমতা জন্মিবে। আল্লাহর নাম সর্বদা মনে বিরাজমান থাকিবে এবং অন্যান্য চিন্তা দূরীভূত হইবে।

### ১৬। বেখুদী -بےخودی

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। এই মোরাকাবায় তরীকতপন্থী আল্লাহর মহব্বতের আধিক্যে নিজকে ভুলিয়া যাইবে। এমন কি বেহুশ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। যদি বেহুশ হয় এবং নামাযের ওয়াক্তে আপনা আপনি চেতনা হয় তবে খুব ভাল কথা। কিন্তু যদি নামাযের ওয়াক্তেও হুশ না হয়, তবে তাহা ভাল নহে। এই মোরাকাবার অবস্থা সমূহ পীরের নিকট জানাইবে এবং খুব সাবধানে বসিবে।

### ১৭। দাওয়ামে হুযুর -دوام حضور

নিয়তে বেখুদী স্থলে 'দাওয়ামে হুযুর' বলিবে। এই মোরাকাবায় আল্লাহকে সর্বদা হাজের নাজের জ্ঞান হইবে ও দুনিয়ার আকর্ষণ অন্তর হইতে লোপ পাইবে।

## ১৮। এনকেশাফে শরীয়ত -انكشاف شريعت

উপরের নিয়ত অনুযায়ী নিয়ত করিবে। এই মোরাকাবায় রীতিমত বসিলে তরীকতপন্থীর দেলের সর্বদা শরীয়তের হুকুম আহকাম প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবে। শরীয়তের খেলাফ কাজকর্ম হইতে দেল আপন হইতে ফিরিয়া থাকিবে। অন্যান্য অবস্থা পীরের নিকট জ্ঞাত হইবে।

## ১৯। কাশফুল আরওয়াহ -كشف الارواح

নিয়ত ঐরূপই করিবে। এই মোরাকাবায় আসমান ও যমীনের রূহের সহিত সাক্ষাত হইতে পারে।

## ২০। কাশফুল কুলুব -كشف القلوب

নিয়তের কোনও পরিবর্তন নাই। মাত্র 'কাশফুল আরওয়াহ' স্থলে 'কাশফুল কুলুব' বলিবে। নিজের অবস্থা পীরের নিকট জানাইবে।

## বেলায়েতে ছোগরার আনুষঙ্গিক ছবক সমূহ

নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক মোরাকাবা সমূহ না করিলে বেলায়েতে ছোগরা হাছেল হয় না। কাজেই এই মোরাকাবা সমূহও যত্নের সহিত করিবে। তা'লীমে হাক্কানী কেতাবেও এইরূপ লিখিত আছে।

**(১) তওবা**- আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজ গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা।

**(২) এনাবত**- আল্লাহ তায়ালার দিকে সর্বদা মনোযোগ অর্পণ করা।

**(৩) যোহদ**- প্রয়োজনের অতিরিক্ত আশা পরিত্যাগ করা।

**(৪) কানাআত**- যাহা আছে তাহা নিয়া সন্তুষ্ট থাকা, অধিক আকাংখা না করা।

**(৫) অরা**- সন্দেহমূলক কার্য ও খাদ্য পরিত্যাগ করা।

**(৬) ছবর**- ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা।

**(৭) শোকর**- কৃতজ্ঞতা- উপকারীর উপকার স্বীকার করা।

**(৮) তছলীম**- আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করা।

**(৯) রেদা**- আল্লাহর ইচ্ছার উপর রাজী থাকা।

**(১০) তাওয়াক্কুল**- আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া।

এই মোরাকাবা সমূহ দায়েরায়ে এমকানের মধ্যভাগে কিংবা শেষভাগেও করার বিধান আছে। নিজ স্বভাবের ভিতরে এই দশটি অবস্থার যখনই কোনও পরিবর্তন দেখিবে, তখনই সেই বিষয়ের মোরাকাবা করিবে। এই মোরাকাবা সমূহের ছবক ও নিয়ত নিম্নে লেখা হইল। তওবার মোরাকাবা পূর্বে উল্লেখ হইয়া থাকিলেও পুনঃ এই ছবকে বসিতে হইবে।

## তওবা- توبة

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত আদম (আঃ) এর কলবের অছীলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

মোরাকাবায় বসিয়া এই আয়াতের প্রতি খেয়াল করিবে-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করিয়াছি। যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি রহম না কর, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

এইরূপ মনে মনে ধারণা করিয়া আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করিবে। এই মোরাকাবায় গুনাহের জন্য অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইবে এবং হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইতে পারে। যদি কখনও কোন গুনাহের কার্য হইয়া পড়ে তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাহিবে ও তওবা করিতে থাকিবে। সর্ব প্রকার ছগীরা গুনাহ হইতে যথাসাধ্য পরহেজ করিবে, নতুবা অন্তর কঠিন ও মলিন হইয়া যাইবে। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

كَلَّا بَلْ (سكتة) رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

**অর্থঃ** না, বরং তাহারা যাহা গুনাহ অর্জন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের অন্তরের উপর কালিমা পতিত হইয়াছে।

## এনাবত-انابة

নিয়তে তওবা স্থানে 'এনাবত' বলিবে। আর সবই এক প্রকার থাকিবে। এই মোরাকাবায় সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে ধারণায় রাখার ক্ষমতা জন্মিবে। যদি কখনও আল্লাহ বিস্মরণ হয় কিংবা আলস্য জন্মে তবে তওবা করিয়া পুনঃ মোরাকাবা করিবে। যদি আল্লাহ সর্বদা ইয়াদ থাকে, তবে শোকরিয়া আদায় করিবে। এই মোরাকাবায় হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইতে পারে।

## জোহদ -زهد

উপরোক্ত নিয়মে নিয়ত করিবে। রীতিমত এই মোরাকাবা করিলে আবশ্যকের অতিরিক্ত কোনও আকাংখা মনে আসিবে না। বিশেষ করিয়া হারাম জিনিসের প্রতি ঘৃণা জন্মিবে। এই মোরাকাবায় হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইতে পারে।

## কানাআত- قناعت

নিয়ত একই নিয়মে করিবে। এই মোরাকাবায় আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত জি নিসের উপর সন্তুষ্ট থাকিবার ক্ষমতা জন্মিবে। অধিক আকাংখার খেয়াল মন হইতে দূরীভূত হইবে। এই মোরাকাবায়ও হযরত মুছা (আঃ) এর সহিত সাক্ষাত হইতে পারে।

## অরা ورع

নিয়ত উক্তরূপ। এই মোরাকাবায় গুনাহ হইতে পরহেজ করিতে পারিবে। এই মোরাকাবায় হযরত ঈসা (আঃ) এর সহিত সাক্ষাত হইতে পারে।

## শোকর -شكر

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। এই মোরাকাবা হাছেল হইলে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামতের উপকারিতা অনুভব করিয়া আল্লাহর প্রতি ভক্তি আকর্ষণ হইবে এবং মহব্বত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। আল্লাহর মেহেরবানীর কথা অন্তরে জাগরূক হইবে। এই মোরাকাবায় আল্লাহ মেহেরবানী করিলে হযরত নবী করিম (সাঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইতে পারে।

## ছবর – صبر

নিয়ত উক্তরূপই করিবে। এই মোরাকাবা হাছেল হইলে সর্বদা ইবাদত করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে, উদ্বিগ্ন হইবে না বরং সহ্য করিবার শক্তি জন্মিবে। এই মোরাকাবায় সৌভাগ্যবশতঃ হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইতে পারে।

## তছলীম – تسليم

নিয়তে 'ছবর' স্থানে 'তছলীম' বলিবে। এই মোরাকাবা হাছেল হইলে ভাল মন্দ সব কাজ আল্লাহর তায়ালার উপর সমর্পণ করিয়া দেল স্থির করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। এই মোরাকাবায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত মোলাকাত হইতে পারে।

নিম্ন আয়াতের মর্ম মোরাকাবার মধ্যে খেয়াল করিতে থাকিবে-

اُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ –

**অর্থঃ-** আমার সমস্ত কার্য আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিলাম, নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাগণের কার্য দর্শনকারী।

## রেদা-رضا

নিয়ত উক্তরূপ করিবে। এই মোরাকাবা হাছেল হইলে পার্থিব ও নৈসর্গিক যাবতীয় আবর্তন আল্লাহরই পক্ষ হইতে জ্ঞান হইবে এবং তৎসমুদয়ের প্রতি মন রাজী থাকিবে। এই মোরাকাবায় হযরত ইদ্রিছ (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইবার আশা আছে। এই মোরাকাবা করিতে করিতে আপদ-বিপদ, ভয়-ভীতি ও আশঙ্কা হইতে দেল এতমিনান হইবে।

## তাওয়াক্কুল-توكل

নিয়ত উক্তরূপ করিবে। এই মোরাকাবা রীতিমত মশ্‌ক হইলে নিজের যাবতীয় কাজ আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। এই ছবকে হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইবার আশা আছে।

তা'লীমে হাক্কানী কিতাবে লিখিত আছে, কোন ছবক যদি ফতুর হয় তবে বিশেষ চেষ্টা সহকারে সেই মোরাকাবা সম্পন্ন করিবে। যদি উক্ত ১০টি

মোরাকাবা হাছেল হয় তবে দিল ও জানে আল্লাহর শোকর আদায় করিবে।

কোন শা'য়ের বলিয়াছেন-

کرتو میخواهی حضوری باخدا

در عمل آری تواین ده چیزرا

توبة تسلیم وانابت وزهد وشکر هم ورع

نیزتوکل وقناعت صبرمی دان هم رضا-

হুযুরী করিতে লাভ চাহ যেই জন,

তওবা, তছলীম, শোকর, করহ পালন,

এনাবত, যোহদ, আর, রেদা, ছবর,

তাওয়াক্কুল, কানাআত, দশ চিজ উপর,

মোরাকাবা সাথে যেই কোশেশ করিবে,

বেলায়েতে ছোগরা তার হাছেল হইবে।

## দশ লতীফার প্রমাণ

মানব দেহে দশটি লতীফা রয়েছে যাহা পাঁচটি عَالَمِ اَمْر বা আদেশ জগতের সাথে সম্পৃক্ত। বাকী পাঁচটি عَالَمِ خَلْق বা সৃষ্টি জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আদেশ জগতের পাঁচটির মধ্যে মূল হইল একটি অর্থাৎ রূহ। বাকী চারটি (কলব, ছের, খফী, আখফা) হইল রূহের সংশ্লিষ্ট বস্তু ও সহযোগী লতীফা। তদ্রুপ সৃষ্টি জগতের পাঁচটির মধ্যে একটি হইল মূল। যাহাকে সুফলী বা নফছ বলে। ইহা আব, আতস, খাক, বাদ-এ চারটি উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি উপাদান। যাহা নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ-

এর ব্যাখ্যায় কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) তাফসীরে মাজহারীতে লিখিয়াছেন-

الروح نوعان نوع منهما علوى وهو خلق من خلق الله تعالى مجرد من المادة يرى بنظر الكشف مقامه فوق العرش لكنه الطف منه وذلك هو الروح العلوى وذلك يرى بنظر الكشف خمسة بعضها فوق بعض القلب والروح والسر والخفى والاخفى (مظهرى الجلد الخامس ص-٣٠٠)

অর্থাৎ- রূহ দুই প্রকার (১) উর্ধ্ব জগতের রূহ যাহা আল্লাহ তায়ালার এমন সৃষ্টি যাহা জড় পদার্থের উর্ধ্বে । কাশফের মাধ্যমে এই রূহের স্থান আরশের উর্ধ্বে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এইরূহ আরশের চেয়েও সূক্ষ্ম। ইহার নাম হইল রূহে উলভী। কাশফের নজরে এই রূহকেই পাচঁটি লতীফা হিসাবে দেখা যায় যেই গুলির একটির উপর আরেকটি অবস্থান করিতেছে। সেইগুলি হইল- ক্বলব, রূহ, ছের, খফী, আখফা। এইগুলো আদেশ জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। (এই আদেশ জগতের প্রতি পবিত্র কালামে قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ বলিয়া ইংগিত করা হইয়াছে।)

ونوع منهما سفلي وهو بخار لطيف ينبعث من العناصر الاربعة التي تركب منها الجسم الانساني ويسمى ذالك بالنفس وقد جعل الله عزوجل وتبارك وتعالى- الروح السفلي المسمى بالنفس مرئة للارواح العلوية-

(২) নিম্ন জগতের রূহঃ উহা হইল- ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প যাহা মানব দেহের চার উপাদান- পানি, আগুন, মাটি, বাতাস (আব, আতশ, খাক, বাদ) থেকে উৎসারিত। এই মর্ত্যজাত রূহকেই নফস বলা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা মর্ত্যজাত রূহকেই যাহাকে নফস বলা হয় উপরোক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করিয়া দিয়াছেন।

আরো স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে-

فكما ان الشمس مع كونها على السماء تمتلئ في المراة عند المحاذاة اى يحصل في المراة نورها وحرارتها حتى يظهر اثارها في المراة من الاحراق كذالك الارواح العلوية مع كونها على اوج تجردها تمتلئ في النفس حتى يظهر فيها اثرها وذالك البرزات الحاصلة في النفوس هي الارواح الجزئية لكل فرد من الافراد - ثم الروح السفلي مع ما تحملها من العلويات تتعلق اولا بالمضغة القلبية وتفيض عليه القوة الحيوانية-

অর্থাৎ- আয়নাকে সূর্যের মুখোমুখি রাখলে সূর্য আসমানে থাকা সত্ত্বেও উহা আয়নাতে উদ্ভাসিত হয় এবং উহার আলো ও তাপ আয়নায় পতিত হয়, এমনকি সূর্যের দাহিকা প্রভাবও আয়নায় অনুভূত হয় তেমনিভাবে স্বর্গজাত রূহ মর্ত্যজাত রূহ তথা রূহে সুফলীর আয়নায় উদ্ভাসিত হয়। ফলে উহার প্রভাব নফসের উপর প্রতিফলিত হয় এবং উর্ধ্ব জগতের রূহের মাধ্যমে নফসের মধ্যে যেসব প্রতিফলন ও অবস্থার সৃষ্টি হয় সেইগুলো প্রত্যেক মানুষের শাখা রূহ হিসাবে গণ্য হয়।

মর্ত্যজাত রূহ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রভাবসহ সর্বপ্রথম মানব দেহের হৃদপিন্ডের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয় এবং উহার মধ্যে জীবনী শক্তি প্রবাহিত করে। (মাজহারী ৫ম খন্ড ৩০০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা কাযী নাছির উদ্দীন বায়যাভী বলেন- وَلِلْقَلْبِ لِاَنَّهٗ مَحَلُّ الرُّوْحِ اَوْ مُتَعَلَّقُهٗ- আর নফছ বলিতে কলবকেও বুঝানো হয়। কেননা কলব হইল রূহের স্থান অথবা তাহার সংশ্লিষ্ট বস্তু। এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, রূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি রয়েছে যাহার একটি হইল কলব। মাজহারীর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, চারটি সংশ্লিষ্ট বস্তু নিয়া স্বর্গজাত আত্মা বা রূহ প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইল ক্বলব, ছের, খফী, আখফা।

আল্লাহ পাকের এরশাদ হয়েছে- اِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى-

অর্থাৎ- অবশ্যই তিনি যা কিছু গুপ্ত ও সুপ্ত সবই জানেন। (সূরা ত্বহা-০৭)

ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত আছে-

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى نَاصِيَةِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ ثُمَّ اَمَرَّ عَلٰى وَجْهِهٖ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ فِىْ نُسْخَةٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ عَلٰى كَبِدِهٖ ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّةَ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَعَلَيْكَ-

অর্থাৎ- অতঃপর রাসূলে পাক ﷺ আবু মাহযুরার ললাটে হাত রাখিলেন। এরপর তিনি আপন হাতকে তার মুখমণ্ডলে বুলাইলেন, এরপর বুকের ওপর, এক বর্ণনায় আছে তার কলিজার ওপর নিয়া গেলেন। এরপর তার হাত তার নাভী পর্যন্ত পৌছিল। রাসূলে পাক ﷺ এর এই হাত বুলানো এবং আবু মাহযুরার জন্যে বরকত লাভের দোয়া করা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এসব নির্দিষ্ট স্থান সমূহে ভাল-মন্দ, সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং এ স্থানগুলো বরকতময় ও পবিত্র। এরপর রাসূলে পাক ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।

লতীফা সমূহের নির্দিষ্ট স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাফসীরে মাজহারীতে বলা হইয়াছে-

يُرى بِنظرِ الْكَشْفِ مَقَامُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ-

অর্থাৎ- উর্ধ্ব জগতের রূহ কাশফের নজরে তার স্থান আরশের ওপরে দেখা যায়। লতীফার মূল স্থান যেমনিভাবে কাশফের দ্বারা তরীকতের মোজতাহেদগণ আদেশ জগতে নির্ণয় করেন, তদ্রূপ মানবদেহেও এই লতীফা সমূহের স্থান তার কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমেই নির্ণয় করেন। দশটি (لطيف) লতীফা বা সূক্ষ্ম অনুভূতির কেন্দ্রস্থলের মধ্যে আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি), ও বাদ (বাতাস) এ চারটি লতীফা দেহের সর্বত্রই বিরাজমান। যার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমস্ত দেহেই অনুভূতি হয়। আর বাকী ছয়টি লতিফা কলব, রূহ, ছের, খফী, আখফা ও নফস যার স্থান (مقام) কাশফ ও ফেরাসাত তথা বিচক্ষণতার মাধ্যমে তরীকতের ইমামগণ নির্ণয় করিয়াছেন।

মুজতাহিদ ইমামদের ইজতেহাদ ও কিয়াসের ভিত্তিতে নির্ণীত বিভিন্ন শরয়ী মাসয়ালা মাসায়েল যেমন গৃহীত হয়; তরীকতের ইমামগণের ফেরাসাত ও গবেষণা দ্বারা নির্ণীত বিষয়গুলোও তদ্রূপ আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য।

যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

عن ابى سعيدن الخدرى ان رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم قال واتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله (ترمذى)

অর্থাৎ- হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কামিল মুমিনের বিচক্ষণতা ভয় কর। কেননা তিনি আল্লাহ তা'য়ালার নূর দ্বারা দেখেন। (তিরমিজী)

সূরা নূর ৩৫নং আয়াতে আছে- يهدى الله لنوره من يشاء

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নূর যাকে ইচ্ছা তাকেই প্রদান করিয়া থাকেন।

হাদীসের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুলবারীতে উল্লেখ করা হইয়াছে-

انما الالهام نور يختص به الله من يشاء من عباده-

অর্থাৎ- ইলহাম একটি নূর যা আল্লাহ তা'য়ালা আপন বান্দাদের মধ্য থেকে

যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

সূরা বাকারা ১০৫নং আয়াতে এরশাদ হইয়াছে-

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের দ্বারা নির্দিষ্ট করে নেন।

শরীয়তের মোজতাহেদগণ (ফকীহগণ) ইজতেহাদের ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীসকে সামনে রেখে জ্ঞান গবেষণা দ্বারা মাসয়ালা উদঘাটন (استنباط) করেন। আর তরীকতের ইমামগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের ইলহাম, কাশফ ও ফেরাসাতের মাধ্যমে বহু আধ্যাত্মিক মাসয়ালা উদঘাটন করিয়াছেন।

কিয়াস ও ইজতেহাদের মাধ্যমে কোন বিষয় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যেমন মোজতাহেদ ইমামদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে বা হওয়াটাই স্বাভাবিক;তদ্রুপ লতীফা সমূহের মধ্য থেকে ছয়টি লতীফার স্থান (مقام) নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রেও তরীকতের মুজতাহিদগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য হইয়াছে।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হইল, বস্তুবাদীগণও মানবদেহের কতিপয় লতীফার স্বীকৃতি প্রদান করেন যা চাক্ষুস দেখা যায়। যেমন শিশুর কান্নাকাটি অথবা ভয়-ভীতির পরে মাথার তালুতে নরম স্থানটি টিক টিক করে নড়তে দেখা যায়। শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মানুষের কঠিন পরিশ্রম ও আতংকের পর বুকের নির্দিষ্ট স্থানের স্পন্দন লক্ষ্য করা যায়। যা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, দেহের পরিশ্রম, কষ্ট, ভয়-ভীতি, আতংকের প্রভাব ঐ স্থানের ওপর পড়ে। যার জন্যই সেইগুলোকে লতীফা বা সূক্ষ্ম অনুভূতি সৃষ্টিকারী বা সূক্ষ্ম অনুভূতি সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল বলা হয়। দৈহিক অবস্থার প্রভাব যেমন লতীফা সমূহে সৃষ্টি হওয়া বাস্তব, তার চেয়ে অধিক বাস্তব আত্মিক অবস্থার প্রভাব লতীফা সমূহে সৃষ্টি হওয়া। তাই সে মতে তরীকতের ইমামগণ লতীফা সমূহের নির্দিষ্ট স্থান ও উহাকে অনুশীলনের পন্থা পদ্ধতি তাদের ফেরাসাত ও সূক্ষ্ম গবেষণার ক্ষেত্রে মাজহাবের ইমামদের উদ্ভাবিত পন্থা অনুসরণ করা যেমন আবশ্যক ইলমে মা'রেফত অর্জনের ক্ষেত্রে তরীকতের ইমামগণের আবিষ্কৃত তরীকাসমূহ ও উহার পদ্ধতি অনুসরণ করাও তেমনই আবশ্যক।

دائرہ ولایت کبری

## দায়েরায়ে বেলায়েতে কোবরা

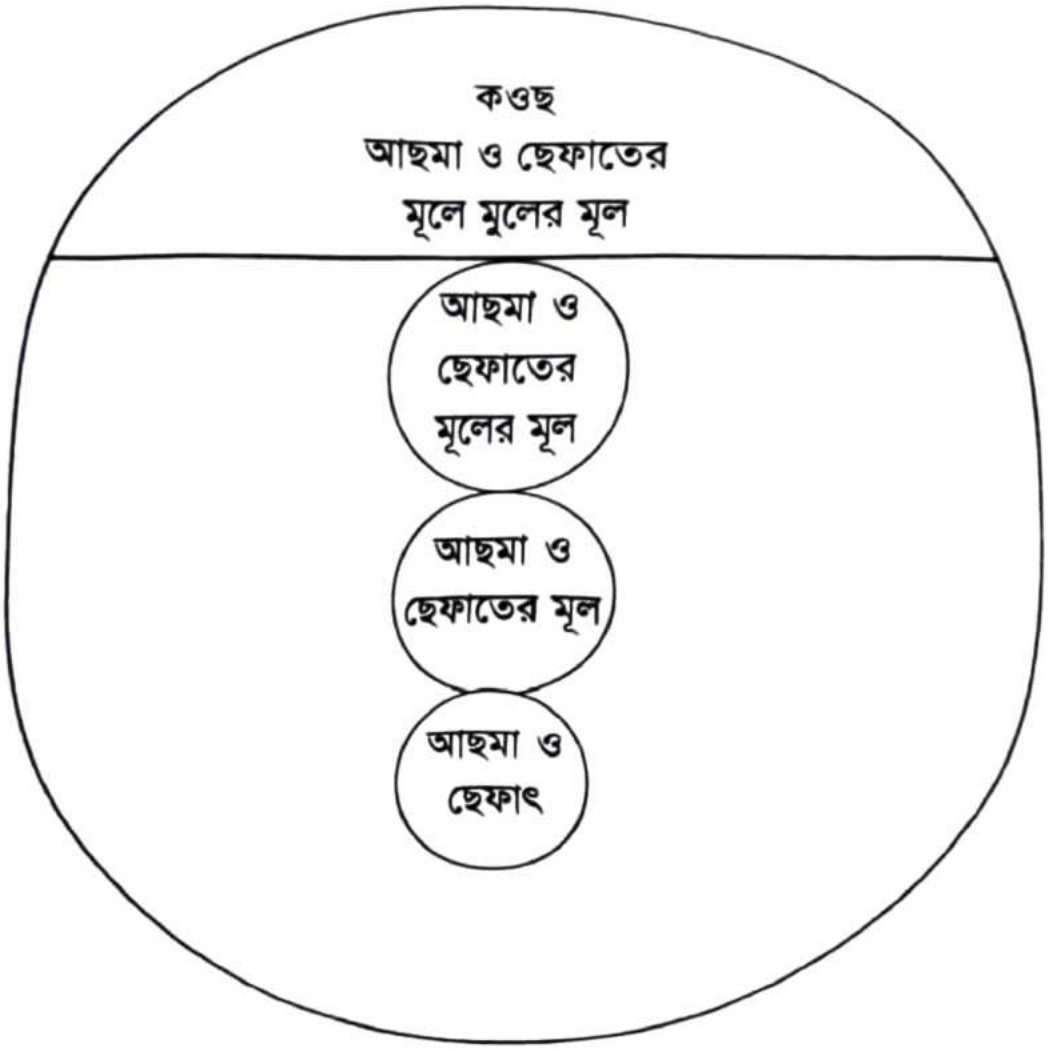


**নিয়তঃ-** আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার নফছ হযরত পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছীলায় আল্লাহ তা'য়ালার জাত, যাহা মোছতাজমেয়ে জামীয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, সেই আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত আছমা ও ছেফাত হইতে বেলায়েতে কোবরার ফায়েজ আমার নফছে ও পাঁচ লতীফায় আসে।

### ১। মোরাকাবা জাত ও ছিফাত--مراقبہ ذات وصفات

**নিয়তঃ** আমি আমার নফছের,দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার নফছ হযরত পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাত, যাহা মোছতাজমেয়ে জামীয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, উহার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত জামীয়ে আছমা ও ছেফাতের ফায়েজ আমার নফছে ও পাঁচ লতীফায় আসে।

## ২। আকরাবিয়াত- اقربیت

**নিয়তঃ**- আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার নফছ হযরত পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাত, যাহা মোছতাজমেয়ে জামীয়ে আছমা ও ছেফাত হয়, সেই আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত আছমা ও ছেফাত হইতে আকরাবিয়াতের ফায়েজ আমার নফছে ও পাঁচ লতীফায় আসে।

নিম্ন আয়াতের অর্থের প্রতি মনে মনে খেয়াল করিতে থাকিবে-

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ-

**অর্থঃ** আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন- "আমি বান্দার দিকে তাহার ঘাড়ের শাহরগের (প্রধান শিরার) চেয়েও নিকটবর্তী।"

## ৩। মোহব্বত--محبت

উপরোক্ত নিয়ত করিবে। মাত্র 'আকরাবিয়াত' স্থলে মোহব্বত বলিবে। এই মোরাকাবায় নিম্ন আয়াতের প্রতি খেয়াল রাখিবে

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

**অর্থঃ**- এবং আল্লাহ তাহাদিগকে (বান্দাদিগকে) ভালবাসেন, বান্দাগণও আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসে।

এই মোরাকাবা হাছেল হইলে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রতি মোহব্বত বৃদ্ধি হইবে।

## قوس شرح الصدور

## কওছের মোরাকাবা বা শরহুচ্ছুদূরের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার নফছ হযরত পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাত যাহা মোছতাজমেয়ে জামীয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, সেই আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত আছমা ও ছেফাতের তরফ হইতে হযরত নবী করীম ﷺ এর ছিনা মোবারকের অছীলায় শরহুচ্ছুদূরের ফায়েজ আমার ছিনার মধ্যে আসে।

এই মোরাকাবায় নিম্ন আয়াতের প্রতি খেয়াল করিবে-

الم نشرح لك صدرك-

অর্থাৎ- আমি কি তোমার (হযরত ﷺ এর) ছিনাকে প্রসারিত করি নাই।

জামেউল উসূল কেতাবে লিখিত আছে যে, এই দায়েরার ফায়েজ আলমে খালকের নফছ লতীফায় এবং আলমে-আমরের **কলব, রূহ, ছের, খফী, আখফা,** এই পাঁচ লতীফায়, মোট ছয় লতীফায় অবতীর্ণ হয়।

আছমা ও ছেফাতের প্রথম মূল আকরাবিয়াতের মোরাকাবার নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল অরীদ এই আয়াতের মর্ম বিশেষরূপে খেয়াল করিবে। এই ছবকে যথারীতি উন্নতি লাভ এবং আছমা ও ছেফাতের ছায়ের সম্পন্ন হইলে অতঃপর মূলের মূল অর্থাৎ মোহাব্বতের মোরাকাবা করিবে।

ইহার পরে তৃতীয় মূল কাওছের ছায়ের হয়। এই ছবক সমূহের মধ্যে ছালেক নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবে। অধিকন্ত এই দায়েরের মধ্যে আসল ফানা লাভ হইবে। বেলায়েতে ছোগরার মধ্যে যে ফানা হাছেল হয় তাহাকে ফানায়ে ছুরী বলে এবং এই দায়েরার ফানাকে ফানায়ে হাকীকী বলে। ছালেকগণ উভয় দায়েরাই আল্লাহ তায়ালার মোহব্বত লাভ করিবার জন্য আমল করিয়া থাকেন - يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ এই আয়াতের খেয়াল করিবে। এই অবস্থায় ছালেক ব্যক্তির হৃদয় অতি প্রশস্ত হয়। হৃদয়ের এই বিস্তারের অবস্থা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জামেউল উসূলে এনশেরাহে ছুদূরের অবস্থা লিখিত আছে যে, আল্লাহর হুকুম ও তাহার কার্যাবলীর প্রতি মন সম্পূর্ণভাবে বাধ্য হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ মন মোতমায়েন বা নিরুদ্বিগ্ন হইয়া মোকামে রেজায় উন্নীত হইবে। এবং সমস্ত কার্যে আল্লাহর ইচ্ছার উপর খুশীর সহিত রাজী থাকার ক্ষমতা জন্মিবে। এই দায়েরায় জেকের ও নফী এছবাত যত বেশী করিবে ততই উন্নতি বেশী হইবে।

## دائرۂ ولایت علیا (দায়েরায়ে বেলায়েতে উলইয়া)

**নিয়তঃ** আমি আমার আব, আতশ ও বাদের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার আব, আতশ ও বাদ আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাত যাহা আছমা ও ছেফাতে বাতেনের মূল উৎস হইতেছে,

তাহার তরফ হইতে আছমায়ে ছেফাতের বাতেনের মোছাম্মার (জাত পাকের) ফায়েজ আমার আব, আতশ, বাদে আসে। বেলায়েতে উলইয়ার ফায়েজ আমার নছিব হউক।

এই মোরাকাবায় উন্নতি লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিতে হইবে। যথা- (১) যাবতীয় হারাম খাদ্য ও কার্য হইতে পরহেজ করিবে। (২) হালাল হওয়া সম্বন্ধে কোনও মালে সন্দেহ হইলেও তাহা খাইবে না বা গ্রহণ করিবে না। (৩) অতিরিক্ত ভোজন করিবে না। (৪) অসাবধানে বিনা তাহকীকে কোন জিনিস খাইবে না বা গ্রহণ করিবে না।

এই মোরাকাবায় আব, আতশ ও বাদ এই তিন লতীফায় ফায়েজ পতিত হইবে। এবং উক্ত লতীফা ত্রয়ের উরুজ ও নুজুল হইবে। সুলতানুল আজকারের ছবকে যে পরিমাণ রোশনী মালুম হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক রোশনী মালুম হইবে। এই মোরাকাবায় আশ্চর্য আশ্চর্য গুপ্ত ঘটনাসমূহ এমনকি ফেরেশতা সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে পারে।

এই মোরাকাবা রীতিমত হাছেল হইলে নেক কাজ ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না। যেমন মুসাফিরী অবস্থায় রোযা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইবে না, যদিও শরীয়তে ইহার অনুমতি আছে। এইরূপ সামান্য গুনাহ করিতেও ইচ্ছা হইবে না এবং নিজকে অতি তুচ্ছ ও হেয় মনে করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) এর পূর্ববর্তী অলীগণের বেলায়েতে কোবরা পর্যন্ত হাছেল ছিল । কিন্তু হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) এর বেলায়েতে উলইয়ার পরবর্তী দায়েরা সমূহও হাছেল হইয়াছিল।

জামেউল উসূল কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের আওলাদ ও খলিফাগণের দায়েরায়ে উলুল আযমের বিশেষ মর্যাদাও হাছিল হয়েছিল।

## دائرۂ کمالات نبوت (দায়েরায়ে কামালতে নবুয়ত)

**নিয়তঃ-** আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার লতীফায়ে খাকের দিকে, আমার লতীফায়ে খাক আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হইতে কামালাতে নবুয়তের ফায়েজ আমার খাক লতীফায় আসে।

## دائرۂ کمالات رسالت (দায়েরায়ে কামালাতে রেছালাত)

**নিয়তঃ-** আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতের দিকে। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়াত আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হইতে কামালাতে রেছালাতের ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতে আসে।

## دائرۂ کما لات اولوالعزم

## দায়েরায়ে কামালাতে উলুল আজম

**নিয়তঃ-** আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতের দিকে। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়াত হযরত পীর ছাহেব কেবলার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতের ওয়াছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের তরফ হইতে কামালাতে উলুল আজমের ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতে আসে। এই মাকামে ছালেকের ওয়াছলে উরইয়ানী অর্থাৎ বিনা পরদায় সরাসরিভাবে ওয়াছলে জাতে পাক হাছিল হয়।

আর বিলায়েতে ছুগরা ও বেলায়েতে কুবরায় ছালেকের অন্তরে অর্জিত মারেফতের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি মূল্যহীন বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং ছালেক নিজকে নৈরাশ মনে করিতে থাকে। আর নিজকে কাফেরের চাইতেও অপরাধী ও হীন মনে করিতে থাকে এই মাকামে তারতিলের সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াৎ করা অথবা সূরায়ে ইখলাছ পাঠ করা আদবের সাথে নামায আদায় করা এবং যে সব জেকের হাদীস শরীফ দ্বারা সাব্যস্ত সেই গুলির অজীফা আদায় করা এই সব আমল এই মাকামে উন্নতি লাভ খুবই সহায়ক ও উপকারী। ইহা ব্যতীত ইলমে হাদীস ও সুন্নতে নববীর চর্চায় লিপ্ত থাকিলেও - قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এর গোপন তত্ত্ব উদঘাটিত হইয়া যায়।

## دائرۂ حقیقت قیومیت (দায়েরায়ে হাকিকাতে কইউমিয়ত)

**নিয়তঃ-** আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়াতের দিকে। আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াত মোতাওয়াজ্জেহ আছে আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হইতে

হাকিকাতে কাইউমিয়াতের ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতে আসে। এই মোরাকাবায় মনে মনে هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ পড়িবে।

## دائرۂ حقیقت عیسوی (দায়েরায়ে হাকিকাতে ঈছাবী)

**নিয়তঃ** আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়াতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াত আল্লাহ তায়ালার পাক জাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হইতে হাকিকাতে ঈছাবীর ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতে আসে।

এই মোরাকাবায় নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ পাঁচশত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِنَا عِيْسٰى رُوْحِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلٰمُ-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিও ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহী ওয়াআলা জামিয়িল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মোরছালিনা খুছুছান আলা ছাইয়্যেদেনা ঈছা রুহুল্লাহে আলাইহিচ্ছালাম।

## دائرۂ حقیقت ابراهیمی (দায়েরায়ে হাকিকাতে ইব্রাহিমী)

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু হাকিকাতে ঈছাবী স্থলে ইব্রাহিমীর ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতে আসে বলিতে হইবে।

এই মোরাকাবায় নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়াতুর পর যে দরূদ পড়া হয়, সেই দরূদ তিন হাজার বার পড়িবে। যদি তাহা না পারে কমপক্ষে পাঁচশতবার পড়িবে। যদি তাহাতেও অক্ষম হয় তবে পীরের আদেশ মত পড়িবে। ইহা দোস্তি ও বরকতের মোকাম।

## دائرۂ حقیقت موسوی (দায়েরায়ে হাকিকাতে মুছাবী)

**নিয়তঃ** উত্তমরূপে করিবে। কেবল 'ইব্রাহিমী' স্থলে 'মুছাবী' বলিবে। এই মোরাকাবায় তিন হাজার বার কিংবা পাঁচশত বার নিম্ন দরূদ শরীফ পড়িবে। যদি কষ্ট হয় তবে পীরের এজাজত মত পড়িবে।

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِنَا مُوْسٰى كَلِيْمِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ছাল্লে আল্লা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিও ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া আলা জামিয়িল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরছালিনা খুছুছান আলা ছাইয়্যেদেনা মুছা কালিমেকা আলাইহেচ্ছালাম।

## دائرۂ حقیقت محمدی (দায়েরায়ে হাকিকাতে মোহাম্মদী)

**নিয়তঃ-** আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতের দিকে। আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াত মোতাওয়াজ্জেহ আছে আল্লাহ তায়ালার পাক জাতের দিকে। আল্লাহ তায়ালার পাক জাতের দিক হইতে হাকিকতে মোহাম্মদীর ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়াতে আসে।

এই মোরাকাবায় তিন হাজার অথবা কমপক্ষে পাঁচশত বার নিম্ন দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিও ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আফদালা ছালাতিকা আদাদা মালুমাতেকা ওয়া বারেক ওয়া ছাল্লেম।

## دائرۂ حقیقت احمدی (দায়েরায়ে হাকিকাতে আহমদী)

**নিয়তঃ** আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতের দিকে। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়াত মোতাওয়াজ্জেহ আছে আল্লাহ তায়ালার পাক জাতের দিকে। আল্লাহ তায়ালার পাক জাতের দিক হইতে হাকিকাতে আহমদীর ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়াতে আসে।

এই মোরাকাবায় উক্ত দরূদ পাঁচশত বার পড়িবে।

حقیقت حب محمدی صرفه

## হাকিকাতে হোব্বে মোহাম্মদী ছোরফা

উক্তরূপে নিয়ত করিবে। কিন্তু 'হাকিকাতে আহমদীর' স্থানে 'হাকিকাতে হোব্বে মোহাম্মদী ছোরফা' বলিতে হইবে।

পূর্বোল্লিখিত দরূদ পাঁচশত বার পড়িতে হইবে। অক্ষম হইলে পীর ছাহেব বুঝিয়া আদেশ করিবেন।

এই মোরাকাবায় আল্লাহ তায়ালার মোহাব্বাত বেশী হইবে।

حقیقت حب احمدی صرف

## হাকিকাতে হোব্বে আহমদী ছোরফা

উক্তরূপে নিয়ত করিবে। কিন্তু 'মোহাম্মদী ছোরফা' স্থলে 'আহমদী ছোরফা' বলিতে হইবে। উল্লেখিত দরূদ পাঁচশত বার পড়িবে। অক্ষম হইলে পীরের আদেশ অনুযায়ী পড়িবে।

## দায়েরায়ে হোব্বে ছোরফা دائرۂ حب صرفه

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। শুধু 'মোহাম্মদী ছোরফা' স্থানে 'হোব্বে ছোরফা' বলিতে হইবে।

এই মোরাকাবা হযরত ﷺ এর খাছ মোহাব্বতের মোরাকাবা।

## দায়েরায়ে-লা-তায়াইউন- دائرۂ لاتعین

নিয়ত উক্তরূপ করিতে হইবে। কিন্তু হোব্বে ছোরফা' স্থানে 'দায়েরায়ে লা তায়াইউন' বলিবে।

## হাকিকাতে কা'বা- حقیقت کعبه

**নিয়তঃ** আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতের দিকে। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়াত মোতাওয়াজ্জেহ আছে আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হইতে হাকিকাতে কাবার ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতে আসে।

এই মোরাকাবায় বসিতে বসিতে আল্লাহ যে অসীম, অনন্ত, অটুট, অক্ষয়

ও মহান, তাহা অনুভব হইতে থাকিবে। এই মোকামে ফানা ও কাবা হাছেল হইলে যাবতীয় প্রাণী তাহার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইতে থাকিবে।

## হাকিকাতে কোরআন –حقيقت قران

**নিয়তঃ** আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতের দিকে। আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াত মোতাওয়াজ্জেহ আছে আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হইতে হাকিকাতে কোরআনের ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতে আসে।

এই হাকিকাতে কোরআনের দায়েরায়ে আল্লাহ তায়ালার অতুলনীয়তা এবং কোরআনের নিগূঢ়তা প্রকাশ হইবে এবং সর্বাঙ্গ জিহ্বার ন্যায় জেকের করিতে থাকিবে। কোরআন মজীদের রহস্য মানুষের নিকট খুলিয়া যাওয়া অতি কঠিন কার্য। আল্লাহর অলী লোক ব্যতীত ইহা হওয়া সম্ভব নয়।

## হাকিকাতে ছালাত –حقيقت صلوة

উক্তরূপ নিয়ত করিতে হইবে। কিন্তু হাকিকাতে কোরআন স্থলে হাকিকাতে 'ছালাত' বলিবে।

## হাকিকাতে ছাওম –حقيقت صوم

উক্তরূপ নিয়ত করিতে হইবে। শুধু 'ছালাত' স্থলে 'ছাওম' বলিতে হইবে।

## حقيقت صرفه معبوديت

## হাকিকাতে ছোরফায়ে মা'বুদিয়াত

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু 'হাকিকাতে ছাওম' স্থানে হাকিকাতে ছোরফায়ে মা'বুদিয়াত বলিতে হইবে।

## حقيقت محبت وجذبهٔ ذاتی وحب عشق–

## হাকিকাতে মোহাব্বত ও জজবায়ে জাতি ও হোব্বে এশক

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু হাকিকাতে ছোরফায়ে মা'বুদিয়াত' স্থানে 'হাকিকাতে মোহাব্বত' 'জজবায়ে জাতি' ও 'হোব্বে এশক' বলিতে হইবে।

## হাকিকাতে ছাইফিল্লাহ -حقيقت سيف الله

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় হযরত নবী করীম ﷺ এর কলব যাহার কলব ছায়ফুল্লাহ হয় তাহার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। ছায়ফুল্লাহর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

প্রকাশ থাকে যে, পীর ছাহেব মোকাবেলা থাকিলে পীর ছাহেবের কলবের অছিলা দিয়া বসিলে ভাল হয়। সম্মুখে না থাকিলে অছীলা না করিলেও চলে। এই মোরাকাবায় বসিয়া নিম্ন দরূদ শরীফ পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللّٰهِ الْقَاطِعِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদীন ছায়ফিল্লাহিল কাতেয়ে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লেম।

**যদি কেহ ইসলামের কোন শত্রু কিংবা বিদআত ফকিরের দর্প চূর্ণ করিতে চাহে তবে তাহার তদবিরের জন্য নিম্নরূপ নিয়ত করিবে**

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেবের কলবের অছীলায় হযরত নবী করীম ﷺ এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত নবী করীম ﷺ এর ছায়ফুল্লার ফায়েজ আমার কলবে আসিয়া ছায়ফুল্লাহ হইয়া যে ব্যক্তি ইসলামের শত্রুতা করে তাহার গর্দানে পৌছিয়া তাহার শত্রুতা ধ্বংস করতঃ তাহাকে হেদায়াত করুক।

মোরাকাবায় বসিয়া উক্ত দরূদ পড়িতে থাকিবে।

## মোকামে বেলায়েতে ছিরাজুম মুনীরা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত নবী করীম ﷺ এর হাকিকত যাহা ছিরাজুম মুনীরা হইতেছে, উহার বেলায়েতের মোকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত বেলায়েতে ছিরাজুম মুনীরার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় নিম্ন দরূদ শরীফ ৩১৩ বার পড়িবে।

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجًا مُّنِيرًا وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ছিরাজাম মুনীরাও ওয়া আলিহী ওয়া ছাল্লেম।

## মোকামে নবুয়তে ছিরাজুম মুনীরা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত নবী করীম ﷺ এর হাকিকত যাহা ছিরাজুম মুনীরা হইতেছে, উহার নবুয়তের মোকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত ছিরাজুম মুনীরার নবুয়তের মোকামের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় উক্ত দরূদ শরীফ ৩১৩ বার পড়িবে।

## মোকামে রেছালাতে ছিরাজুম মুনীরা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত নবী করীম ﷺ এর হাকিকত যাহা ছিরাজুম মুনীরা হয় তাহার রেছালাতের মোকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত ছিরাজুম মুনীরার রেছালাতের মোকামের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

উক্ত দরূদ শরীফ যথারীতি পাঠ করিবে।

## মোকামে কামালাতে ছিরাজুম মুনীরা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত নবী করীম ﷺ এরা হাকিকত যাহা ছিরাজুম মুনীরা হয় তাহার কামালাতে মোকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। ইক্ত ছিরাজুম মুনীরার কামালাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

উক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

## কোশায়েশে বাতেনের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে

হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) এর যে কোশায়েশে বাতেনের ফায়েজ হাছেল ছিল, সেই কোশায়েশে বাতেনের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

**অন্য নিয়তঃ** আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত শেখ হামীদ বাঙ্গালী (রহঃ) ও হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) এর কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ পাকের তরফ হইতে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) এর যে কোশায়েশে বাতেনের ফায়েজ হাছেল ছিল, সেই কোশায়েশে বাতেনের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবার মধ্যে নিম্নলিখিত আয়াত পড়িতে থাকিবে-

اَللّٰهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ-

## এত্তেবায়ে ছুনানের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এত্তেবায়ে ছুনানের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

**২য় নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় হযরত নবী করীম ﷺ এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত নবী করীম ﷺ এর কলব হইতে এত্তেবায়ে ছুনানের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় নিম্ন আয়াত পাঠ করিবে-

قل اِن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفوررحيم-

অর্থাৎ- আল্লাহ বলিতেছেন, বল (হে মোহাম্মদ ﷺ ) যদি তোমরা (মানুষ) আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার (হযরতের) তাবেদারী কর, (তাহা হইলে)

আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী ও দয়ালু।

এই মোরাকাবা হাছেল হইলে হযরত নবী করীম ﷺ এর সুন্নাতের তাবেদারী করিতে পারিবে।

## تلذذ ذكركا مراقبة

## তালাজ্জুজে জেকেরের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলা ও হযরত দাদা পীর ছাহেবের কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তালাজ্জুজে জেকেরের ফায়েজ আমার কলবে আসুক।

এই মোরাকাবায় বসিয়া "ফাজকুরুনী আজকুরকুম" এই আয়াতের মর্ম খেয়াল করিবে।

## দফে হোব্বে দুনিয়ার মোরাকাবা -مراقبة دفع حب دنيا

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর ছিনা মোবারক হইতে দফে হোব্বে দুনিয়ার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## تجردالقلب عن ما سوى الله

## তাজর্‌রুদুল কলব আম্মা ছেওয়াল্লাহ

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আরশে মোআল্লার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আরশে মোআল্লার তরফ হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অছীলায় তাজার্‌রুদুল কলব আম্মা ছেওয়াল্লাহর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## হাকিকাতে ছাফাইল্লাহ -حقیقت صفاء اللہ

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হইতে হাকিকাতে ছাফাইল্লাহের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## হাকিকাতে মাকামে মাহমুদা حقیقت مقام محمود

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালা হযরত নবী করীম ﷺ কে যে মাকামে মাহমুদ দান করিয়াছেন, তাহার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হাকিকাতে মাকামে মাহমুদের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## ওয়াহদানিয়াতের মোরাকাবা مراقبۃ وحدانیت

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার ওয়াহদানিয়াতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। ওয়াহদানিয়াতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## কুওয়াতের মোরাকাবা -مراقبۃ قوت

**নিয়তঃ** আমি আমার কবরের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেবের কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাত যাহা মোছতাজ্‌মেয়ে জামীয়ে কুওয়াতে আযালী ও আবাদী, যাহার আকছ আমি এবং সমস্ত পৃথিবী সেই আকছের আছলের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার সেই কুওয়াতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবা দ্বারা দুষ্ট জিন, ভুত ও মানবের দুষ্টামী দফের নিয়ত করিলেও তাহাদের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে।

নিয়তের শেষে বলিতে হইবে যে, এ কুওয়াতের ফায়েজ আমার কলবে আসে ও তাহাদের দুষ্টামী দফে হয়। এমনকি মেধা বৃদ্ধি মানসেও এই মোরাকাবা করিতে পারে। কিন্তু নিজের জন্য হইলে নিয়তের পরে বলিবে, এই

কুওয়াত দ্বারা আমার জেহেনের উপর যে কালিমা আছে তাহা দূর হইয়া যায় ও জেহেন খুলিয়া যায়। যদি অন্যের জন্য করিতে হয়, তবে তাহাকে সামনে বা পিছনে বসাইয়া এই কুওয়াতের ফায়েজ দ্বারা অমুকের জেহেন বৃদ্ধি হউক বলিতে হইবে। ইনশাআল্লাহ জেহেন বৃদ্ধি হইবে। এই মোরাকাবায় পড়িবে-

اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا-

অর্থাৎ নিশ্চয় যাবতীয় শক্তি আল্লাহ তায়ালার জন্য।

ইহা ছাড়া নিম্ন আয়াত মনে মনে পড়িতে থাকিবে-

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হইতে বাঁচিবার ও ইবাদত করিবার শক্তি নাই।

## ছামদানিয়াতের মোরাকাবা -مراقبة صمدانيت

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। মাত্র 'ওয়াহদানিয়াত স্থলে ছামদানিয়াত' বলিতে হইবে।

## نسيا منسيا ماسوى الله

## নেছইয়াম মানছিয়াম মা ছেওয়াল্লাহ

**নিয়তঃ**- আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হইতে নেছইয়াম মানছিয়াম মা ছেওয়াল্লাহর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## مراقبة جامع النسبة

## জামেউন্নেছবাতের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত নবী করীম ﷺ এর জামেউন্নেছবাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত জামেউন্নেছবাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে। ইহার ছওয়াব সকল মোমেন রূহের উপর পৌছে ও তাহাদের জিয়ারত আমার নছিব হয়।

নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে তিনশত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ النِّسْبَةِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ-

**উচ্চারণঃ**- আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন জামেইন নেছবাতে ওয়া আলিহী ওয়া ছাল্লেম।

## নেছবাতে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)

**নিয়তঃ**- আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। তাঁহার ও হযরত রাসূল করীম ﷺ এর কলবের মধ্যে যে নেছবত আছে, সেই নেছবাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় কমপক্ষে নিম্ন দরূদ তিনশত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ مَدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى صِهْرِهٖ سَيِّدِنَا اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ-

**উচ্চারণঃ**- আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন মাদিনাতিল ইলমে ওয়া আলা ছেহরিহি ছাইয়্যেদিনা আবিবকর ছিদ্দীক রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু।

## নেছবাতে হযরত ওমর (রাঃ)

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত ওমর (রাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। তাঁহার ও হযরত রাসূল করীম ﷺ এর কলবের মধ্যে যে নেছবাত আছে তাহার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় নিম্ন দরূদ শরীফ কমপক্ষে তিনশত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى مَظْهَرِ عَدْلِهٖ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ-

**উচ্চারণঃ-** আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন মাদিনাতিল ইলমে ওয়া আলা মাজহারে আদলিহী ছাইয়্যেদেনা ওমর রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু।

## নেছবাতে হযরত ওছমান (রাঃ)

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত ওছমান (রাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত ওছমান (রাঃ) ও হযরত রাসূল করীম ﷺ এর কলবদ্বয়ের মধ্যে যে নেছাবাত আছে তাহার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় নিম্ন দরূদ শরীফ কমপক্ষে তিনশত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ذِى النُّوْرَيْنِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ-

**উচ্চারণঃ-** আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা জিন্নুরাইনে ছাইয়্যেদেনা ওছমান রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু।

## নেছবাতে হযরত আলী (রাঃ)

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। ছাইয়্যেদেনা ওছমান (রাঃ) স্থলে 'ছাইয়্যেদেনা আলী (রাঃ) বলিতে হইবে।

এই মোরাকাবায় নিম্ন দরূদ শরীফ কমপক্ষে তিনশত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى بَابِهَا سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ-

**উচ্চারণঃ-** আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন মাদিনাতিল ইলমে ওয়া আলা বাবেহ ছাইয়্যেদেনা আলী রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু।

## নেছবাতে হযরত ফাতেমা (রাঃ)

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত ফাতেমাতুজ্জাহরা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত ফাতেমাতুজ্জাহরা (রাঃ) ও হযরত রাসূল করীম ﷺ এর কলবদ্বয়ের মধ্যে যে নেছবাত আছে, তাহার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## নেছবাতে হযরত আয়েশা (রাঃ)

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হজরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) ও হযরত রাসূল করীম ﷺ এর কলবদ্বয়ের মধ্যে যে নেছবাত আছে, তাহার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এইরূপ হযরত খাদিজা (রাঃ) এর নেছবাতের মোরাকাবা করিতে পারে।

## নেছবাতে হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। তাঁহাদের ও হযরত রাসূল করীম ﷺ এর কলবের মধ্যে যে নেছবাত আছে, তাহার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় বসিয়া নিম্ন দরূদ শরীফ কমপক্ষে তিনশত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى رَيْحَانَتَيْهِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা রাইহানাতাইহে আল হাসান ওয়াল হুসাইন রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুমা।

## নেছবাতে হযরত হামজা ও হযরত আব্বাছ (রাঃ)

ঐরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) স্থানে হযরত হামজা ও আব্বাছ (রাঃ) বলিতে হইবে।

## নেছবাতে হযরত ওয়ায়েছ করনী (রাঃ)

ঐরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু হযরত হামজা (রাঃ) স্থানে হযরত ওয়ায়েছ করনী (রাঃ) বলিতে হইবে।

## নেছবাতে হযরত বড় পীর ছাহেব (রহঃ)

ঐরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু ওয়ায়েছ করনী স্থানে হযরত পীরানে পীর দস্তেগীর শেখ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলিতে হইবে।

### নেছবাতে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ)

ঐরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু পীরানে পীর দস্তেগীর শেখ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) স্থানে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) বলিতে হইবে।

## নেছবাতে হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহঃ)

ঐরূপ নিয়ত করিবে। কেবল 'খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) স্থানে বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহঃ)' বলিতে হইবে।

## নেছবাতে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ)

ঐরূপ নিয়ত করিবে। কেবল খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহঃ) স্থলে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী শেখ আহমদ ছেরহান্দী (রহঃ) বলিতে হইবে।

## মেরাতের ১ম মোরাকাবা

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহর তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হযরত নবী করীম ﷺ এর মেরাত, যে হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) সেই মেরাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

নিম্ন দরূদ শরীফ কমপক্ষে তিনশত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى رَيْحَانَتَيْهِ الْحَسَنَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا-

**উচ্চারণঃ**- আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা রায়হানাতাইহেল হোছানাইনে রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুমা।

## মেরাতের ২য় মোরাকাবা

**নিয়তঃ**- আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত নবী করীম ﷺ যে আল্লাহ তায়ালার মেরাত, সেই মেরাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## বরজখ বা মহাব্বতের মোরাকাবা

**নিয়তঃ**- আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে বরজখের অর্থাৎ পীর ছাহেবের মহব্বতের মোরাকাবার ফায়েজ আমার কলবে আসে। পীরের অনুমতি ছাড়া কেহ এই মোরাকাবায় বসিবে না।

## ফাজকুরুনী আজকুরকুম এর মোরাকাবা

**নিয়তঃ**- আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে "ফাজ কুরুনী আজ কুরকুমের" কামালিয়াতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## হুজুরীর মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলা ও হযরত দাদা পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হুজুরীর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবার মধ্যে 'আল্লাহু হাজেরী' 'আল্লাহু নাজেরী' আল্লাহু শাহেদী, আল্লাহু মায়ী অর্থাৎ আল্লাহ হাজের, আল্লাহ দেখিতেছেন ও আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, এই সকল অর্থের দিকে খেয়াল রাখিবে।

## সুলতানান্নাছিরার মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হাকিকাতে সুলতানান্নাছিরার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## রুইয়ায়ে ছাদেকা অর্থাৎ সত্য স্বপ্নের মোরাকাবা

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলা ও দাদা পীর ছাহেব কেবলা ও হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এর কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে রুইয়ায়ে ছাদেকা ফায়েজ আমার কলবে আসে।

আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে, স্থলে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এর দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে, এইরূপও বলিতে পারে।

হাদীছ শরীফে আছে, যদি কোন ব্যক্তি খারাপ স্বপ্ন দেখে, তাহা হইলে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই বামদিকে তিনবার থুক ফেলিবে এবং ডান পার্শ্বে ফিরিয়া নিম্ন দোয়া পড়িবে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا-

অর্থঃ- বিতাড়িত শয়তান হইতে ও এই স্বপ্নের অনিষ্ট হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেছি।

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা সত্য স্বপ্নের প্রমাণ পাওয়া যায়-

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ-

## তাওয়াজ্জুহ ছেদকে ইলাল্লাহের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার জাতে মহব্বতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে মহব্বত হইতে ছেদক ইলাল্লাহের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## মাকামাতে ছালেহীনের মোরাকাবা

**নিয়তঃ**- আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তায়ালার তরফ হইতে মাকামাতে ছালেহীনের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## মাকামাতে শোহাদার মোরাকাবা

**নিয়তঃ**- আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেবের কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে মাকামাতে শোহাদার ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## মাকামাতে ছিদ্দীকীনের মোরাকাবা

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু 'শোহাদা' স্থলে 'ছিদ্দীকীন' বলিতে হইবে।

## ইলেম লাদুন্নীর মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব ও দাদা পীর ছাহেবের কলবের অছীলা হইয়া হযরত ছৈয়দ আহমদ কোদ্দেছা ছেররুহুল আযীয- এর কলবের অছীলায় হযরত নবী করীম ﷺ এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত রাসূলে করীম ﷺ এর কলব হইতে ইলমে লাদুন্নীর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় নিম্ন দরূদ শরীফ পড়িবে হইবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ-

**উচ্চারণঃ**- আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন নাবিয়্যিলা উম্মিয়্যে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লেম।

## জালালীর মোরাকাবা

يَااللّٰهُ- يَاجَلِيْلُ- يَاجَبَّارُ- يَاقَهَّارُ-

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলা হইয়া 'ইয়া আল্লাহু' 'ইয়া জালীলু' 'ইয়া জাব্বারু' 'ইয়া কাহ্হারু' এই চারি নামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত চারি নাম হইতে জালালী, জাব্বারী ও কাহ্হারীর ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবা দ্বারা জ্বিন ইনসানের দুষ্টামী দফে করা যায়। এইজন্য নিয়তও উক্তরূপ করিবে। কিন্তু শেষ ভাগে বলিবে, ঐ ফায়েজ আসিয়া আমার প্রতি জ্বিন, পরী, দেও, ভুত ও বদলোকের যে বদনজর আছে, তাহা দূর হইয়া যায় ও আমার চতুর্দিকে দেওয়াল হইয়া যায়।

যদি কেহ বাড়ী বন্ধ করিতে চাহে তবে নিয়ত করিবে যে, আমার বাড়ীর চারিদিকে দেওয়াল বা প্রাচীর হইয়া যায়। যদি কেহ কোন শরীয়তের খেলাপ করনেওয়ালা ও বেদআতী ফকিরের সহিত মোকাবেলা করিতে চায় তবে বেদআতী ফকিরের নিকট দাঁড়াইয়া বা বসিয়া নিম্নরূপ নিয়ত করিবে।

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলা হইয়া 'ইয়া আল্লাহু' 'ইয়া জালীলু' 'ইয়া জাব্বারু' 'ইয়া কাহ্হারু' এই চারি নামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আমার কলবে ইয়া আল্লাহু, ইয়া জালীলু, ইয়া জাব্বারু, ইয়া কাহ্হারু এই চারি নামের জালালীর ফায়েজ আসিয়া আমার চারি তরফে প্রাচীর হইয়া যায় এবং বেদআতী ফকির ও দুষ্টলোক জব্দ হইয়া যায়।

## ফানা ফিশ শায়েখের মোরাকাবা

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ফানা ফিশশায়েখের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এ মোরাকাবায় আল্লাহ তায়ালার জন্য অসীম মোহাব্বাত হইতে থাকিবে। ফানা ফিশশায়খ হওয়া আল্লাহ তায়ালার মোহাব্বাত লাভের অছীলা মাত্র।

## ফানা ফির রাসূলের মোরাকাবা

নিয়তের মধ্যে 'ফানা-ফিশশায়খ' স্থলে 'ফানা ফির রাসূল' বলিবে।

## ফানাফিল্লাহের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** একই প্রকার। তবে 'ফানা ফির রাসূল' স্থলে 'ফানা-ফিত্তাজাল্লা' বলিবে।

## কাদেরিয়া তরীকার বিবরণ

কাদেরিয়া তরীকা অলিয়ে-কামেল হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) হইতে প্রচলিত হইয়াছে। এই তরীকা সর্ব সাধারণের জন্য ভাল বটে কিন্তু ভয় হয়, বাজে লোকে জেকেরের হদ ছাড়িয়া জলি জেকেরে গিয়া তরীকার নিন্দা ঘটাইয়া থাকে। অতত্রব সাবধান! কেহ এইরূপ জেকের করিবে না, যাহাতে লোকের ঘুম ভাঙ্গে কিংবা কোরআন শরীফ ও নামায পাঠে ব্যাঘাত জন্মে। এই সম্বন্ধে অত্র কেতাবের ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে দলীলাদি আলোচিত হইয়াছে। পাঠকগণ একবার দেখিবেন।

## কাদেরিয়া তরীকার অজীফা

ফজরের নামাযের বাদ নিম্ন দরূদ শরীফ একশত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

**উচ্চারণঃ-** আল্লাহুম্মা ছাল্লে-আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন মায়দানিল জুদে ওয়ালকারামে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লেম।

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় হযরত নবী করীম ﷺ এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত নবী করীম ﷺ এর কলব মোবারক হইতে মহব্বাত ও নূরের ফায়েজ আমার কলবে আসে, তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত আমার নছিব হয়।

## কাদেরিয়া তরীকার লতিফা সমূহ

**কলবঃ** -বাম দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে। **রূহ**- ডাহিন দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে। **ছের**-বাম দুধের দুই অঙ্গুলী উপরে (বক্ষের দিকে ঝুকান)। **খফি**-কপালের মধ্যভাগে ছেজদার স্থানে। **আখফা**-মাথার তালুতে নরম স্থানে। **নফছ**-নাভিস্থলে।

## ছওয়াব রেছানীর নিয়ম

নামাযের বৈঠকের ন্যায় বসিয়া বিসমিল্লাহসহ তিনবার সূরা ফাতেহা, দশবার সূরা এখলাছ ও এগারবার দরূদ শরীফ পড়িয়া ছওয়াব রেছানী করিবে। ছওয়াব রেছানী করিতে মোনাজাতে বলিবে-ইয়া আল্লাহ! আমি যাহা পড়িলাম, তাহার ছওয়াব হযরত নবী করীম ﷺ ও তাঁহার আল-আছহাব ও সকল অলি আউলিয়াদের রূহ মোবারকে পৌছে। খাছ করিয়া হযরত বড় পীর ছাহেব ও তাহার তরীকার অলি আবদালগণের রূহের উপর পৌছে। তাঁহাদের অছীলায় আল্লাহ পাকের মহব্বত ও নূর মালুম হউক।

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক এক জরবী জেকেরের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

## এক জরবী জেকেরের নিয়ম

চিশতিয়া তরীকার উল্লেখিত নিয়মানুসারে ছওয়াব রেছানী করিয়া নিম্নরূপ জেকের করিবে। 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হইতে উঠাইয়া মুখ হইতে 'হু' শব্দ ছাড়িবে বা শ্বাসের সহিত বাহির করিবে। এইরূপ যথারীতি ফজর ও মাগরেবের বাদ এক ঘণ্টা জেকের করিবে। ওজরে না পারিলে অন্ততঃ অর্ধ ঘণ্টা জেকের করিবে।

এই দুই সময় ব্যতীত যদি অন্যান্য সময়ে জেকের করিতে পারে, তবে উক্ত নিয়মে দোয়া দরূদ পড়িয়া করিবে ও খেয়াল রাখিবে যেন সমস্ত লতীফা হইতে জেকের বহির্গত হইতেছে। জেকের করিতে করিতে যখন লতীফার নূর প্রকাশ হইবে অথবা জেকেরের সময় মহাব্বত মালুম হইবে, তখন দুই জরবী জেকরে বসিবে।

## দুই জরবী জেকের

উক্তরূপ ছওয়াব রেছানী করতঃ নামাযের বৈঠকের ন্যায় বসিবে। 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হইতে উঠাইয়া প্রথমবার 'হু' শব্দ কলবে সজোরে ছাড়িবে। দ্বিতীয় বার দেল ও গলা হইতে 'আল্লাহ' শব্দ উঠাইয়া "হু" শব্দ সজোরে ডাইন রানের দিকে ছাড়িবে।

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক দুই জরবী জেকেরের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই জেকেরে আসন পাতিয়া (চারিজানু) বসিয়া উক্তরূপ দোয়া দরূদ পড়িয়া ছওয়াব রেছানী করতঃ নিয়তে 'দুই জরবী' স্থলে 'তিন জরবী' জেকেরের ফায়েজ আসুক বলিবে।

দেল ও গলা হইতে 'আল্লাহ' শব্দ উঠাইয়া 'হু' শব্দ ডাইন রানে ছাড়িবে। দ্বিতীয় বার 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হইতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ বাম রানে ছাড়িবে। তৃতীয় বার 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হইতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ কলবে ছাড়িবে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বার হইতে তৃতীয় বার কিঞ্চিৎ উচ্চরবে হওয়া চাই। প্রকাশ থাকে যে, সকল লতিফার দিকেই খেয়াল রাখিবে।

উক্তরূপ দোয়া দরূদ পাঠ করিয়া ছওয়াব রেছানী করতঃ তিন জরবী স্থলে চারি জরবীর নিয়ত করিবে।

চারিজানু বসিয়া 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হইতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ প্রথমবার ডাইন রানে ছাড়িবে। দ্বিতীয়বার 'আল্লাহু' শব্দ দেল ও গলা হইতে উঠাইয়া 'হু শব্দ বাম রানে ছাড়িবে। তৃতীয়বার 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হইতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ কলবে ছাড়িবে। চতুর্থবার 'আল্লাহ' শব্দ দেলা ও গলা হইতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ সম্মুখের দিকে ছাড়িবে। কিন্তু ১ম, ২য় ও ৩য় বারের চেয়ে চতুর্থবারে কিছু জোরে হওয়া প্রয়োজন।

প্রকাশ থাকে যে, পীর ছাহেব সাক্ষাতে না থাকিলে অছীলা আবশ্যক করে না। কিন্তু যদি জেকেরে আলস্য হয় ও মহব্বত কম মালুম হয় তবে পীরের অছীলা দিলে সহজে মহব্বত মালুম হইয়া থাকে। সেই জন্য পীরের অছীলা দেওয়া ভাল।

হযরত পীর ছাহেব কেবলা বলিয়াছেন যে, মোজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া ও কাদেরিয়া সকল তরীকায় অছীলা দেওয়ার একই নিয়ম।

## নফি এছবাত করিবার কায়দা

কেবলামুখী হইয়া নামাযের ন্যায় বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ 'লা' শব্দ নাভিমূল হইতে উঠাইয়া ডাহিন স্কন্ধ পর্যন্ত নিয়া তথা হইতে 'ইলাহা' শব্দ মস্তক (আখফা) পর্যন্ত পৌছাইবে, তথা হইতে ইল্লাল্লাহ শব্দ (খফি ও ছেরের উপর দিয়া টানিয়া নিয়া সজোরে কলবে ছাড়িবে ও এইরূপ মনে করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত প্রেমাস্পদ আর কেহই নাই। মধ্যম শ্রেণীর তরীকতপন্থী মনে করিবে যে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছু চাহিনা। উচ্চ তরীকতপন্থী মনে করিবে যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কিছুই নাই অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত অনুযায়ী নফি ও এছবাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী ছাহেবের কওলুল জামিল কেতাবে আছে, ফজর ও আছরের নামাযের বাদ তরীকতপন্থীগণ বহুলোক একত্রিত হইয়া জেকের করিলে একা জেকের করার চেয়ে বেশী ফায়দা হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই তরীকার জেকেরের বৈঠকের কায়দা বিভিন্ন প্রকার কেন হইল? তাহার উত্তর কওলুল জামিল কেতাবের মর্মে জানা যায় এইরূপ নিয়মে জেকের করিলে মন অন্য দিকে যায় না ও দীনতা হীনতা, একাগ্রতা ইত্যাদি ভাব জন্মে। ইহার মধ্যে আরও বহু নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা বিশেষ তত্ত্ববিজ্ঞ আলেম ছাহেবেরাই জানেন।

যেমন কোরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফ পড়িবার ও বুঝিবার জন্য ছরফ ও নাহুর আবিস্কার হইয়াছে। তদ্রূপ কাদেরিয়া তরীকার জেকের করিবার জন্য ঐরূপ রীতিনীতি করিয়াছেন। কওলুল জামিল কেতাবের মর্মে জানা যায় যে, কাদেরিয়া তরীকার জলি জেকের করিতে করিতে দেলে যখন বিশেষ উৎসাহ জন্মিবে ও খোদা ভিন্ন সকল চিন্তা হইতে দেল ফিরিবে ও অছওয়াছা দূর হইয়া দেল স্থির ও ধীর হইবে কিংবা নূর প্রকাশ পাইবে, তখন খফি জেকের আরম্ভ করিবে।

ঐ কিতাবে ইহাও লিখিত আছে যে, যদি কেহ প্রত্যেক রোজ চারি হাজার বার আল্লাহ নামের উক্ত ১/২/৩/৪ জরবী নিয়মে জেকের যথারীতি দুই মাস করে, তবে সে মেধাবী হউক কিংবা ক্ষীণ মেধাবী হউক, আল্লাহর ফজলে তাহার জেকেরে আছর হইবে।

## রহমতের ফায়েজ

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব মোতাওয়াজ্জেহ আছে আল্লাহ তায়ালার আরশে মোআল্লাহর তরফ। আরশে মোআল্লার তরফ হইতে 'ইয়া আল্লাহু' 'ইয়া রাহমানু' 'ইয়া রাহিমু' 'ইয়া হাইউ' 'ইয়া কাইউমু' এই নাম সমূহের রহমতের ফায়েজ কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক আমার কলবে আসে।

নামাযের বৈঠকের ন্যায় মোরাকাবায় বসিয়া দেলে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলিবে।

## কাদেরিয়া তরীকার দশ মোকামের মোরাকাবা

১। **কলবে**- তওবার মোরাকাবা ২। **রূহতে**- এনাবাতের মোরাকাবা ৩। **ছেরে**- জোহদের মোরাকাবা ৪। **খফিতে** - অরার মোরাকাবা ৫। **আখফা**- শোকরের মোরাকাবা ৬। **নফছে**- তাওয়াক্কুলের মোরাকাবা। ৭। **আতশে**- তছলিমের মোরাকাবা ৮। **বাদে**-ছবরের মোরাকাবা ৯। **আবে**-কানাআতের মোরাকাবা ১০। **খাকে**-রেদার মোরাকাবা।

## ১। তওবার মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি, আমার কলব আরশে মোআল্লার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে, আরশে মোআল্লা হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে। হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের যেরূপ তওবা নছিব হইয়াছিল আমার সেইরূপ তওবা নছিব হয়।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

এই আয়াতের মতলবের দিকে খেয়াল করিবে, যেইরূপ মোজাদ্দেদিয়া তরীকার মধ্যে লিখিত আছে। এই মোরাকাবার কবলে নিম্ন স্বরে আল্লাহু জেকের করিবে ও গুনাহ সমূহ মনে করিতে থাকিবে এবং ভীত হইয়া আল্লাহর নিকট কাঁদিবে। এই ফায়েজে আল্লাহর রহম হইলে হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের সহিত মোলাকাত হইতে পারে।

## ২। মোকামে এনাবাতের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি রূহের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার রূহ আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক এনাবাতের ফায়েজ আমার রূহে আসে।

রূহ মোকামে আস্তে আস্তে 'আল্লাহ' জেকের করিবে। এই মোরাকাবা করিতে করিতে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সর্বদা খেয়াল থাকার শক্তি জন্মিবে। যদি কখনও আল্লাহর স্মরণ করতে ভুল হয় কিংবা আলস্য হয়, তবে পুনঃ তওবা করিয়া আল্লাহর ইয়াদে মনোযোগ দিবে। যদি সর্বদা আল্লাহর স্মরণ

থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালার শোকর করিবে। এই ফায়েজে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভবনা আছে।

## ৩। মোকামে জোহদের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার ছেরের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ছের আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক জোহদের ফায়েজ আমার ছেরে আসে।

এই মোরাকাবায়ও ঐরূপ নিম্ন স্বরে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' জেকের করিবে। ইহাতে বসিতে বসিতে আবশ্যকীয় জিনিস ব্যতীত অতিরিক্ত কাজ ও দ্রব্যের প্রতি লিপ্সা থাকিবে না। খাছ করিয়া গুনাহের কাজ হইতে দেল ফিরাইয়া রাখার ক্ষমতা জন্মিবে।

## ৪। মোকামে অরার মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার খফির দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার খফি আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক অরার ফায়েজ আমার খফিতে আসে।

এই মোরাকাবায় খফি মোকামে আস্তে আস্তে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' জেকের করিবে। এই মোরাকাবা করিতে করিতে সন্দেহমূলক কাজ ও খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি হইতে পরহেজ থাকিবার ক্ষমতা জন্মিবে ও আল্লাহর আদেশ প্রতিপালনের শক্তি জন্মিবে। এই মোরাকাবার মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) এর সাক্ষাত নছিব হইতে পারে।

## ৫।মোকামে শোকরের মোরাকাবা

**উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু 'খফি' স্থানে 'আখফা' ও 'অরা' স্থানে শোকর বলিতে হইবে।**

**এই মোরাকাবায়ও আখফা মোকামে আস্তে আস্তে আল্লাহ্ জেকের করিবে। এই মোরাকাবা করিতে করিতে আল্লাহ তায়ালার দান সসূহের উপকারিতা স্বীকার করার ক্ষমতা জন্মিবে ও আল্লাহ তায়ালাকে মেহেরবান জানিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি দৃঢ় হইতে থাকিবে ও মহাব্বত জন্মিবে। এই মোরাকাবায় হযরত নবী করীম ﷺ এর দর্শন লাভ হইতে পারে।**

## ৬। মোকামে তাওয়াক্কুলের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** উক্তরূপ। শুধু 'আখফা' স্থানে "নফছ" ও 'শোকর' স্থানে 'তাওয়াক্কুল' বলিতে হইবে। এই মোরাকাবায় নফছে আস্তে আস্তে 'আল্লাহু' জেকের করিবে। এই মোরাকাবায় বসিতে বসিতে যাবতীয় কাজ আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যাস্ত করিয়া স্থির চিত্তে থাকিবার ক্ষমতা ও আল্লাহর প্রতি মহাব্বত জন্মিবে। ইহাতে হযরত আদম (আঃ) এর সাক্ষাৎ নছীব হইতে পারে।

## ৭। মোকামে তছলিমের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার লতীফায়ে আতশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার লতীফায়ে আতশ আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক তছলিমের ফায়েজ আমার আতশ লতীফায় আসে।

এই মোরাকাবায় হযরত বড় পীর ছাহেবের আতশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে বলিলেও হইবে।

এই মোরাকাবায়ও নিম্ন স্বরে আতশ লতীফায় 'আল্লাহু' জেকের করিবে। এই মোরাকাবায় বসিতে বসিতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ বিনা আপত্তিতে পালন করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। যাবতীয় ভাল মন্দ যাহা কিছু নিজের উপর আসিবে, তাহা আল্লাহর উপর সমর্পণ করতঃ মানিতে সক্ষম হইবে। এই মোরাকাবায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এর সাক্ষাৎ নছীব হইতে পারে।

## ৮। মোকামে ছবরের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার লতীফায়ে 'বাদের' দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার 'বাদ' আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক ছবর মোকামের ফায়েজ আমার 'বাদে' আসে। ইহাতে নছিব হইলে হযরত আইউব আলাইহিচ্ছালামের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

## ৯। মোকামে কানাআতের মোরাকাবা

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কিন্তু 'বাদ' স্থলে 'আব' ও 'ছবর' স্থলে 'কানাআত' বলিতে হইবে এবং লতীফায়ে আবে আস্তে আস্তে 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' জেকের করিবে।

ঐই মোরাকাবায় বসিতে বসিতে অল্পে সন্তোষ লাভ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। ভবিষ্যতে বহু ধন-দৌলতের আকাংখা জন্মিবে না। নছিব হইলে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

## ১০। মোকামে রেদার মোরাকাবা

**নিয়তঃ** উক্তরূপ। কিন্তু 'আব' স্থলে 'খাক' ও কানাআত' স্থলে 'রেদা' বলিবে। এই মোরাকাবায় ঐরূপ আস্তে আস্তে 'আল্লাহু' জেকের করিবে। মোরাকাবায় বসিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট বলিতে থাকিবে, "হে আল্লাহ! আমাকে অদৃষ্টের প্রতি রাজী থাকিতে ক্ষমতা দান কর।" ইহাতে যাবতীয় আদেশ আল্লাহর তরফের বলিয়া মান্য করিতে ক্ষমতা জন্মিবে। এই মোরাকাবায় হযরত ইদ্রিস (আঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ হইবার আশা আছে।

উপরোক্ত মোরাকাবা সমূহের নিয়তে 'বড় পীর ছাহেবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে' এইরূপও বলিতে পারে। যেমন আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে। এইরূপ রূহ, ছের, খফি, আখফা, নফছ, আব, আতশ, খাক, বাদ ইত্যাদি নিয়ত করিবে।

## হাকিকাতের সুলতানান্নাছিরার মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক হাকিকাতে সুলতানান্নাছিরার ফায়েজ আমার কলবে আছে।

এই মোরাকাবায় হযরত নবী করীম ﷺ এর সাক্ষাৎ নছিব হইতে পারে।

## হাকিকাতে মাকামে মাহমুদার মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত বড় পীর ছাহেবের কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক হাকিকতে মাকামে মাহমুদার ফায়েজ আমার কলব লতীফায় আসে।

## খাছ তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত বড় পীর ছাহেবের কলবের অছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক খাছ তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহের ফায়েজ আমার কলবে আসে। এই মোরাকাবার মধ্যে হযরত মূসা (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

## লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমার খফি নফি এছবাত

জলি জেকেরের পূর্বে যে নিয়মে নফি-এছবাতের কায়দা লিখা হইয়াছে তদ্রূপ করিবে। কিন্তু নিজে শুনিতে পায় মাত্র এরূপ শব্দ করিবে এই জেকের অন্ততঃ ১ ঘণ্টা বা অর্ধ ঘণ্টা-করিবে।

## কাদেরিয়া তরিকার খফি জেকের

اَللّٰهُ سَمِيْعٌ- اَللّٰهُ بَصِيْرٌ- اَللّٰهُ عَلِيْمٌ- اَللّٰهُ قَدِيْرٌ-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহু ছামিউন, আল্লাহু বাছিরুন, আল্লাহু আলিমুন, আল্লাহু কাদিরুন।

## জেকেরের তরতীব

নামাযের ন্যায় বসিয়া "আল্লাহু ছামিউন" এই কালাম অন্তরে চিন্তা করিয়া নাভি হইতে ছিনা পর্যন্ত; পুনঃ "আল্লাহু বাছিরুন" অন্তরে বলিয়া ছিনা হইতে মস্তিস্ক পর্যন্ত; পুনঃ "আল্লাহু আলিমুন" মস্তিস্ক হইতে আসমানের কিনারা পর্যন্ত "আল্লাহু কাদিরুন" আসমানের কিনারা হইতে আরশ পর্যন্ত খেয়ালের সহিত টানিয়া নিবে। পুনঃ "আল্লাহু কাদিরুন" বলিয়া আরশ্ হইতে

আসমানের কিনারা পর্যন্ত, তথা হইতে "আল্লাহু আলিমুন" খেয়ালের সহিত মস্তিস্কে আনিবে, মস্তিস্ক হইতে "আল্লাহু বাছিরুন" টানিয়া ছিনা পর্যন্ত তথা হইতে "আল্লাহু ছামিউন" টানিয়া নাভিমূল পর্যন্ত আনিবে। উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী এই জেকের করিতে বলিয়া ইহাকে দাওরে কাদেরী বলা হয়। এইরূপ অন্ততঃপক্ষে ১ ঘণ্টা বা অর্ধ ঘণ্টা করিবে।

উক্ত জেকেরের উরূজ ও নুজুল দ্বারা দেল ছাপ হইয়া থাকে এবং আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালামদের রূহ ও ফেরেশতাদের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। এমন কি বেহেশত ও দোজখের ছায়ের হইতে পারে। ইহা ব্যতীত যে সকল অবস্থা দৃষ্ট হইবে তাহা পীর হইতে জানিয়া লইবে।

## কাদেরিয়া তরীকার পাছে আনফাছ

শ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে "লা ইলাহা" ও শ্বাস টানিবার সঙ্গে সঙ্গে "ইল্লাল্লাহ" খেয়াল সহকারে শ্বাস প্রশ্বাস করিবে। কিন্তু মুখে কিছু বলিতে হইবে না। ইহাকে পাছে-আনফাছ বলে।

এই পাছে-আনফাছ দ্বারা দেলের কুচিন্তা ও বাজে খেয়াল দূর হইয়া থাকে। উক্ত জেকের সমূহ করিতে করিতে যখন আছর বা নূর প্রকাশ হইবে, তখন পীর ছাহেব অন্যান্য মোরাকাবা করিতে হুকুম দিবেন।

## জেকেরে আছর হইল কিনা, কিরূপে বুঝিবে?

যখন আল্লাহর প্রতি বিশেষ মোহাব্বত হইবে, আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনের জন্য দেল অগ্রবর্তী হইবে ও দুনিয়ার বাজে কাজ ও বাজে কথা বলিতে বিরক্তি বোধ হইবে ও চুপ থাকিতে বিশেষ শান্তি বোধ করিবে, তখনই বুঝিবে যে, জেকেরে আছর হইয়াছে। (কওলুল-জামিল)

## মোরাকাবা কাহাকে বলে?

আল্লাহ তায়ালার নাম ও কালাম মুখে উচ্চারণ করতঃ কিংবা দেলের খেয়াল দ্বারা উক্ত বিষয়ের মর্ম অবগতির আশায় এমনভাবে ডুবিয়া যাওয়া, যাহাতে ঐ কালাম ও নামের মর্ম ব্যতীত অন্য কিছু দেলের মধ্যে না আসে, তাহার নাম মোরাকাবা।

## আল্লাহ তায়ালার হুজুরী ও মাইআতের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক "আল্লাহু হাজেরী" "আল্লাহু নাজেরী" "আল্লাহু শাহেদী" "আল্লাহু মায়ী" এই মজমুনের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

মোরাকাবার মধ্যে উক্ত কালাম সমূহ মুখে বলিতে কিংবা অন্তরে খেয়াল করিতে পারে কিন্তু ইহার মতলবের প্রতি খেয়াল জমাইতে হইবে।

## মাইআতের মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক "ওয়া হুয়া মাআকুম আইনামা কুঁনতুম" এই আয়াতের মজমুনের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ– এই আয়াতের অর্থের দিকে খেয়াল রাখিবে। আয়াতের মতলব এই- আল্লাহ বলিয়াছেন, "তোমরা যখন যে অবস্থায় থাক, আমি তোমাদের সহিত আছি। অতএব এই মোরাকাবায় বসিয়া মনে করিতে থাকিবে যে, আল্লাহ তায়ালা শয়নে, চলনে, ফিরনে, নিজ নে ও সভায় সকল অবস্থাতে আমাদের সঙ্গে আছেন। সাবধান! আল্লাহ কেমন ভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন, হাজের আছেন ও সকলকে দেখেন তাহার অনুসন্ধান করিবে না। যেহেতু আল্লাহ বেচুঁবে মানান্দ। তাঁহার কুদরতের দ্বারা ঐ সকল কার্য সম্পাদন করেন।

## কাদেরিয়া তরীকার আয়াতে মোরাকাবা

اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

**উচ্চারণঃ** আইনামা তুওয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজ্হুল্লাহ।

অর্থাৎ- যে দিকে তাকাও সেই দিকেই আল্লাহ তায়ালার প্রমাণ পাইবে।

**নিয়তঃ** আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার কলবের দিকে। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে

কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক আইনামা তুওয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ এই আয়াতের মর্মের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى-

**উচ্চারণঃ** আলাম ইয়ালাম বিয়ান্নাল্লাহা ইয়ারা।

অর্থাৎ- আল্লাহ বলিয়াছেন সে (মানুষ) কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকলকে দেখিতেছেন।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেবের কলবের অছীলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উক্ত আয়াতের মর্মের ফায়েজ কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক আমার কলবে আসে।

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ-

**ভাবার্থঃ** আল্লাহ বলিয়াছেন, "আমি মানুষের (ঘাড়ের) শাহ্‌রগ হইতে সন্নিকটে আছি।"

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কেবলমাত্র আয়াত পরিবর্তন করিয়া পাঠ করিবে এবং মোরাকাবায় আয়াতের মতলবের দিকে খেয়াল করিতে থাকিবে।

اَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطٌ-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহু বেকুল্লে শাইয়িম মুহিৎ।

**ভাবার্থঃ** আল্লাহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় দ্রব্যকে বেষ্টন করিয়া আছেন। (কুদরত দ্বারা)

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। আয়াতের উল্লেখ করতঃ তাহার মর্ম অনুধাবন করিতে থাকিবে।

اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ-

**উচ্চারণঃ** ইন্না মায়িয়া রাব্বি ছাইয়াহদীন।

**ভাবার্থঃ** আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে আছেন। তিনি আমাদিগকে অতি শীঘ্রই হেদায়াত করিবেন।

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। মাত্র আয়াত পরিবর্তন করিয়া পড়িবে।

هوالاول والاخر والظاهر والباطن-

**উচ্চারণঃ** হুয়াল আউয়ালু, ওয়াল আখেরু, ওয়াজ্জাহেরু, ওয়ালবাতেন।

**অর্থঃ** আল্লাহ তায়ালা প্রথম হইতেই আছেন, সর্বশেষেও থাকিবেন। তাহার সৃষ্ট জিনিস দর্শন দ্বারাই অনুভব হয় যে, তিনি প্রকাশ্য এবং আল্লাহ তায়ালার জাত হিসাবে তিনি অপ্রকাশ্য।

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কেবল আয়াত পরিবর্তন করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোনিবেশ হওয়ার জন্য এই মোরাকাবা বিশেষ ফলপ্রদ।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ-

**উচ্চারণঃ** কুল্লুমান আলাইহা ফানেঁও ওয়াইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা জুল জালালে ওয়াল ইকরাম।

**ভাবার্থঃ** যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ বিনষ্ট হইবে। কিন্তু মহিমান্বিত গৌরবান্বিত জগত প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালাই চিরস্থায়ী থাকিবেন।

নিয়ত একই প্রকার। তবে উক্ত আয়াতের মর্মের দিকে লক্ষ্য করতঃ এইরূপ ধ্যান করিবে যেন নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে ও উক্ত ভস্ম বায়ু কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, আকাশমণ্ডল খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালাকে নিত্য অস্তিত্বশীল ধারণা করিবে। অনেকক্ষণ এইরূপ ধ্যানে মনোনিবেশ করিবে। ইহাতে আত্মবিস্মৃতি ও ফানা লাভ হইবে। কওলুল জামিল কেতাবে এইরূপ আছে।

اِنَّ الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم- اينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم فى بروج مشيدة

**উচ্চারণঃ** ইন্নাল্ মাওতাল্লাজি তাফিররূনা মিনহু ফাইন্নাহু মোলাকীকুম আইনামা তাকুনু ইয়ুদ্‌রিক্‌কুমুল মাওতু ওয়ালাও কুঁনতুম ফি বুরূজিম মোশাই ইয়াদাহ।

**ভাবার্থঃ-** অবশ্য তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন করিতেছে, নিশ্চয় উহা

তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তোমরা যে স্থানে থাক, যদিও তোমরা সুরক্ষিত দুর্গ সমূহে থাক, তথচ মৃত্যু তোমাদিগকে ধরিবে।

**নিয়তঃ-** পূর্বোল্লিখিত রূপ। মাত্র আয়াতের মর্ম ধারণা করিতে থাকিবে। অনেকক্ষণ উক্ত প্রকার খেয়াল করিতে থাকিবে। ইহাতে সম্পূর্ণ ফানা ও আত্মবিস্মৃতি লাভ হইবে।

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ-

**উচ্চারণঃ** ফাজকুরূনী আজ কুরকুম ওয়াশকুরূলী ওয়ালা তাকফুরূন।

**ভাবার্থঃ-** তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার শোকর কর, নাফরমানী করিও না।

উক্তরূপ নিয়ত করিয়া আয়াতের মর্মের দিকে খেয়াল করিতে থাকিবে উক্ত মোরাকাবা সমূহে যখন পূর্বোক্তরূপ নূর বা আছর প্রকাশ হইবে, তখন তৌহিদে আফয়ালীর ফায়েজে বসিবে।

## তৌহিদে আফআলীর মোরাকাবা

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কেবলমাত্র তৌহিদ আফআলী বলিতে হইবে। এই মোরাকাবার মধ্যে নিম্নলিখিত মর্ম খেয়াল করিবে-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ-

এই মোরাকাবাতে যখন মনে হইবে যে, যাবতীয় ভালমন্দ আপদ বিপদ সকলই আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আসে তখন মনে করিবে যে, এই ফায়েজ হাছেল হইয়াছে। এই ফায়েজে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও উপর ভরসা থাকিবে না।

তরীকত পন্থীদের জন্য হযরত নবী করীম ﷺ দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ তাগিদ করিয়াছেন। একটি আল্লাহ তায়ালার মৌখিক জেকের। দ্বিতীয়টা খেয়াল দ্বারা আল্লাহর জেকের করা অর্থাৎ মোরাকাবা।

মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলার এইরূপ এজাজত আছে যে, মোজাদ্দেদিয়া তরীকার দায়েরা সমূহ কাদেরিয়া তরীকায় মশক করিলে বিশেষ

ফল প্রাপ্ত হইবে। স্মরণ রাখিবে, নিয়তের মধ্যে দায়েরা স্থলে হাকিকাত ও কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক আমার কলবে আসে বলিতে হইবে।

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হাকিকাতে এমকানের ফায়েজ কাদেরিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক আমার কলবে আসে।

যথা হাকিকতে আনওয়ারে ছায়েরে আফাকী, হাকিকাতে তাজাল্লীয়ে আফয়ালী ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, এই তরীকার মধ্যে অন্যান্য আরও ছবক আছে পীরের নিকট জানিয়া লইবে। ইহা ছাড়া কোরআন শরীফের আয়াত সমূহের ঐরূপ মোরাকাবা করিতে পারে।

## পীড়া দফে, রিজিক বৃদ্ধি ও শত্রু দফের মোরাকাবা

কওলুল জামিলে আছে, আল্লাহ তায়ালার খাছ নাম সমূহ হইতে যে যে নাম আপন মকছুদ মোতাবেক হইবে, সেই নাম কাদেরিয়া তরীকার ১/২/৩/৪/ জরবী জেকেরের ন্যায় জেকের করিবে। পরে মোনাজাতে নিজের হাজত পূর্ণের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া চাহিবে।

**যথাঃ-** পীড়া, দফের জন্য বলিবে, ইয়া শাফী -يَاشَافِىُ দুর্ভিক্ষ দফের জন্য, ইয়া ছামাদু -يَاصَمَدُ রিজিক বৃদ্ধির জন্য ইয়া রাজ্জাকো -يَارَزَّاقُ শত্রু দফের জন্য, ইয়া মোজেল্লু-يَامُذِلُّ ইহার তরতীব ও ফায়েদা এবং কাহার জন্য করা উচিত, তাহা পীরের নিকট এজাজত লইবে। সাবধান! বিনা এজাজতে কেহ করিবে না।

## চিশতিয়া তরীকার বিবরণ

### হযরত ﷺ এর নিকট হইতে হযরত আলী (রাঃ)-এর তলকীন লাভ

কওলুল জামীল কেতাবে আছে- চিশতিয়া তরীকার মাশায়েখগণ বলিয়াছেন, ইমামুল আওলিয়া হযরত আলী মোরতাদা (রাঃ) হযরত ﷺ এর

নিকট আসিয়া বলিলেন-"আল্লাহকে পাইবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় একটি রাস্তা আমাকে শিক্ষা দান করুন।"হযরত ﷺ বলিলেন, "নির্জ্জনে সর্বদা জেকের করা" হযরত আলী "বলিলেন, তাহা কিরূপ?" হযরত ﷺ বলিলেন, "চক্ষু বন্ধ কর এবং আমার নিকট তিনবার শ্রবণ কর।" অতঃপর আঁ হযরত ﷺ তিনবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করিলেন ও হযরত আলী (রাঃ) শুনিয়া রহিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) ঐ জেকের তিনবার হযরত নবী করীম ﷺ কে শুনাইলেন। এই তরীকা আলী (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) কে শিক্ষা দেন। অতঃপর ক্রমাগত ঐ তরীকা প্রচলিত ইহয়া আসিতেছে।

## হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এর সাথে হযরত আলী (রাঃ) এর নেছবত

কতিপয় লোক হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তিনি হযরত আলী (রাঃ) হইতে হাদীস ও তাসাউফ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। এই মন্তব্য ঠিক নহে। অধিকাংশ বিজ্ঞগণের মতে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) হইতে হাদীস ও তাসাউফ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে দলীল প্রদত্ত হইল-

وَفِى النِّبْرَاسِ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ هُوَ اَبُوْ سَعِيْدِنِ الْاِمَامُ الْجَلِيْلُ التَّابِعِىُّ شَيْخُ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَوَرِّعِيْنَ وَالْبَكَّائِيْنَ وَالصُّوْفِيَّةُ لَقِىَ عَلِيًّا وَاَخَذَ مِنْهُ الْحَدِيْثَ وَطَرِيْقَ التَّصَوُّفِ عَلَى الصَّحِيْحِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَقَدْ اَلَّفَ شَيْخُ مَشَائِخِنَا مُحِبُّ النَّبِىِّ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ فَخْرُ الدِّيْنِ الدِّهْلَوِىُّ كِتَابًا سَمَّاهُ فَخْرُ الْحَسَنِ فِىْ رَدِّ الْمُخَالِفِ-

**অর্থাৎ- হযরত আবু সাইদ "হাসান বসরী" (রহঃ) শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক. মোহাদ্দেছ, ফকীহ, সন্দেহ বর্জনকারী, রোদনকারী এবং সূফী মহোদয়গণের অভিজ্ঞ ওস্তাদ ও শায়খ ছিলেন। ইনি হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ**

করিয়াছেন এবং হাদীস ও তাসাউফের তরীকা হাছেল করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ ইহার বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন। ইহাদের বর্ণনা খন্ডন করিয়া পীরানে পীর, আশেকে রাসূল আল্লামা মোহাদ্দেছ ফখরুদ্দিন দেহলভী (রহঃ) فَخْرُ الْحَسَنِ فِىْ رَدِّ الْمُخَالِفِ নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, খাতেমুল মোফাচ্ছেরীন, খাতেমুল মোহাদ্দেছীন আল্লামা জালালুদ্দিন ছুইয়ুতি (রহঃ) বলেন-

فِى الْحَاشِيَةِ قَالَ السُّيُوطِىُّ رح فِى رِسَالَةِ انْحَافِ الْفِرقَةِ- وَمِنَ الْمَعلُومِ اَنَّ الْحَسَنَ الْبَصرِىَّ مِن حِين بَلَغَ سَبعَ سِنِين اُمِرَ بِالصَّلٰوةِ وَكَانَ يَحضُرُ الْجَمَاعَةَ وَيُصَلِّى خَلفَ عُثمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنهُ اِلٰى اَن قُتِلَ عُثمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنهُ فِى الْمَدِينَةِ فانه لم يخرج منها الى الكوفة الابعد قتل عثمان رضى الله تعالى عنه فكيف ينكر سماعه من على كرم الله تعالى وجهه وهو كل يوم يجتمع به فى المسجد خمس مرات من حين الى ان بلغ اربع عشر سنة وزيادة على ذالك ولاشك ان عليا رضى الله تعالى عنه كان يزور امهات المؤمنين ومنهن ام سلمة رضى الله تعالى عنها والحسن فى بيتها هو وامه انتهى قال ابوزرعة رح كان الحسن البصرى يوم بويع على بن ابى طالب اربع عشرة سنة فرأى عليا رضى بالمدينة وقال الحسن البصرى رأيت الزبير يبايع عليا رضى الله تعالى عنه منها فى شرح الترمذى قد ادرك الحسن عليا رضى الله تعالى عنه وفى هذا الباب روايات كثيرة مذكورة فى قول المستحسن-

অর্থাৎ- আল্লামা জালালুদ্দিন ছুইয়ুতি (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হাদীসের আদেশ অনুযায়ী হাসান বসরী সাত বৎসর বয়সেই নামায পড়া আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাযের জামায়াতে হাজির হইতেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ)

এর শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার পিছনেই মসজিদের নববীতে নামায পড়িতেন। (তখন হযরত আলী (রাঃ) ঐ মসজিদেই নামায পড়িতেন) হাসান বসরী মদীনাতে থাকিতেন, হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের পর তিনি মদীনা ত্যাগ করিয়া কুফায় চলিয়া আসেন। এহেন অবস্থায় কি করিয়া হাসান বসরী হযরত আলী (রাঃ) থেকে হাদীস শুনেন নাই বলা যাইতে পারে? অথচ হাসান বসরী ছোট বেলা হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত রোজ পাঁচ বার হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে একত্রে মসজিদে নববীতে নামায আদায় করিতেন। ইহা ছাড়াও হযরত হাসান বসরী ও তাহার মাতা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিবি উম্মে ছালমা (রাঃ) এর গৃহে অবস্থান করিতেন। হাসান বসরীর মাতা উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে ছালমা (রাঃ) এর খাদেমা ছিলেন। হাসান বসরী শিশু অবস্থায় কাঁদা কাটির সময় হযরত উম্মে ছালমা (রাঃ) শিশু হাসান বসরীকে মাঝে মাঝে তাঁহার বুকের দুধ পান করাইতেন। তাহাছাড়া হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিবিগণ উম্মাহাতুল মো'মেনীনদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁহাদের গৃহে যাইতেন তম্মধ্যে হযরত উম্মে ছালমাও (রাঃ) ছিলেন। হাসান বসরীর সাথে হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত হয় নাই কিভাবে বলা যাইতে পারে? মোহাদ্দেছ হযরত আবু জুরয়া (রহঃ) বলিয়াছেন- যেইদিন হাসান বসরী মদীনায় হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে বাইয়াত হন তখন হাসান বসরীর বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর। হাসান বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন, মদীনাতে বসিয়া আমি যোবায়েরকে হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে বাইয়াত হইতে দেখিয়াছি। তিরমিজী শরীফের হাদীছের শরাহতে আছে, হাসান বসরী (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে পাইয়াছেন।

এই সম্বন্ধে আরও অনেক রেওয়ায়েত আছে। যাহা শাজরার সংক্ষিপ্ত কিতাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ ছারছীনা হইতে প্রকাশিত তা'লীমী জলসা সংকলন "রাহবর" পাঠ করিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

কওলুল জামিল কিতাবে আরও আছে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাছান চিশতী ছাহেবের পীর ছাহেবের গ্রামের নামানুযায়ী এই চিশতিয়া তরীকার নাম হইয়াছে। হযরত ﷺ এর উম্মতের মধ্যে ইনিও একজন প্রধান আউলিয়া।

তাঁহার হাতে হাজার হাজার বিধর্মী মুসলমান হইয়াছে। ঐ কিতাবে আরও আছে যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাছান চিশতী (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁহার কপালে

حَبِيْبُ اللّٰهِ مَاتَ فِىْ حُبِّ اللّٰهِ-

অর্থাৎ- "খোদার দোস্ত, খোদার মহাব্বতেই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন" এইরূপ লেখা দেখা গিয়াছে। হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী ছাহেবের জীবনী পাঠ করিলে তাঁহার পরিচয় অবগত হইতে পারিবেন।

## ছওয়াব রেছানীর নিয়ম

মোরাকাবা কিংবা জেকের করার আগে সমস্ত বুজুর্গানে দীনের রূহে ছওয়াব রেছানী করা ভাল। প্রথমে তিনবার সূরা ফাতেহা দশ বার সূরা এখলাছ ও এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া সমস্ত পয়গম্বর ও অলি আল্লাহগণের রূহে বখশিয়া দিবে। তৎপর নিয়ত করতঃ মোরাকাবা কিংবা জেকের আজকার করিবে।

## চিশতিয়া তরীকার অজীফা

### এশার নামাযের বাদ একশত বার নিম্ন দরূদ শরীফ পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ-

**উচ্চারণঃ-** আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ও আলিহি অছাল্লিম।

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত নবী করীম ﷺ এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত নবী করীম ﷺ এর কলব মোবারক হইতে মোহাব্বত ও নূরের ফায়েজ আমার কলবে আসে। তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত আমার নছিব হয়।

এই নিয়তে হযরত নবী করীম ﷺ এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে স্থলে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) এর কলবের দিকে

মোতাওয়াজ্জাহ আছে, বলিবারও বিধান আছে।

দরূদ শরীফ পাঠকালে হযরত নবী করীম ﷺ এর কলব হইতে মহাব্বত ও জ্যোতি আগমনের ধারণা করিবে।

## ফজরের নামায বাদ উক্তরূপ নিয়ত করিয়া একশত বার নিম্ন দরূদ শরীফ পড়িবে-

اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى محى سنته الشيخ والخواجه معين الدين الچشتى امام الطريقة والاولياء الكاملين رضى الله تعالى عنه-

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ছাইয়েদিল মোরছালিন অ-আলা মুহিয়ে ছুন্নাতিহিশ শায়েখ ওয়াল খাজা মুঈনুদ্দীদিন চিশতী ইমামিত্তরিকাতে ওয়াল আওলিয়ায়িল কামেলীনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

এই তরীকা মশককালে যথারীতি ফজর ও এশার বাদে দরূদ পড়িতে থাকিবে। যখন দুই বা ততোধিক তরীকা শেষ হইয়া যাইবে তখন পীরের আদেশানুসারে ফজর ও এশার বাদে দরূদ পড়িবে। আজীবনকাল দরূদ পড়া ছাড়িবে না।

## চিশতিয়া তরীকার লতীফা সমূহের স্থান

**কাদেরিয়া তরীকার মোতাবেক কলব, রূহ , ছের, খফি, আখফা, নফছ, আব, আতশ, খাক, বাদ।**

## চিশতিয়া তরীকার জেহের নফি এছবাতের কায়দা

কেবলার দিকে ফিরিয়া চারি জানু হইয়া বসিবে। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা বাম পায়ের কিছাম নামক রগ টিপিয়া ধরিয়া জেকের করিবে। তাহা হইলে দেল হইতে নানাবিধ চিন্তা দূর হইবে এবং কলবে শান্তি ও গরমী অনুভূত হইবে। ইহা ব্যতীত নামাযের ন্যায় বসিবারও হুকুম আছে। বাম পায়ের হাটুর গিটের পিছন দিকে যে দুইটি রগ আছে তাহার সম্মুখ

দিকের উপরের রগের নাম কিছাম।

**নিয়তঃ-** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে চিশতিয়া তরীকার নেছবত অনুযায়ী নফি এছবাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

যদি মহাব্বত কম মালুম হয় তবে পীর ছাহেবের অছীলা দিয়া বসিবে। সব সময়ে পীর ছাহেবের অছীলা দেওয়া ভাল।

## নফি এছবাত জেকেরের তরতীব

চারী জানু কিংবা নামাযের বৈঠকের ন্যায় বসিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ "লা" শব্দ নাভিমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ডাহিন স্কন্ধ পর্যন্ত পৌছাইবে, তথা হইতে 'ইলাহা' শব্দকে মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌছাইবে, মস্তিস্ক হইতে 'ইল্লাল্লাহু' টানিয়া কলবের উপর সজোরে ছাড়িবে। দৈনিক ১ ঘণ্টা, কমপক্ষে অর্ধ ঘণ্টা এইরূপভাবে জেকের করিবে।

এই জেকেরকালে ছয় লতিফার দিকে খেয়াল করিবে ও আল্লাহ ব্যতীত কেহই নাই, আল্লাহ তায়ালাই মকছুদ, এইরূপ খেয়াল করিতে থাকিবে। জেকেরকালে নিতান্ত কম আহার করিবে না বা বেশী পেট ভরিয়া খাইবে না। যাহাতে মস্তিস্ক সবল হয় এমত পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে। নছেৎ মস্তিস্ক শুষ্কতার ভাব জন্মিতে পারে।

পাঠকগণ জানিয়া রাখুন! কলবের দুইটি দরওজা আছে। একটি উপরে, তাহা শরীরের সহিত। উপরের দরওয়াজা জেকেরে জেহের দ্বারা এবং নীচের দরওয়াজা খফি জেকের দ্বারা খুলিয়া যায়।

**প্রকাশ থাকে যে, জলি জেকের এমত জোরে করিবে না, যাহাতে অন্যের নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও নামায বা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে ব্যাঘাত ঘটে। তাহা হইলে মাকরূহ তাহরীম বা হারামের গুনাহ হইবে।**

**জলি জেকেরে আছর বা নূর মালুম হইলে পীর ছাহেব খফী জেকের করিতে হুকুম দিবেন।** নূর বা আছর সম্বন্ধে কাদেরিয়া তরীকার মধ্যে উল্লেখ আছে। খফি জেকেরের নিয়মও ঐরূপ। তবে মাত্র চুপে চুপে নফি এছবাত করিবে, যেন নিজে শুনিতে পায়।

## চিশতিয়া তরীকার পাছে আনফাছ

শ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে "লা-ইলাহা" ও শ্বাস টানিবার সময় "ইল্লাল্লাহ খেয়ালের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস করিবে। 'লা-ইলাহা' খেয়াল করিবে। 'ইল্লাল্লাহ' খেয়াল কালে আল্লাহ তায়ালার মহাব্বতের ধারণা করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত পীর ছাহেব কেবলা বলিয়াছেন, চিশতিয়া তরীকার পাছে-আনফাছ প্রথমেই করিবে, তাহা হইলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইবে। যখন জেকেরের আছর বা নূর জারী হইবে, তখন মোরাকাবা করিবে।

**মোরাকাবার অর্থঃ-** আল্লাহ তায়ালার নাম ও কালাম সমূহ মুখে উচ্চারণ করতঃ কিংবা দেলের দ্বারা উক্ত বিষয়ের মর্ম অবগতির আশায় এমত ডুবিয়া যাওয়া, যাহাতে ঐ কালাম ও নামের মর্ম ব্যতীত দেলের মধ্যে অন্য কিছু না আসে, ইহাই মোরাকাবা।

প্রকাশ থাকে যে, কওলুল জামীল কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, পীরের সহিত এইরূপ মহব্বাত ও ভালবাসা রাখিতে হইবে যেন ক্ষণিকের তরেও বিস্মরণ না হয় এবং সব সময় পীরের আদেশ ও নিষেধ সম্মান ও তাজিমের সহিত মান্য করিয়া চলিবে। পীরের মহব্বাতে এইরূপ মগ্ন হওয়ার নাম ফানা-ফিশ্‌শায়েখ। পীরের প্রতি ফানা হইতে পারিলে এই তরীকায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

## চিশতিয়া তরীকার দশ মোকামের মোরাকাবা

১। **কলবে**-তওবার মোরাকাবা। ২। **রূহতে**-এনবাতের মোরাকাবা। ৩। **ছেরে** জোহদের মোরাকাবা। ৪। **খফিতে**- অরার মোরাকাবা। ৫। **আখফায়**-শোকরের মোরাকাবা। ৬। **নফছে**- তাওয়াক্কুলের মোরাকাবা। ৭। **আতশে**-তছলিমের মোরাকাবা। ৮। **বাদে**- ছবরের মোরাকাবা। ৯। **আবে**-কানাআতের মোরাকাবা। ১০। **খাকে**- রেদার মোরাকাবা।

### কলবে- তওবার মোরাকাবা

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছীলা হইয়া আরশে মোয়াল্লার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আরশে মোয়াল্লার তরফ হইতে চিশতিয়া তরীকার

নেছবত মোতাবেক তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে। হযরত আদম (আঃ) এর যেইরূপ তওবা নছিব হইয়াছিল আমার সেইরূপ তওবা নছিব হয়।

এই মোরাকাবায় বসিয়া নিম্ন আয়াতের মর্ম খেয়াল করিবে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

**উচ্চারণঃ** রাব্বানা জালামনা আনফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খাছেরীন।

## রূহতে এনাবাতের মোরাকাবা

উক্তরূপ নিয়ত করিবে।

মোটকথা জোহদ, অরা, শোকর, তাওয়াক্কুল, তছলিম, ছবর, কানাআত, রেদা ইত্যাদি বিষয় কাদেরিয়া তরীকার রীতি মোতাবেক মোরাকাবা করিবে।

## চিশতিয়া তরীকার আয়াতের মোরাকাবা

اَللّٰهُ حَاضِرِىْ- اَللّٰهُ نَاظِرِىْ- اَللّٰهُ شَاهِدِىْ- اَللّٰهُ مَعِىْ-

আল্লাহ হাজেরী, আল্লাহ নাজেরী, আল্লাহ শাহেদী, আল্লাহ মায়ী।

**নিয়তঃ** আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর ছাহেবের কলবের অছীলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে চিশতিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক আয়াতের মর্মের ফায়েজ আমার কলবে আসে। এই মোরাকাবায় আল্লাহ দেখিতেছেন, আল্লাহ আমার বিষয় দর্শন করিতেছেন ও আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, এইরূপ খেয়াল অন্তরে বসাইবে।

নিয়তে উক্ত মজমুন খেয়াল করিবে। হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলা বলিয়াছেন যে, এই তরীকায় নিম্ন আয়াত সমূহের মোরাকাবা করিলে বিশেষ ফায়েদা হাছেল হয়।

اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ-

**উচ্চারণঃ** আলা ইন্নাহু বেকুল্লি শাইয়িম মুহিত।

**অর্থঃ** নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় বস্তু বেষ্টনকারী।

উক্তরূপ নিয়ত করিবে। কেবল আয়াতের মজমুনের দিকে খেয়াল করিবে।

كَانَّه حاضِرٌ بَينك وبين قِبلتِك تشاهِد-

কাআন্নাহু হাদেরুন বাইনাকা ওয়া বাইনা কেবলাতিকা তুশাহেদু।

**ভাবার্থঃ** আল্লাহ যেমন তোমার ও তোমার কেবলার মধ্যে আছেন, তুমি তাহাকে দেখিতেছ।

নিম্ন আয়াত সমূহের মোরাকাবার নিয়ত উক্তরূপ শুধু আয়াতের মর্মের প্রতি খেয়াল করিবে।

وَهو معكم اينما كنتم-

**উচ্চারণঃ** ওয়াহুয়া মাআকুম আইনামা কুনতুম।

**অর্থঃ** আল্লাহ বলিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন। তোমরা যেখানে যে অবস্থায় থাক।

اينما تولوا فثم وجه اللّٰه-

**উচ্চারণঃ** আইনামা তুয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ।

**ভাবার্থঃ** যে দিকেই তাকাও সেই দিকেই আল্লাহ তায়ালার প্রমাণ পাইবে।

اَلم يعلم بِاَنَّ اللّٰه يرى-

**উচ্চারণঃ** আলাম ইয়ালাম বিয়ান্নাল্লাহা ইয়ারা।

অর্থাৎ- (আল্লাহ বলিয়াছেন) সে (মানুষ) কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকলকে দেখিতেছেন।

نحن اقرب اِليه مِن حبلِ الوَرِيد-

**উচ্চারণঃ** নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারীদ।

**ভাবার্থঃ** আল্লাহ বলিয়াছেন, "আমি মানুষের (ঘাড়ের) শাহরগ হইতে সন্নিকটে আছি।"

اَللّٰه بِكلِ شَيئٍ مُحِيط-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহু বিকুল্লে শাইয়িম মুহিত।

**ভাবার্থঃ** আল্লাহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন।

اِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِيْنِ-

**উচ্চারণঃ** ইন্না মায়িয়া রাব্বী ছাইয়াহদীন।

**ভাবার্থঃ** আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে আছেন, অবশ্য আমাদিগকে অতি শীঘ্রই হেদায়াত করিবেন।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ-

**উচ্চারণঃ** হুয়াল আউয়ালু, ওয়াল আখেরু, ওয়াজ্জোহেরু, ওয়াল বাতেনু।

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা প্রথম হইতেই আছেন সর্বশেষেও থাকিবেন। তাহার সৃষ্ট জিনিস দর্শন দ্বারাই অনুভব হয় যে, তিনি প্রকাশ্য এবং আল্লাহ তায়ালার জাত হিসাবে তিনি অপ্রকাশ্য।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ-

**উচ্চারণঃ** কুল্লুমান আলাইহা ফানেও ওয়াইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা জুল জালালে ওয়াল ইকরাম।

**ভাবার্থঃ** যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ বিনষ্ট হইবে। কিন্তু মহিমান্বিত গৌরবান্বিত জগত প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালাই চিরস্থায়ী থাকিবেন।

কাদেরিয়া তরীকা অনুযায়ী নিজকে ও সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে ফানা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিবে।

اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ-

**উচ্চারণঃ** ইন্নাল মাওতাল্লাজি তাফিররূনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাকীকুম আইনামা তাকুনু ইয়ুদ রিককুমুল মাওতু ওয়ালাও কুনতুম ফি বুরূজিম মোশাইইয়াদাহ।

**ভাবার্থঃ** অবশ্য তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন করিতেছ, নিশ্চয় উহা তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তোমরা যে স্থানে থাক, যদিও তোমরা

সুরক্ষিত দুর্গ সমূহে থাক, অথচ মৃত্যু তোমাদিগকে ধরিবে।

فاذكرونى اذكركم واشكروا لى ولاتكفرون-

উচ্চারণঃ ফাজকুরূনী আজ কুরকুম ওয়াশ কুরূলী ওয়ালা তাকফুরূন।

ভাবার্থঃ তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার শোকর কর, নাফরমানী করিও না।

## তৌহিদ আফআলীর মোরাকাবা

এই মোরাকাবায় "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" এই কালামের মতলবের দিকে খেয়াল করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত গোনাহ হইতে বাঁচিবার ও ইবাদত করিবার শক্তি নাই।

**প্রশ্নঃ- হযরত রাসূলে মাকবুল ﷺ এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাহাবায়ে কেরাম ও আলে আতহার (রাঃ) কে স্মরণ না করিয়া কোন বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা যাইবে কিনা? উলামায়ে দ্বীন এবং মুফতীয়ানে শরয়ে মাতীন এই সম্পর্কে কি বলিয়াছেন?**

উঃ- প্রকাশ থাকে যে, দরূদ শরীফ সাধারণ ভাবে হযরত রাসূলে পাক ﷺ এর প্রতি পাঠ করার বিধান আছে, চাই তাঁহার সহিত সাহাবায়ে কেরাম ও অলিগণের কথা উল্লেখ করা হউক বা নাই হউক অথবা সাহাবায়ে কেরাম ও আলে রাসূল ﷺ এর কথা উল্লেখ না করিয়া সমস্ত মুমিন বান্দার কথা আমভাবে বা খাছভাবে উল্লেখ করা হউক। উল্লেখিত যে কোন প্রকারে দরূদ শরীফ পাঠ করায় কোন দোষ নাই। আয়াতে কুরআন এবং আমালে সলফে সালেহীন দ্বারা উক্তরূপ দরূদ শরীফ পাঠ করা জায়েয প্রমাণিত। সুতরাং তাফসীরে খাযেনে আল্লাহ পাকের আয়াত -

قوله تعالى هو الذى يصلى عليكم وملئكته الاية-

এর ব্যাখ্যায় লিখিত আছে -

فيه بشارة لجميع المؤمنين واشارة الى ان قوله تعالى يصلى عليكم غير مخصص وليس معين لوقت الوحي بل هو عام لجميع المؤمنين -

অর্থাৎ- "আল্লাহ পাক সমস্ত মুমিন বান্দাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন। এই আয়াতে তামাম মুমিনদের জন্য সুসংবাদ এবং ইংগিত রহিয়াছে এই কথার প্রতি যে, আল্লাহ পাকের রহমত বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্য খাছ নহে এবং অহী নাযিলের যুগের সাথেও নির্ধারিত নহে বরং সর্বযুগে সকল মুমিন বান্দার জন্য ব্যপৃত।

দ্বিতীয় আয়াত -

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما -

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক এবং তাহার ফেরেশতাগণ হযরত নবী করীম ﷺ এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম জানাও। আয়াতে কারীমার অধীনে তাফসীরে মাদারেকে আছে -

اى قوله اللهم صل على محمد او صلى الله على محمد

প্রথমোক্ত আয়াতে সাধারণ ভাবে সকল মুমিনের প্রতি মহান আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণের সালাত প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে চাই তারা অহী অবতীর্ণের যুগের মানুষ হউক বা পরবর্তী যুগের মানুষ হউক। আর দ্বিতীয় আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম ও অলিগণের উল্লেখ ব্যতীত হযরত রাসূলে করীম ﷺ এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠের হুকুম দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বহু হাদীসে ঐ

ধরণের দরূদ পাঠের কথা পাওয়া যায় যেইখানে আল ও আসহাবগণের উল্লেখ নাই। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা এখানে কেবল একখানি হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা আল্লামা কাজী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব আশ শিফা বি হুকুকিল মুস্তফার- ২/৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসখানি এই -

عن زيد بن الحباب قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وانزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى اوكما قال -

অর্থাৎ- হযরত যায়েদ বিন হুবাব (রাঃ) বলেন, আমি হযরত রাসূলে করীম ﷺ কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি বলিবে-

اللهم صل على محمد وانزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة -

কিয়ামতে তাহার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল ও আসহাবে কেরামের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল রাসূলে করীম ﷺ এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা সম্পূর্ণ সিদ্ধ ও শরীয়ত সম্মত। ইহা ব্যতীত কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন ও মাশায়েখে ইজামের দরূদ শরীফের মধ্যে আলে আতহার ও আসহাবে কেরামের উল্লেখ পাওয়া যায়না। সুতরাং আল্লামা কাজী কৃত শেফা কিতাবের ২/৫৭ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ বর্ণিত আছে -

وعنه ايضا فى الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما -

لبيك اللهم ربى وسعديك صلوات الله الرحمن الرحيم وملئكته المقربين والنبيين

وَالصِّدِّيقِين والشُّهداء والصَّالحين وما سبّح لك من شئ يارب العالمين على مُحَمَّدِ بن عبد الله خاتم النَّبيّين وسيّد المرسلين وامام المتّقين ورسول ربّ العالمين والشَّاهد البشير الدَّاعى اليك باذنك السِّراج المنير وعليه السَّلام -

জজবুল কুলুব কিতাবের ২৪৮ পৃষ্ঠায় আছে -

اَللّٰهُمَّ لك الحمد بعدد من حمدك ولك الحمد بعددِ من لم يحمد ولك الحمد كما تُحِبُّ ان تحمد - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَّن صلّى عليه وصلِّ على محمّدٍ بِعَدَدِ مَن لَّم يصلِّ عليه - وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ ان يُصلّى عليه -

উক্ত দরূদ শরীফ আল্লামা তাবরানী (রঃ) কর্তৃক রচিত। আর আল ও আসহাবে কেরামের উল্লেখ ব্যতীত অন্যান্য সকল মুমিনের জন্য দরূদ শরীফের উদাহরণ। যেমন -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى كُلِّ نَبِىٍّ وَّمَلَكٍ وَّوَلِىٍّ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ -

উক্ত দরূদ জজবুল কুলুব ২৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ -

উক্ত দরূদ শরীফ দালায়েলুল খাইরাত ২১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। যাহার লেখক মাওঃ শাহ জাযুলী (রহঃ) এবং যার প্রত্যয়নকারী হইলেন মাওলানা আব্দুল হক ছাহেব মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)। উল্লেখ্য যে, দরূদ শরীফ পাঠে আলে আতহারের উল্লেখ পূর্ববর্তী মুমিনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী আলেম ও মুমিনগণের

মধ্যে আলে আতহারের কথা উল্লেখ না করার আমল প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন - লুময়াত কিতাবের ১/২৪ পৃষ্ঠায় আছে -

ومتعارف در متقدمين تسليم بود براهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم از ذريت وازاج مطهره ودر كتب قديميه از مشائخ اهل سنت وجماعت كتاب ان يافته شود در متاخرين ترك ان متعارف شده است-

উহা ব্যতীত সমস্ত মুমিনীনে কামেলীন হযরত রাসূল করীম ﷺ এর আল এর অন্তর্ভুক্ত। একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন তিনি এরশাদ করিয়াছেন -

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقِىْ فَهُوَ اٰلِىْ -

যে ব্যক্তি আমার পথ অনুস্মরণ করল সে আমার আল।

আল্লামা কাজী আয়ায কৃত শেফা কিতাবের ২/৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন -

وَفِىْ رِوَايَةِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰلُ مُحَمَّدٍ قَالَ كُلُّ تَقِىٍّ -

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হইল, মুহাম্মদ ﷺ এর আল কারা? তিনি উত্তর দিলেন প্রত্যেক পরহেযগার বান্দা।

অত্র হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্ট যে, আলে মুহাম্মদ ﷺ দ্বারা তাঁহার আদর্শ অনুসারীগণই। সুতরাং যখন আল ও আসহাবে কেরামের উল্লেখ ব্যতীত সঠিকভাবে সকল মুমিনকে দরূদ শরীফে উল্লেখ জায়েয হইল এমতাবস্থায় বিশেষ কোন কল্যাণের আলোকে বিশেষ কোন মুমিন বান্দার কথা দরূদ শরীফে উল্লেখ করাও জায়েয হবে। আমাদের এ কথার প্রমাণ হলো হযরত ইবনে ওমরের দরূদ শরীফ যাহা শেফা

কিতাবের ২/৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে -

وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّا -

মোট কথা, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, দরূদ পাঠে তরীকতপন্থীগণ পীরানে পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ), হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দি (রহঃ) ও হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী প্রমুখ আউলিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ করে থাকেন। এটা সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত জায়েয ও নেকী বটে।

## হযরত পীর ছাহেব কেবলার অনুমতি

মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলার এইরূপ এজাজত আছে যে, মোজাদ্দেদিয়া তরীকার দায়েরার মোরাকাবা চিশতিয়া তরীকায় মশ্‌ক করিলে বিশেষ লাভবান হইবে। স্মরণ রাখিবে, নিয়তের মধ্যে দায়েরা স্থলে হাকিকাত চিশতিয়া তরীকার নেছবত মোতাবেক হাকিকাতে এমকানের ফায়েজ আমার কলবে আসে বলিতে হইবে।

এইরূপ আনওয়ারে ছায়েরে আফাকী, তাজাল্লিয়ে আফয়ালী ইত্যাদিতে হাকিকাতে আনওয়ার ছায়েরে আফাকী, হাকিকাতে তাজাল্লীর ফায়েজ বলিতে হইবে।

## চিশতিয়া তরীকার চেল্লা করিবার নিয়ম

**চেল্লা**- চল্লিশ দিন একা একা বাস করাকে চেল্লা বলে।

চিশতিয়া তরীকার মাশায়েখগণ বলিয়াছেন যে, যদি কেহ চেল্লা করিবার ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

**চেল্লার দিন সমূহেঃ** ১। রোযা রাখিবে। ২। রাত্রে জাগিয়া নামায পড়িবে ও ইবাদত করিবে, ৩। আহার বিহার কথাবার্তা ও ঘুম এবং লোকের সংসর্গ কম করিবে ৪। সর্বদা ওজুর সহিত থাকিবে (নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থায়) ৫।

পীরের সহিত সর্বদা দেল লাগাইয়া রাখিবে। ৬। আলস্য ত্যাগ করিবে, এমনকি আলস্যকে হারাম মনে করিবে। ৭। হুজরার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় প্রথমে ডান পা দিবে ও আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও তিনবার কুল আউজুবিরাব্বিন্নাছি সূরা পড়িবে এবং বাম পা দাখেল করিবার সময় পড়িবে-

اللهم انت ولى فى الدنيا والاخرة كن لى كما كنت لمحمد صلى الله عليه وسلم وارزقنى محبتك اللهم ارزقنى حبك واشغلنى بجمالك واجعلنى من المخلصين اللهم امح نفسى بجذبات ذالك يا انيس من لاانيس له رب لاتذرنى فردا وانت خير الوارثين-

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা আন্তা অলিউন ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরাতে কুনলী কামা কুনতা লিমোহাম্মাদি ﷺ ওয়ার জুকনী মহব্বাতাকা আল্লাহুম্মারজুকনী হোব্বাকা ওয়াশগুলনি বেজামালিকা ওয়াজ আলনী মিনাল মোখলেছীন। আল্লাহুম্মা আমহো নাফছী বেজাজাবাতে জালিকা ইয়া আনিছো মনা আনিছালা লাহু রাব্বি লাতাজারনী ফারদাও ওয়া আন্তা খায়রুল ওয়ারেছীন।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ তায়ালা তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কার্য পূর্ণকারী। আমার সাহায্যকারী হইয়া যাও যেমন তুমি হযরত মোহাম্মাদ ﷺ এর সাহায্যকারী ও কার্য সম্পাদনকারী ছিলে এবং তুমি আপন মোহব্বত আমাকে দান কর। হে এলাহি! তুমি স্বীয় ভালবাসা আমাকে দান কর ও তোমার অপূর্ব জ্যোতি দ্বারা আমাকে মত্ত কর এবং স্বীয় জাতপাকের আকর্ষণ দ্বারা আমাকে প্রকৃত বান্দা কর ও কুরিপু সমূহ দমন করিয়া দাও। হে দোস্ত! তোমার মত কোন দোস্ত নাই। হে আমার প্রতিপালক আমাকে একা পরিত্যাগ করিও না, তুমিই সর্বোত্তম মালিক।

তৎপর নামাযের বিছানায় কেবলামুখী দাঁড়াইয়া একুশ বার পড়িবে-

انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين-

ইহার পর দুই রাকয়াত নামায পড়িবে। প্রথম রাকয়াতে আয়াতুল কুরছী

ও দ্বিতীয় রাকয়াতে আমানার রাছুলু' আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে ও দীর্ঘ সময় সেজদায় থাকিবে। পরে বিনীতভাবে মোনাজাত করতঃ নামায শেষ করিয়া يا فتاح 'ইয়া ফাত্তাহো' পাঁচ শতবার পড়িবে। তৎপর পূর্বে যেরূপ তরীকার পাছে আনফাছ, জলি ও খফি জেকের মোরাকাবা ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে চেল্লা করা ভাল কিন্তু অন্য স্থানে স্বতন্ত্র হুজরায় চেল্লা করিলেও নামাযের জামাআত পাওয়া সত্ত্বেও জামাআত তরক করিবে না।

## কঠিন বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার তদবীর

যদি কোন কঠিন বিপদগ্রস্ত হয়, তাহার মুক্তির জন্য 'ছালাতে কুন ফাইয়াকুন' এর নামায পড়িবে। ইন্‌শাআল্লাহ খোদার রহমতে বিপদ হইতে মুক্তি পাইবে।

## ছালাতে কুন ফাইয়াকুনের তরতীব

মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে, বুধবার দিবাগত রাত্রে ও বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে এই তিন রাত্রের প্রত্যেক রাত্রে দুই রাকয়াত নামায পড়িবে। প্রথম রাকয়াতে সূরা ফাতেহা একবার, কুলহু আল্লাহ একশত বার পড়িবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরা ফাতেহা একশতবার, সূরা এখলাছ একবার পড়িয়া নামায শেষ করিবে। নামাযান্তে একশতবার করিয়া বলিবে- হে কঠিন কার্য আছানকারী, হে অন্ধকার দূরীভূত করিয়া জ্যোতি দান করনেওয়ালা। তৎপর একশত বার এস্তেগফার ও একশত বার দরূদ শরীফ পড়িবে। তৎপর আল্লাহ তায়ালার নিকট হুজুরী কলবে দোয়া চাহিবে। তৃতীয় রাত্রে পাগড়ী ও টুপী মাথা হইতে নামাইয়া আস্তিন ঘাড়ের উপর রাখিয়া ক্রন্দন করিবে ও পঞ্চাশ বার ঐ বিপদ উল্লেখ করিয়া দোয়া চাইবে, ইন্‌শাআল্লাহ ঐ দোয়া কবুল হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, আরও বহুত ছবক আছে যাহা পীর ছাহেব দরকার বোধে মুরীদকে তা'লীম দিয়া থাকেন।

واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم-

সমাপ্ত

ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী